CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-176 ■ 27 March, 2026 ■ আগরতলা ২৭ মার্চ, ২০২৬ ইং ■ ১২ চৈত্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

দেশে জ্বালানি সরবরাহ সম্পূর্ণ নিরাপদ ঃ কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ২৬ মার্চ (আইএএনএস) ।। দেশে পেট্রোল, ডিজেল ও এলপিজি সরবরাহ নিয়ে কোনও সংকট নেইএ কথা স্পষ্ট জানিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার বৃহস্পতিবার নাগরিকদের ভুয়ো খবর থেকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছে। সরকার জানিয়েছে, ভারতের হাতে বর্তমানে প্রায় ৬০ দিনের ক্রুড তেলের মজুত রয়েছে এবং এলপিজির ক্ষেত্রে অন্তত এক মাসের সরবরাহ সম্পূর্ণ নিশ্চিত। পেট্রোলিয়াম মন্ত্রকের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, দেশের মোট জ্বালানি সংরক্ষণ ক্ষমতা ৭৪ দিনের হলেও বর্তমানে বাস্তবে প্রায় ৬০ দিনের মজুত রয়েছে, যার মধ্যে ক্রুড তেল, পরিশোধিত পণ্য এবং ভূগর্ভস্থ কেভার্নে থাকা কৌশলগত মজুত অন্তর্ভুক্ত। মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতির ২৭তম দিনেও দেশে সরবরাহ স্বাভাবিক রয়েছে।

মন্ত্রক জানিয়েছে, ''দেশের কোথাও পেট্রোল, ডিজেল বা এলপিজির কোনও ঘাটতি নেই।

আগামী দু'মাসের জন্য ক্রুড তেল আমদানিও ইতিমধ্যেই নিশ্চিত করা হয়েছে। ফলে বৈশ্বিক পরিস্থিতি যাই হোক, ভারতের জ্বালানি নিরাপত্তা নিয়ে কোনও আশঙ্কা নেই।''

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যেখানে জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি, রেশনিং বা জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হচ্ছে, সেখানে ভারতে এমন কোনও পদক্ষেপের প্রয়োজন পড়েনি বলে জানানো হয়েছে।

কিছু পেট্রোল পাম্পে আতঙ্কে অতিরিক্ত কেনাকাটার ঘটনা ঘটলেও তা সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়ানো বিভ্রান্তিকর তথ্যের ফল বলেই দাবি করেছে সরকার।

সরবরাহ নিশ্চিত করতে তেল সংস্থাগুলিকে অতিরিক্ত ক্রেডিট সুবিধা দেওয়া হয়েছে এবং ডিপোগুলি রাতভর চালু রেখে সরবরাহ বাড়ানো হয়েছে।হরমুজ প্রণালী ঘিরে উত্তেজনার মধ্যেও ভারত বর্তমানে বিশ্বের ৪১টির বেশি দেশ থেকে ক্রুড তেল আমদানি করছে, যা আগের তুলনায় বেশি। দেশের সমস্ত রিফাইনারি ১০০ শতাংশেরও বেশি ক্ষমতায় কাজ করছে বলেও জানানো হয়েছে।

এলপিজির ক্ষেত্রেও কোনও ঘাটতি নেই। মন্ত্রক জানিয়েছে, দেশীয় উৎপাদন ৪০ শতাংশ বাড়িয়ে দৈনিক ৫০ টিএমটি-তে পৌঁছেছে, যেখানে মোট চাহিদা প্রায় ৮০ টিএমটি। ফলে আমদানির প্রয়োজন কমে দাঁড়িয়েছে দৈনিক ৩০ টিএমটি।

এছাড়া যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, অস্ট্রেলিয়া-সহ বিভিন্ন দেশ থেকে ৮০০ টিএমটি এলপিজি ইতিমধ্যেই পথে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভর্তুকির অর্থ স্থানান্তরের অভিযোগ নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ সিপিএম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ মার্চ ।। নির্বাচন চলাকালীন ভর্তুকির অর্থ সরাসরি উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরের অভিযোগ তুলে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছে সিপিআই(এম)। দলের রাজ্য সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরী এ বিষয়ে তিনটি স্তরের নির্বাচন কর্তৃপক্ষের কাছে লিখিত অভিযোগ জমা দিয়েছেন। চিঠি পাঠানো হয়েছে ত্রিপুরার মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক, রাজ্য নির্বাচন কমিশন এবং ভারতের নির্বাচন কমিশনের কাছে। অভিযোগে বলা হয়েছে, ত্রিপুরার ৫৬-ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন এবং টিটিএএডিসি এলাকার নির্বাচনী প্রক্রিয়া চলাকালীন সময়ে বিপুল সংখ্যক উপভোক্তার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ভর্তুকির অর্থ স্থানান্তরের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। সিপিআই(এম)-এর দাবি, খাদি ও গ্রামোন্নয়ন কমিশন এবং সংশ্লিষ্ট রাজ্য সংস্থাগুলির মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর কর্মসংস্থান সৃষ্টির প্রকল্প-এর আওতায় এই অর্থ বিতরণ করা হচ্ছে। সাধারণত প্রতি উপভোক্তার ক্ষেত্রে ২.৫ লক্ষ থেকে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ভর্তুকি দেওয়া হয়ে থাকে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। চিঠিতে আরও বলা হয়েছে, নির্বাচন ঘোষণার পর এ ধরনের আর্থিক অনুমোদন বা অর্থ বিতরণ নির্বাচন আচরণবিধির লঙ্ঘন হতে পারে। বিশেষ করে 'পার্টি ইন পাওয়ার' সংক্রান্ত নিয়ম অনুযায়ী নির্বাচন ঘোষণার পর কোনো প্রকার অনুদান বা আর্থিক সুবিধা প্রদান নিষিদ্ধ। যদিও এখনো পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট প্রমাণ হাতে নেই বলে স্বীকার করেছেন জিতেন্দ্র চৌধুরী, তবুও বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে তদন্ত করার আবেদন জানানো হয়েছে। অভিযোগ প্রমাণিত হলে অবিলম্বে এই ধরনের অর্থ স্থানান্তর বন্ধ করার দাবিও জানানো হয়েছে। এছাড়াও, এই বিষয়ে কী পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে তা জানিয়ে দেওয়ার জন্য নির্বাচন কমিশনের কাছে অনুরোধ জানিয়েছে সিপিআই(এম)।

স্ত্রী হত্যাকাণ্ডে স্বামীর আজীবন কারাদণ্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ মার্চ ।। পশ্চিম জেলার অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালত এক গুরুত্বপূর্ণ রায়ে স্ত্রী হত্যার দায়ে এক ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করে আজীবন সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছে। দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তি মিঠু দাস (৩৫), পিতা মৃত হরিচরণ দাস, বাসিন্দা দুকলি, ব্যাংকুমারী, ইচা বাজার, এ.ডি. নগর থানাধীন এলাকার বাসিন্দা।

আদালত অভিযুক্তকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড এবং ২০ হাজার টাকা জরিমানার নির্দেশ দেয়। জরিমানা অনাদায়ে অতিরিক্ত ২ মাসের সাধারণ কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে। পাশাপাশি ৪৯৮(এ) ধারায় ৩ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং ১০ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও ১ মাসের সাধারণ কারাদণ্ডের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সব সাজা একসঙ্গে কার্যকর হবে।

মামলার বিবরণ অনুযায়ী, প্রায় ১৩ বছর আগে সাবিতা দাস (২৭)-এর সঙ্গে অভিযুক্ত মিঠু দাসের বিবাহ হয়। বিবাহের পর থেকেই গৃহস্থালির নানা বিষয়কে কেন্দ্র করে অভিযুক্ত তার স্ত্রীর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

খালেদ আহমেদ হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় রণক্ষেত্র মঙ্গলখালী, অগ্নিসংযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৬ মার্চ ।। উত্তর ত্রিপুরার মঙ্গলখালী মঙ্গলবার কার্যত রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। খালেদ আহমেদ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে এবং মূল অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেফতারের দাবিতে ক্ষোভে ফেটে পড়ে হাজারো মানুষ। পুলিশের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ তুলে বিক্ষুব্ধ জনতা একসময় আইন নিজেদের হাতে তুলে নিয়ে অভিযুক্তদের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে।

সকাল সাড়ে ৯টা থেকে প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে মঙ্গলখালী বড় মসজিদের সামনে পথ অবরোধ চলে। টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ, গগনবিদারী স্লোগান এবং স্বজনহারা পরিবারের আর্তনাদে থমথমে হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। অবরোধের জেরে সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে পড়ে যান চলাচল, চরম ভোগান্তিতে পড়েন সাধারণ মানুষ।

আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, ঘটনার পর একাধিক দিন কেটে গেলেও পুলিশ এখনও মূল অভিযুক্তদের গ্রেফতার করতে পারেনি। প্রশাসনের আশ্বাসে ক্ষোভ না মিটে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এক পর্যায়ে উত্তেজিত জনতার একাংশ অভিযুক্তদের বাড়িতে চড়াও হয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায় জুবেদ আহমেদ, সাদ্দাম হুসেইন এবং সাবির হুসেইনের তিনটি বসতবাড়ি।

খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকল দপ্তরের দুটি ইঞ্জিন। দমকল কর্মীদের প্রাণপণ চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হলেও তার আগেই সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায় বাড়িগুলি।

পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন উত্তর জেলার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সোনামুড়ায় আড়াই লক্ষ বাংলাদেশি টাকা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ মার্চ ।। সোনামুড়ার কাজিরটিলা এলাকা থেকে প্রায় আড়াই লক্ষ বাংলাদেশি টাকা উদ্ধার করেছে সোনামুড়া থানার পুলিশ। উদ্ধার হওয়া এই বিপুল পরিমাণ বিদেশি মুদ্রা পাচারকারীদের বলে আশঙ্কা করছে পুলিশ।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, কুলুবাড়ি, কাজিরটিলা ও আশেপাশের সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে প্রায় প্রতি রাতেই রমরমিয়ে চলছে পাচার বাণিজ্য। যদিও পুলিশ ও সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর তরফে নিয়মিত তৎপরতা চালানো হচ্ছে, তবুও পাচারকারীরা নানা কৌশলে নজর এড়িয়ে তাদের কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে।

এই পাচার চক্রকে ঘিরে এলাকায় প্রায়ই নানা অঘটনের ঘটনাও সামনে আসছে, যা সাধারণ মানুষের মধ্যে উদ্বেগ বাড়াচ্ছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

এলডিএফ এবং ইউডিএফ কেরালামকে দুর্নীতির চক্রে পরিণত করেছে ঃ ডা. মানিক

কালপেট্টা(কেরালাম), ২৬ মার্চ ।। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা আজ বলেছেন যে ত্রিপুরা যেভাবে কমিউনিস্টদের দুঃশাসন কাটিয়ে উঠেছে, কেরালামের জনগণকেও সেটা কাটিয়ে উঠতে হবে। তিনি বলেছেন, ত্রিপুরায় বিজেপি যেভাবে কাজ করেছে এখানেও বিজেপির উচিত এই দুর্নীতিকে উপড়ে ফেলা এবং একটি সমৃদ্ধ কেরলম গড়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া। তিনি আরও বলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে বিভাজনের রাজনীতিকে উন্নয়নের রাজনীতি দিয়ে প্রতিস্থাপন করার এটাই সুবর্ণ সময়।

কেরালামের কালপেট্টা বিধানসভা কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী বিজেপি প্রার্থী প্রশান্ত মালাভায়ালের সমর্থনে আয়োজিত একটি নির্বাচনী প্রচারে ভাষণ দেওয়ার সময় একথা বলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

নির্বাচনী সভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরা, যা একসময় অটুট বাম শাসনের রাজ্য হিসেবে পরিচিত ছিল। আজকে আপনারা যেটার সম্মুখীন হয়েছেন, আমরাও সেটা সম্মুখীন হয়েছি। সময় এসেছে, আমরা ইতিমধ্যেই সেটা পেরিয়ে এসেছি; আপনাদেরও উত্তরণ হতে হবে। আপনাদের সেই দুঃশাসন পার্টির সরকারকে ভয় পাওয়ার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বামেদের শাসনে জনজাতিরা শিক্ষা ও উন্নয়নে ব্যাপক ভাবে বঞ্চিত ঃ রাজীব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ মার্চ ।। দীর্ঘ ২৫ বছর বামফ্রন্টের শাসনকালে জনজাতি সমাজ শিক্ষা ও উন্নয়নের দিক থেকে ব্যাপকভাবে বঞ্চিত হয়েছে। বর্তমানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল স্বাধীন ত্রিপুরার গড়ার স্লোগান দিচ্ছে। তবে বিজেপি এই ধরনের দাবিতে বিশ্বাসী নয়। আজ বিজেপি প্রদেশ কার্যালয়ে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই বললেন সাংসদ তথা প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য।

এদিন তিনি বলেন, দীর্ঘ ২৫ বছর বামফ্রন্টের শাসনকালে জনজাতি সমাজ শিক্ষা ও উন্নয়নের দিক থেকে ব্যাপকভাবে বঞ্চিত হয়েছে। তার ফলে জনজাতি সম্প্রদায় থেকে চিকিৎসক, অধ্যাপক বা উচ্চপদস্থ সরকারি আধিকারিক হিসেবে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষের উঠে আসা সম্ভব হয়নি বলে দাবি করেন তিনি।

বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি প্রসঙ্গে রাজীব ভট্টাচার্য বলেন, বিভিন্ন দল কেউ গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ড বা স্বাধীন ত্রিপুরা-র মতো স্লোগান দিচ্ছে। তবে বিজেপি এই ধরনের দাবিতে বিশ্বাস করে না। তাদের লক্ষ্য জনজাতি সম্প্রদায়ের সার্বিক উন্নয়নের মাধ্যমে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাৎ ডিমাহাসাও'র ছাত্রছাত্রীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ মার্চ ।। আন্তঃরাজ্য শিক্ষা বিনিময় কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে আসাম-এর ডিমাহাসাও থেকে আসা ছাত্রীদের একটি দল আজ লোকভবনে এসে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লুর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করে। ছাত্রীদের এই ভ্রমণের উদ্যোক্তা আসাম রাইফেলসের ২১ সেক্টর। রাজ্যপাল ছাত্রীদের তাদের ভবিষ্যৎ জীবন গঠনে আরও বেশি করে পড়াশোনা করার জন্য উৎসাহিত করেন। এই উদ্যোগ গ্রহণের জন্য তিনি আসাম রাইফেলস কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান। রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসা ২১ জন জনজাতি ছাত্রী বর্তমানে হাফলংয়ের একটি এনজিও'র মাধ্যমে বিনামূল্যে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নেশা ও তোলাবাজির ঘটনায় বিশালগড়

এসডিপিও অফিসের সামনে খেলনা পুতুল নিয়ে সিপিএমের অভিনব বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২৬ মার্চ ।। বিশালগড়ে দিন দিন বেড়ে চলা অপরাধ, নেশা ও তোলাবাজির ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করল সিপিএম। পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলে বিশালগড় এসডিপিও অফিসের সামনে খোলা স্মারকলিপি লাগিয়ে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেন সিপিএম নেতৃত্ব ও কর্মীরা।

বিক্ষোভকারীরা পুলিশের ভূমিকার কড়া সমালোচনা করে তাদের "খেলনার পুতুল"-এর সঙ্গে তুলনা করেন এবং অবিলম্বে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানান। তাদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই এলাকায় অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড বাড়লেও পুলিশ তা রুখতে ব্যর্থ হচ্ছে।

সিপিএমের দাবি, বিশালগড়ে নেশার কারবার থেকে শুরু করে চুরি, ছিনতাই, তোলাবাজি ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষ করে বাই পাস এলাকায় প্রকাশ্যে নেশাজাত দ্রব্য বিক্রি এবং রাউৎখলা এলাকায় দিনের আলোতেই অবাধে নেশার সামগ্রী বিক্রির ঘটনা সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে। ফলে এলাকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে গভীর উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। বিক্ষোভ কর্মসূচি শেষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সিপিএম বিশালগড় মহকুমা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জ্বালানি সংকট নিয়ে কেন্দ্রকে তীব্র আক্রমণ প্রদেশ কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ মার্চ ।। আন্তর্জাতিক অস্থিরতা, বিশেষত পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধ পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে কেন্দ্রের বিদেশনীতি ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা নিয়ে তীব্র সমালোচনা করল ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস। দলের মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী এক বিবৃতিতে অভিযোগ করেন, দেশের ১৪০ কোটি মানুষের স্বার্থের পরিবর্তে কেন্দ্র সরকার আন্তর্জাতিক শক্তিগুলির প্রতি বেশি দায়বদ্ধতা দেখাচ্ছে। বিবৃতিতে দাবি করা হয়েছে, ইজরায়েল—আমেরিকা ও ইরানকে ঘিরে সংঘাত ক্রমশ মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিণ ও পশ্চিম এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়ছে, যার প্রভাব ভারতের ওপরও পড়ছে। এর ফলে জ্বালানি, সার, ওষুধসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রীর আমদানিতে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়েছে বলে অভিযোগ। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অটোর ধাক্কায় ডান হাত খোয়াল মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৬ মার্চ ।। অটোর ধাক্কায় ডান হাত খোয়াল মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। বৃহস্পতিবার রাত আনুমানিক সাড়ে দশটা নাগাদ চড়িলামের মধ্যলক্ষ্মীবিল সরকার টিলা এলাকায় এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হল ১৭ বছরের এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। আহতের নাম আয়ুস দাস। তিনি স্থানীয় বাসিন্দা উত্তম দাসের পুত্র।

জানা যায়, একটি অজ্ঞাতপরিচয় অটো দ্রুতগতিতে এসে আয়ুসকে ধাক্কা মেরে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাসন্তীর মহা অষ্টমীতে মাতল রাজ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ মার্চ ।। আজ মহাঅষ্টমী উপলক্ষে প্রথা মেনে রাজধানীর দুর্গাবাড়িতে অনুষ্ঠিত হল বাসন্তী পূজা। ভোর থেকেই মন্দির প্রাঙ্গণে ভক্তদের ঢল নামে। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পূজা সম্পন্ন হয় এবং দিনভর ভক্তদের সমাগম ছিল লক্ষণীয়।

প্রসঙ্গত, হিন্দু ও বাঙালিদের অন্যতম প্রধান উৎসব দুর্গাপূজা সাধারণত আশ্বিন মাসে জাঁকজমকপূর্ণভাবে উদযাপিত হয়। তবে চৈত্র মাসে পালিত এই পূজা 'বাসন্তী পূজা' নামে পরিচিত, যা ঐতিহ্যগতভাবে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

অন্যান্য বছরের মতো এবছরও আগরতলা দুর্গাবাড়িতে ধর্মীয় ভাবগম্ভীর পরিবেশে বাসন্তী

পূজা অনুষ্ঠিত হয়। মহাঅষ্টমী তিথিতে মন্ডপে অসংখ্য ভক্তবৃন্দের উপস্থিতি দেখা যায়। পূজা উপলক্ষে নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে প্রশাসনের তরফেও নজরদারি ছিল।

মন্দিরের পুরোহিত জানান, প্রাচীন রীতি মেনেই মহাঅষ্টমীর দিন বাসন্তী পূজা সম্পন্ন হয়েছে। পূজা শেষে ভক্তরা দেবীর চরণে অঞ্জলি নিবেদন করেন এবং সকলের মঙ্গল কামনা করেন।

প্রত্যেক বছরের মতো এবছরও সমস্ত শাস্ত্রীয় বিধি মেনে আগরতলার আনন্দময়ী আশ্রমে অনুষ্ঠিত হল কুমারী পূজা। বাসন্তী পূজোর দ্বিতীয় দিন মহাঅষ্টমী তিথিকে কেন্দ্র করে আশ্রম প্রাঙ্গণে ভোর থেকেই ভক্তদের উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা যায়। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কুমারী পূজা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

Page 1.pmd 1 27-03-2026, 00:59

জাগরণ
আগরতলা,২৭ মার্চ, ২০২৬ ইং
১২ চৈত্র, শুক্রবার, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

পড়ুয়াদের মানসিক স্বাস্থ্যর অবনতিতে আত্মহত্যা বাড়িতেছে

ছাত্রছাত্রীদের মানসিক স্বাস্থ্যের অবনতি এবং ক্রমবর্ধমান আত্মহত্যার হার বর্তমান সময়ের একটি অত্যন্ত উদ্বেগজনক ও সংবেদনশীল বিষয়। প্রতিযোগিতামূলক পড়াশোনার চাপ, সামাজিক প্রত্যাশা এবং একাকীত্ব তরুণ প্রজন্মকে এক অন্ধকার পথে ঠেলিয়া দিতেছে।এই সমস্যার গভীরতা বুঝিতে এবং এর সমাধানে আমাদের কয়েকটি বিষয়ের ওপর নজর দেওয়া প্রয়োজন।ভালো রেজাল্ট এবং কেরিয়ার গড়ার অমানবিক ইঁদুর দৌড় শিক্ষার্থীদের মানসিক প্রশান্তি কাড়িয়া নিতেছে। মা-বাবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা অনেক সময় সন্তানদের জন্য বোঝা হইয়া দাঁড়ায়। ব্যর্থ হওয়ার ভয়ে তাহারা চরম পথ বাছিয়া নেয়।সোশ্যাল মিডিয়ায় সময় কাটাইলেও বাস্তবে মনের কথা বলিবার মতো বন্ধুর অভাব এবং সাইবার বুলিং মানসিক অবস্থাকে আরও খারাপ করিতেছে।চাকরির অভাব এবং অর্থনৈতিক অস্থিরতা তরুণদের মনে হতাশা তৈরি করিতেছে।

সমাজের অন্যান্য অংশের সঙ্গে পাল্লা দিয়া পড়ুয়াদের মানসিক স্বাস্থ্য দিনের পর দিন নানাভাবে আক্রান্ত হইতেছে। ইহা খুবই বিপদজনক প্রবণতা বলিয়া মনে করিতেছেন বিভিন্ন। কেননা পড়ুয়ারা হইলেন আমাদের ভবিষ্যৎ। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে একটি সুন্দর অবস্থানের উপর দাঁড় করাইবার জন্য যেসব গুণাবলী প্রয়োজন অনেক ক্ষেত্রেই বর্তমান পড়ুয়াদের একাংশের মধ্যে সেই গুণাবলী পরিলক্ষিত হইতেছে না। ইহার মূল কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া দেখা গিয়াছে মানসিক স্বাস্থ্যগত কারণেই পড়ুয়াদের গুণাবলী নষ্ট হইয়া যাইতেছে। পড়ুয়াদের হাতে যেখানে পাঠ্যপুস্তক থাকিবার কথা সেখানে তাহারা দুশ্চিন্তায় মগ্ন হইয়া পড়িতেছে। ফলে মানসিক স্বাস্থ্য মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। সরকার ও সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষ এইসব কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা পরিবার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে রাষ্ট্রসক্তিকে প্রয়োজনীয় দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পরামর্শ দিয়াছে।

কেননা মানসিক অবসাদ হইতে ছাত্রছাত্রীরা একদিকে যেমন অসুস্থ হইয়া পড়িতেছে অন্যদিকে আত্মহত্যা জনিত ঘটনা দিনের পর দিন বাড়িতেছে।

সুপ্রিম কোর্টে দুই আইআইটি পড়ুয়ার রহস্যমৃত্যুর মামলায় তাৎপর্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিল শীর্ষ আদালত। ২০২৩ সালে দিল্লি আইআইটিতে দুই পড়ুয়া আত্মহত্যা করেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে এ নিয়া মামলা দায়ের করিতে চাহিয়াছিল দুই মৃত পড়ুয়ার পরিবার। কিন্তু সেসময় এফআইআর দায়ের করেনি পুলিশ। মঙ্গলবার বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা ও আর মহাদেবনের ডিভিশন বেঞ্চ পুলিশকে এফআইআর দায়ের করিবার নির্দেশ দিয়াছে। একই সঙ্গে পড়ুয়াদের আত্মহত্যা কমাইতে টাস্ক ফোর্স গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়াছে।এদিন ওই মামলার শুনানি চলাকালীন সুপ্রিম কোর্টে ২০২১ সালের একটি পরিসংখ্যান উঠিয়া আসে। ২০২১ সালের একটি সরকারি রিপোর্ট অনুযায়ী, সেই এক বছরে আত্মঘাতী হইয়াছেন ১৩ হাজার পড়ুয়া। সুপ্রিম কোর্ট বলিয়াছে, "সরকারি সূত্র দেখিয়া মনে হইতেছে

পড়ুয়া আত্মঘাতীর সংখ্যা দেশে এখন কৃষকদের আত্মহত্যার সংখ্যাকে ছাপাইয়া গিয়াছে।

এরপরই পড়ুয়াদের মানসিক স্বাস্থ্যের অবনতির কথা ভাবিয়া ১০ সদস্যের টাস্ক ফোর্স গঠন করিয়াছে শীর্ষ আদালত। প্রাক্তন বিচারপতি এস রবীন্দ্র ভাটের নেতৃত্ব ওই টাস্ক ফোর্সকে দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছে, ঠিক কী কারণে পড়ুয়ারা আত্মহত্যা করিতেছে। এই টাস্ক ফোর্সকে বাড়তি দায়িত্ব দেওয়া হইবে। কেন্দ্রকে দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছে, এই টাস্ক ফোর্সকে সক্রিয় করিবার জন্য কেন্দ্রকে ২০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করিবারও নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

কৃষকের সোলার পাম্প চুরি, চাঞ্চল্য বক্সনগরে

বক্সনগর, ২৬ মার্চ : সমাজের মেরুদণ্ড কৃষক। তাঁদের ওপর নির্ভর করেই বেঁচে আছে সাধারণ মানুষ। সেই কৃষকদের স্বার্থে সরকার জলসেচ ও বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য সোলার পাম্প মেশিন প্রদান করলেও, তা চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।

বক্সনগর আর ডি ব্লকের অন্তর্গত কমল নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাতাধলা গ্রামের দুই কৃষক অন্নদাশীল ও হরেকৃষ্ণ নমো সম্প্রতি কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে সোলার পাম্প মেশিন পান। প্রায় ১৫ হাজার টাকা করে জমা দিয়ে ৪ লক্ষ টাকারও বেশি মূল্যের এই সোলার পাম্প পেয়ে তাঁরা অত্যন্ত আনন্দিত ছিলেন।

জানা যায়, প্রায় ১৫-২০ দিন আগে সরকারি উদ্যোগে পাম্প মেশিন বসানো হয়। এখনও পুরোপুরি চালু না হলেও পরীক্ষামূলকভাবে (রান টেস্ট) চলছিল। এই পাম্পের ওপর নির্ভর করে ২০-২৫ কানি জমিতে ধান ও বিভিন্ন সবজি চাষের পরিকল্পনা করেছিলেন কৃষকরা।

কিন্তু গতকাল ভোরবেলা জমিতে গিয়ে তাঁরা দেখতে পান, সোলার মেশিনের লাইট এবং পাম্পের মোটর চুরি হয়ে গেছে। এই ঘটনায় কৃষকদের মধ্যে চরম হতাশা নেমে এসেছে। তাঁদের মতে, এই ঘটনা যেন মাথায় বজ্রাঘাতের সমান।

কৃষকদের অভিযোগ, বর্তমান সরকারের বদনাম করার উদ্দেশ্যে দুষ্কৃতিকারীরা রাতের অন্ধকারে এই চুরির ঘটনা ঘটিয়েছে। ইতিমধ্যে সোলার বিদ্যুৎ উৎপাদন যন্ত্র ও পাম্প মোটর উদ্ধারের দাবিতে সোনামুড়া থানায় লিখিত জিডি দায়ের করা হয়েছে।

কৃষকদের দাবি, সঠিক তদন্তের মাধ্যমে দোষীদের দ্রুত গ্রেফতার করে উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করুক পুলিশ প্রশাসন। এখন দেখার বিষয়, এই ঘটনায় প্রশাসন কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

তেলিয়ামুড়ায় শতবর্ষ প্রাচীন অষ্টমী স্নান, ভক্তদের ঢল অন্নপূর্ণা ঘাটে

তেলিয়ামুড়া, ২৬ মার্চ : অন্যান্য বছরের মতো এবছরও ধর্মীয় উৎসাহ ও আড়ম্বরের মধ্য দিয়ে তেলিয়ামুড়ার জয়নগরস্থিত অন্নপূর্ণা ঘাটে পালিত হলো প্রায় ১০০ বছর পুরনো পবিত্র অষ্টমী স্নান। ভোর হতেই বিভিন্ন এলাকা থেকে ভক্তদের সমাগমে মুখর হয়ে ওঠে ঘাট চত্বর।

ধর্মপ্রাণ হিন্দুদের বিশ্বাস, এই পুণ্য তিথিতে অষ্টমী স্নান করলে মনস্কামনা পূর্ণ হয় এবং জীবনের নানা বাধা-বিপত্তি দূর হয়। সেই বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে বহু ভক্ত পবিত্র জলে স্নান করে দেবতার আরাধনা করেন। পাশাপাশি, অনেকেই তাঁদের পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে তিলজল দান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। পুরো এলাকা জুড়ে ছিল এক গভীর ধর্মীয় ও পবিত্র পরিবেশ। নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে আয়োজকদের পক্ষ থেকে নেওয়া হয় বিভিন্ন ব্যবস্থা। অন্নপূর্ণা পূজা আয়োজক কমিটির সভাপতি প্রদীপ দে জানান, এই অষ্টমী স্নানের প্রথা প্রায় শতাধিক বছর ধরে চলে আসছে এবং প্রতি বছরই এর গুরুত্ব ও অংশগ্রহণ বাড়ছে। তিনি আরও জানান, এই বিশেষ দিনকে কেন্দ্র করে জয়নগর কবি নজরুল বিদ্যাভবন দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের মাঠে একদিনের মহা মিলনমেলার আয়োজন করা হয়েছে। আয়োজকদের পক্ষ থেকে সকল ধর্মপ্রাণ মানুষ ও এলাকাবাসীকে এই মিলনমেলায় অংশগ্রহণের জন্য আন্তরিক আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। সার্বিকভাবে, অষ্টমী স্নানকে কেন্দ্র করে তেলিয়ামুড়ায় এক উৎসবমুখর ও আধ্যাত্মিক পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে।

বিভিন্ন ধর্মে কারুনের সম্পদ ও শাস্তির গল্প যার সিন্দুকের চাবি বহন করত ৩০০ খচ্চর

য়াকার মুস্তাফা

ধরণী সেদিন দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গিয়েছিল,আর সেই ব্যক্তি, যার ধনভাণ্ডারের চাবি বহন করা বহু শক্তিশালী মানুষের পক্ষেও কষ্টসাধ্য ছিল, তিনি মাটির নিচে তলিয়ে গিয়েছিলেন... ইব্রাহিমীয় ধর্মসমূহে কারুনের সম্পদ এবং শাস্তির কাহিনী বর্ণিত আছে। খ্রিস্টধর্ম ও ইহুদি- উভয়েরই প্রধান ধর্মগ্রন্থে এ ঘটনার উল্লেখ আছে।

বাইবেলে তাকে "কোরাহ" নামে উল্লেখ করা হয়েছে, আবার মুসলমানদের পবিত্র গ্রন্থ কোরানে তাকে "কারুন" নামে অভিহিত করা হয়েছে। ধর্মের ব্যাখ্যাকারী আলেমদের মতে, পবিত্র কোরানে কারুনের ওই ঘটনার অর্থাৎ, একজন ব্যাপক বিত্তশালী ব্যক্তির ইসরায়েলিদের কাছে প্রেরিত নবী মুসার বিরোধিতার উল্লেখ করার কারণ ছিল মক্কার প্রভাবশালী কুরাইশ নেতারা যখন ইসলাম ধর্মের নবীর প্রতি চরম শত্রুতা প্রদর্শন করেছিলেন, তার সাথে সাদৃশ্য দেখানো। কোরানের ২৮তম সূরা "আল-কাসাসে" বলা হয়েছে, 'তোমরা ধনসম্পদের মোহে অন্ধ হয়ে যেও না। তাদের বলে দাও যে, কারুন ছিল মুসার সম্প্রদায়েরই একজন, কিন্তু সে তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল।'

এই বিদ্রোহ বা অবাধ্যতার মূল কারণ ছিল মুসা, যাকে ইসরায়েলিরা তাদের নেতা হিসেবে গণ্য করত এবং যার সাথে তারা মিশর ত্যাগ করে হিজরত করতে প্রস্তুত ছিল, এ কারণে তার প্রতি কারুনের ঈর্ষা।

ওই ঘটনার বিবরণ কেবল ইসলাম ধর্মেই নয়, বরং খ্রিস্টধর্মেও পাওয়া যায়। বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টের গণনাপুস্তকে লেখা আছে যে, 'লেভির পুত্র কহাত, কহাতের পুত্র ইজহার, আর ইজহারের পুত্র কোরাহ, এবং রুবেণের পুত্র ইলীয়াবের পুত্র দাথন ও অবিরাম এবং পেলতের পুত্র ওন - তারা একত্রে দলবদ্ধ হলেন। তারা মুসার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন এবং তাদের সাথে ইসরায়েলের আরও ২৫০ জন পুরুষ যোগ দিলেন, যারা ছিলেন গোত্র প্রধান, মনোনীত এবং গ্রহণযোগ্য ও নামী ব্যক্তি।'

কারুনের ধনভাণ্ডার পবিত্র কোরানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, "আমি তাকে (কোরাহ বা কারুনকে) এমন ধনভাণ্ডার দান করেছিলাম, একদল শক্তিশালী মানুষের পক্ষেও যার চাবিগুলো বহন করা কষ্টসাধ্য ছিল।" প্রথম শতাব্দীর ইহুদি ইতিহাসবিদ ফিলিপ জোসেফাস তার "অ্যান্টিকুইটিজ অফ দ্য জিউস" বইতে কারুনের সম্পদের বর্ণনা দিয়েছেন, যা আব্দুল মজিদ দরিয়াবাদি তার "তাফসিরে মাজিদি" নামক বইয়ে উদ্ধৃত করেছেন, যা প্রথমে ইংরেজিতে এবং পরবর্তীতে উর্দুতে প্রকাশিত হয়েছিল। 'কারুন ছিলেন বংশমর্যাদা এবং সম্পদ, উভয় দিক থেকেই একজন উচ্চবংশীয় বিশিষ্ট ইহুদি। তিনি দেখেছিলেন যে নবী মুসা সমাজে অত্যন্ত সম্মানিত। এতে তিনি রুষ্ট ছিলেন এবং মুসার প্রতি ঈর্ষান্বিত হতে শুরু করেন, যদিও তিনি মুসার গোত্রেরই লোক এবং তার আত্মীয় ছিলেন।' 'কারুন বিশেষ করে এ অভিযোগ করতেন যে, তার অগাধ সম্পদ এবং পারিবারিক মর্যাদা মুসার চেয়ে কোনো অংশে কম না হওয়ার কারণে, মুসা যে সম্মানজনক অবস্থানে আছেন, তিনি নিজেই তার বেশি যোগ্য।' 'দ্য জিউইশ এনসাইক্লোপিডিয়া'য় উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'কারুনের ধনভাণ্ডারের চাবিগুলো বহন করার জন্য ৩০০টি খচ্চরের প্রয়োজন হতো।' আর এই সম্পদই ছিল কোরাহ বা কারুনের বিদ্রোহ এবং অহংকারের মূল কারণ।

কারুনকে হুশিয়ারি- কোরানে বর্ণিত হয়েছে, 'যখন তার কওমের লোকেরা তাকে উপদেশ দিয়ে বলেছিল, "অহঙ্কার করো না, কারণ আল্লাহ অহঙ্কারী ব্যক্তিদের পছন্দ করেন না। আল্লাহ তোমাকে যা দিয়েছেন তা দিয়ে পরকালের আবাস অনুসন্ধান করো। তবে, দুনিয়া থেকে তোমার অংশটুকু গ্রহণ করতে ভুলে যেয়ো না। আল্লাহ তোমার প্রতি যেমন অনুগ্রহ করেছেন, তুমিও তেমনি মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করো এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চেয়ো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পছন্দ করেন না।"

ধর্ম ব্যাখ্যাকারী আলেম জাভেদ আহমদ গামিদী তার "আল-বায়ান" তাফসীরে লিখেছেন যে, "জাতির জ্ঞানী ব্যক্তিরা অত্যন্ত নম্র ভাষায় কারুনকে সতর্ক করেছিলেন যে, যারা সৃষ্টিকর্তার অনুগ্রহ পাওয়ার পর অহঙ্কারের বশবর্তী হয়ে আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার দুঃসাহস দেখায়, শেষ পর্যন্ত তাদের সৃষ্টিকর্তার হাতেই ধরা পড়তে হয়।"

জাভেদ আহমদ গামিদী বলছেন, 'বলা হয়ে থাকে, জগতের সবকিছুই আল্লাহর দান। একে নিজের উত্তরাধিকার কিংবা নিজের যোগ্যতা ও বিশেষ অধিকারের নিদর্শন মনে করো না। তোমার অনন্ত জীবনের জন্য এখান থেকে সেটুকুই কাজে আসবে, যা তুমি আল্লাহর পথে ব্যয় করবে এবং এখান থেকে সেখানে (পরকালে) নিয়ে যাবে।' তিনি আরও লিখেছেন, 'এটি সৃষ্টিকর্তার অনুগ্রহ যে তিনি তোমাকে এত সম্পদ দিয়ে ধন্য করেছেন। তিনি তার বান্দাদের মধ্যে নিজের গুণাবলির প্রতিফলন দেখতে চান এবং তিনি সেই সমস্ত মানুষকে পছন্দ করেন, যারা তার সৃষ্টির প্রতি সদয় ও উদার আচরণ করে।' এই উপদেশের প্রেক্ষাপটে কারুনের জবাব কোরানে উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা আল-কাসাসে বলা হয়েছে, 'সে জবাব দিলো, আমি আমার নিজের জ্ঞানের ভিত্তিতে এসবের মালিক হয়েছি।' কোরানে বলা হয়েছে, 'সে কি জানত না যে, আল্লাহ তার পূর্বে এমন অনেক জাতিকে ধ্বংস করেছিলেন, যারা শক্তিতে তার চেয়েও প্রবল এবং লোকসংখ্যায় তার চেয়েও বেশি ছিল? আর এই অপরাধীদের তাদের পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞেসও করা হবে না (কারণ আল্লাহ তা আগে থেকেই জানেন)।' কারুনের পরিণতি কারুনের বিত্ত ও ঐশ্বর্য দেখে কেউ কেউ যেমন অভিভূত হয়েছিলেন, আবার কেউ কেউ তার পরিণতি দেখে আতঙ্কিত হয়েছিলেন। কোরানে বলা হয়েছে যে, '(একদিন) সে তার সম্প্রদায়ের সামনে জাঁকজমক ও শান- শওকতের সাথে উপস্থিত হলো। যারা পার্থিব জীবন কামনা করত তারা (তাকে দেখে) বলল, 'হায়! কারুনকে যা দেওয়া হয়েছে, আমাদেরও যদি তা থাকতো! আসলেই সে খুবই ভাগ্যবান।'

আর যাদের জ্ঞান দান করা হয়েছিল, তারা বলল, 'ধিক তোমাদের! যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, তাদের জন্য আল্লাহর দেওয়া পুরস্কারই উত্তম, (এটি এমন এক প্রজ্ঞা যা প্রত্যেকের আকাঙ্ক্ষা করা উচিত) এবং এটি কেবল ধৈর্যশীলরাই লাভ করে।'

কোরানে বলা হয়েছে, কারুনের পরিণতি ছিল এমন, 'অতঃপর আমি কারুন ও তার প্রাসাদসহ তাকে ভূগর্ভে বিলীন করে দিলাম। তাকে সাহায্য করার মতো কোনো বাহিনী ছিল না এবং সে নিজেও নিজেকে রক্ষা করতে পারেনি।' 'আর যারা গতকাল পর্যন্ত তার মতো হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করছিল, তারা (তার এই পরিণতি দেখে) আর্তনাদ করে বলতে লাগল, 'আফসোস! আমাদের তো এটাই বলা হতো যে, আল্লাহ তার বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা রিজিক বাড়িয়ে দেন এবং যার জন্য ইচ্ছা তা সীমিত করে দেন।'

কারুন সম্পর্কে বাইবেলে কী বলা হয়েছে? তালমুদীয় পণ্ডিত বা র‍্যাবাইরা "কোরাহ" নামের অর্থ করেছেন "টাক" বা "শূন্যতা"। তার বিদ্রোহের ফলে ইসরায়েলিদের মধ্যে যে শূন্যতা বা অপূরণীয় ক্ষতি তিনি তৈরি করেছিলেন, সে কারণেই তাকে ওই নাম দেওয়া হয়েছিল।

বাইবেলে এটি এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, 'যখন কারুনের বা কোরাহর বিদ্রোহ একটি ফিতনায় পরিণত হলো, তখন মুসা তাকে এবং তার সঙ্গীদের মুবাহালার (দুই ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মধ্যে সত্য প্রমাণের প্রতিযোগিতা) আহ্বান জানালেন, যাতে খোদার ফয়সালা মানুষের সামনে প্রকাশ পায়।'

বুক অব নাম্বারস বা গণনা পুস্তকে বলা হয়েছে, 'আর দাথন ও অবিরাম বের হয়ে এসে তাদের স্ত্রী, পুত্র ও ছোট সন্তানদের নিয়ে তাঁবুর দরজায় দাঁড়াল। তখন মুসা বললেন,এর মাধ্যমেই তোমরা জানতে পারবে যে, সদাপ্রভু আমাকে এ সমস্ত কাজ করার জন্য পাঠিয়েছেন। কারণ, আমি নিজের ইচ্ছায় কিছু করিনি। যদি এই ব্যক্তিরা (অ্যারন ও তার সঙ্গীদের নির্দেশ করে) সাধারণ মানুষের মতো স্বাভাবিকভাবে মারা যায় বা কোনো মহামারি তাদের ওপর আসে, তবে জানবে যে আমি খোদার প্রেরিত নই। 'কিন্তু খোদা যদি নতুন কিছু করেন এবং পৃথিবী তার মুখ খুলে তাদের এবং তাদের পরিবারকে গিলে ফেলে এবং তারা জীবন্ত অবস্থায় পাতালে চলে যায়, তবে তোমরা বুঝতে পারবে যে এই লোকগুলো খোদাকে তুচ্ছ করেছে।' তার কথা শেষ হতে না হতেই তাদের পায়ের নিচের মাটি ফেটে গেল এবং পৃথিবী তার মুখ খুলে তাদের, তাদের পরিবারকে, কোরাহর সাথে থাকা সব মানুষকে এবং তাদের সমস্ত ধন-সম্পদ গিলে ফেলল। তারা তাদের সমস্ত কিছু সহ জীবন্ত অবস্থায় মাটিতে তলিয়ে গেল এবং পৃথিবী তাদের ওপর বন্ধ হয়ে গেল। এভাবেই তারা সমাজের মধ্য থেকে বিলুপ্ত হলো। তাদের চিৎকার শুনে চারপাশের সমস্ত ইসরায়েলিরা এই বলে পালিয়ে গেল, "পাছে পৃথিবী আমাদেরও গিলে ফেলে"।' বুক অব নাম্বারস বা গণনা পুস্তকে আরও বলা হয়েছে যে, "ইসরায়েলিদের মধ্যে যারা কোরাহ, দাথন এবং অবিরামের (এবং তাদের পরিবারের) এই পরিণতিতে অসন্তুষ্ট ছিল, তারা মুসার কাছে গিয়ে প্রতিবাদ করেছিল। তখন ঈশ্বর মুসাকে সেসব মানুষের কাছ থেকে নিজেকে আলাদা করার নির্দেশ দেন। এরপর মহামারির মাধ্যমে ১৪,৭০০ জন মানুষের মৃত্যু হয়, যা ছিল কোরাহর মৃত্যুতে প্রতিবাদ করার শাস্তি।" কারুনের সন্তানদের অনুতাপ- নিউ টেস্টামেন্টেও কোরাহের উল্লেখ রয়েছে, বিশেষ করে জুড ১:১১ পদে, যেখানে বলা হয়েছে, 'ধিকতাদের! তারা কয়িনের পথে চলেছে, লাভের আশায় বালামের ভ্রান্তিতে গা ভাসিয়ে দিয়েছে এবং কোরাহর বিদ্রোহে ধ্বংস হয়েছে।' ইহুদি ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ শাশ মিডরাশ অনুযায়ী, 'যেহেতু কোরাহর বিদ্রোহের প্রধান অস্ত্র ছিল তার মুখ, তাই তার শাস্তি হিসেবে তাকে পৃথিবীর মুখ বা গহ্বর গ্রাস করেছিল।' বুক অব নাম্বারসে বলা হয়েছে, 'কিন্তু কোরাহর সন্তানরা মারা যায়নি।' মিডরাশে উল্লেখ করা হয়েছে, 'পৃথিবী কোরাহকে গ্রাস করার পূর্বেই তার সন্তানরা অনুতপ্ত হয়েছিল, যার ফলে তারা রক্ষা পায়। পরবর্তীতে তাদের বংশধরেরা মন্দিরের গায়কদলের সাথে যুক্ত হয়েছিল।' এভাবে, কোরাহর সন্তানদের কাহিনী অনুতাপের মাধ্যমে পরিত্রাণের প্রতীকে পরিণত হয়েছে, যেখানে কারুনের কাহিনী হয়ে উঠেছে অনন্ত ধ্বংস ও চিরস্থায়ী বিদ্রোহের প্রতীক।

জননী সাহসিকা সুফিয়া কামাল: সাহিত্য সমাজ ও নারী জাগরণের প্রদীপ্ত মশাল

আলমগীর মোহাম্মদ

সুফিয়া কামালএকটি নাম, যা কেবল একজন কবির পরিচিতি বহন করে না, বরং তিনি বাঙালির নারী জাগরণ, সমাজ সংস্কার ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের এক প্রোজ্জ্বল প্রতীক। এই নিবন্ধে তাঁর জীবন ও কর্মের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে। ১৯১১ সালের ২০ জুন বরিশালের শায়েস্তাবাদের এক রক্ষণশীল নবাব পরিবারে তাঁর জন্ম। তাঁর ডাকনাম ছিল হাসনাবানু, যা আরব্য উপন্যাসের হাতেম তাইয়ের কাহিনি থেকে নেওয়া এক উদার নাম। কিন্তু পারিবারিক পরিচয়ের চেয়েও বড় হয়ে ওঠে তাঁর স্বশিক্ষিত ও সুশিক্ষিত ব্যক্তিত্ব। তাঁর আত্মজীবনী 'একালে আমাদের কাল' পাঠ করলে তাঁর জন্ম, বেড়ে ওঠা এবং জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাতের বিস্তারিত পরিচয় পাওয়া যায়। সুফিয়া কামালের বাবা সৈয়দ আবদুল বারী ছিলেন আইনজীবী; কিন্তু তাঁর যখন মাত্র সাত বছর বয়স, তখন তিনি গৃহত্যাগ করেন। বাবার অনুপস্থিতিতে সুফিয়ার শৈশব কাটে নানার বাড়িতে। সেকালের রক্ষণশীল পরিবারের রীতি অনুসারে বাড়ির লোকজন উর্দুতে কথা বললেও, সুফিয়া নিজ আগ্রহে বাংলা ভাষা রপ্ত করেন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বলতে যা বোঝায়, তা তাঁর তেমন ছিল না; কিন্তু তিনি তাঁর শিক্ষা ও ব্যক্তিত্বের প্রবল শক্তি দিয়ে নিজেকে একজন আধুনিক মানুষ হিসেবে গড়ে তোলেন। মাত্র বারো বছর বয়সে মামাতো ভাই সৈয়দ নেহাল হোসেনের সাথে তাঁর বিয়ে হয়। অল্প বয়সে বিয়ে হলেও তা সুফিয়ার ভেতরের প্রতিভাকে স্তিমিত করতে পারেনি, বরং স্বামী সৈয়দ নেহাল হোসেনের প্রত্যক্ষ সমর্থন তাঁর সাহিত্যচর্চা ও সমাজহিতৈষী কাজকে ত্বরান্বিত করেছিল। নেহাল হোসেন সুফিয়াকে সমসাময়িক সাহিত্য পত্রিকাগুলোর সাথে যুক্ত করে দেন। ফলে লেখালেখির পথ তাঁর জন্য সহজ হয়ে যায়। ১৯২৩ সালে মাত্র বারো বছর বয়সে তাঁর প্রথম গল্প 'সৈনিক বধূ' বরিশালের একটি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

১৯৩৮ সালে প্রকাশিত তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সাঁঝের মায়া' তাঁকে বাংলা সাহিত্য সমাজে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা এনে দেয়। সমসাময়িক বিখ্যাত সাহিত্যিকদের সাথে তাঁর যোগাযোগ ছিল এবং এই কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হলে স্বয়ং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর কবিত্বে মুগ্ধ হয়ে লেখেন: 'তোমার কবিত্ব আমাকে বিস্মিত করে। বাংলা সাহিত্যে তোমার অবস্থান উচ্চে এবং ধ্রুব তোমার প্রতিষ্ঠা।'

সুফিয়া কামাল কেবল সাহিত্য রচনাতেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেননি; তিনি ছিলেন একজন সক্রিয় সমাজকর্মী ও নারী আন্দোলনের নির্ভীক অগ্রপথিক। রক্ষণশীলতার বেড়াজাল ছিন্ন করে তিনি মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে বরিশালে সমাজসেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। তিনি অশ্বিনী কুমার দত্তের ভাইয়ের ছেলে-বউ বাসন্তী দেবীর সাথে মা ও শিশুদের সেবায় মাতৃসদনে কাজ করেন। কলকাতায় বেগম রোকেয়া প্রতিষ্ঠিত 'আঞ্জুমান খাওয়াতিন-ই-ইসলাম' সংস্থায় তিনি দীর্ঘকাল কাজ করেন, যার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কলকাতার

বস্তি এলাকার মুসলিম মেয়েদেরকে শিক্ষিত করে তোলা। ১৯৪৬ সালে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার সময় বিপন্ন মানুষের সেবায় তিনি সাহসিকতার সাথে এগিয়ে আসেন। দেশ বিভাগের পর ১৯৪৭ সালে তিনি ঢাকায় এসে ওয়ারী মহিলা সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। নারী আন্দোলনের এই অগ্রপথিক পরবর্তীতে বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন, গণ-আন্দোলন এবং মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় ও সাহসী ভূমিকা পালন করেন। এই নির্ভীক ভূমিকার কারণেই তিনি "জননী সাহসিকা" উপাধিতে ভূষিত হন। ব্যক্তিগত জীবনে সুফিয়া কামালকে একাধিকবার শোকের মুখোমুখি হতে হয়েছে। মাত্র একুশ বছর বয়সে তিনি তাঁর স্বামী সৈয়দ নেহাল হোসেনকে হারান এবং বিধবা হন। পরবর্তীতে তাঁরই এক শুভাকাঙ্ক্ষী কামাল উদ্দীন খানকে তিনি বিয়ে করেন। পরিবারের সদস্যদের একের পর এক মৃত্যু তাঁকে বারবার শোকে বিপর্যস্ত করলেও, তিনি জীবনের প্রয়োজনে আবার ঘুরে দাঁড়িয়েছেন। সংসার চালানোর তাগিদে তিনি পেশাগত জীবন শুরু করেন। শুরুতে তিনি রোকেয়া স্কুলে শিক্ষক ছিলেন। পরবর্তীতে ১৯৩৩ থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত কলকাতা কর্পোরেশন প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকতা করেন। জীবনের নানা ঘাত- প্রতিঘাত জয় করে সুফিয়া কামাল আমাদের দেখিয়ে গেছেন কিভাবে সংসার, আন্দোলন, সংগঠন ও লেখালেখিসবকিছু সমানতালে চালিয়ে যাওয়া যায়। তাঁর রচিত সাহিত্যকর্মগুলো ছিল মানবতা, প্রকৃতি, প্রেম এবং সর্বোপরি সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি এক গভীর দায়বদ্ধতার প্রতিচ্ছবি। উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্মগুলো হলো: 'সাঁঝের মায়া', 'একাত্তরের ডায়েরী' (মুক্তযুদ্ধের এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল), 'উদাত্ত পৃথিবী', 'সোভিয়েতের দিনগুলি' (ভ্রমণকাহিনী), 'একালে আমাদের কাল' (আত্মজীবনী), 'ইতল বিতল' (শিশুতোষ), 'নওল কিশোরের দরবারে', "অভিযাত্রিক", "প্রশান্তি", "মৃত্রিকার ঘ্রাণ" ইত্যাদি। তাঁর লেখা কবিতা ও গল্প বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। সাহিত্য চর্চার স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬২), একুশে পদক (১৯৭৬), স্বাধীনতা দিবস পদক (১৯৯৭) সহ অসংখ্য পুরস্কার ও পদকে ভূষিত হয়েছেন। ১৯৯৯ সালের ২০ নভেম্বর ঢাকায় এই মহীয়সী নারী মৃত্যুবরণ করেন। সুফিয়া কামালের জীবন ও কর্ম বাংলাদেশের নারী মুক্তি আন্দোলনকে বহুদূর এগিয়ে দিয়েছে। আপসহীন সংগ্রামী চেতনার মাধ্যমে বাঙালি জাতির হৃদয়ে তিনি অমর হয়ে আছেন। তাঁকে আজ গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় স্মরণ করছি।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

প্রজ্ঞা ভবনে অনুষ্ঠিত রাজ্যস্তরের শিশু অধিকার সুরক্ষা বিষয়ক সম্মেলন ছবি নিজস্ব।

মুসলিমদের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতার অনুভূতি বাড়ছে: জামিয়ত প্রধান মাদানি

নয়াদিল্লি, ২৬ মার্চ (আইএএনএস) : দেশে অনেক মুসলিম নিজেদের ''কোণঠাসা, অনিরাপদ এবং অপমানিত'' মনে করছেন বলে দাবি করলেন মাওলানা মাহমুদ আসাদ মাদানি। বৃহস্পতিবার এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, একক কোনও ঘটনার জন্য নয়, বরং ধারাবাহিক কিছু পরিস্থিতি ও প্রশাসনিক আচরণের কারণে এই অনুভূতি তৈরি হচ্ছে।

জামিয়ত উলেমা-ই-হিন্দ-এর সভাপতি মাদানির অভিযোগ, দেশে বিচ্ছিন্ন ঘটনা থাকলেও সমস্যা বাড়ে তখনই, যখন প্রশাসন বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার প্রতিক্রিয়ায় অসঙ্গতি দেখা যায়। ''যাদের অন্যায় রুখে ন্যায় নিশ্চিত করার কথা, তারাই অনেক সময় চোখ বন্ধ করে থাকছেন,'' বলেন তিনি।

বিশ্বব্যাপী মুসলিমদের টার্গেট করা হচ্ছে কি নাএই প্রশ্নে মাদানি জানান, এমন ধারণা ক্রমশ বাড়ছে, যদিও তিনি নির্দিষ্ট কোনও ঘটনার উল্লেখ করেননি।

অসমে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের বিতাড়ন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বিষয়টি ধর্মের দৃষ্টিতে দেখা উচিত নয়। ''যে কোনও ব্যক্তি, সে যে ধর্মেরই হোক, যদি বৈধ কাগজপত্র না থাকে, তাহলে তাকে দেশে থাকতে দেওয়া উচিত নয়,'' বলেন তিনি। একইসঙ্গে তিনি অভিযোগ করেন, অনেক সময় ভারতীয় মুসলিমদের 'বাংলাদেশি' বলে দেগে দেওয়া হয়।

ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধন নিয়েও অসন্তোষের কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, এই অসন্তোষ শুধু মুসলিমদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যেও রয়েছে।গুজরাটের প্রস্তাবিত ইউনিফর্ম সিভিল কোড (ইউসিসি) বিল নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে মাদানি জানান, বিষয়টি বিস্তারিতভাবে খতিয়ে দেখার পরই সংগঠন তাদের অবস্থান জানাবে।

এছাড়া উত্তরপ্রদেশে রাস্তার উপর ঈদের নামাজ পড়া নিয়ে বিধিনিষেধ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ''যদি সরকার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে যে রাস্তায় কোনও ধর্মীয় কার্যকলাপ হবে না, তাহলে সেই নিয়ম সবার জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য হওয়া উচিত, একতরফা নয়।''

অন্যদিকে আসাদউদ্দিন ওয়েইসি সম্পর্কে মাদানি বলেন, তিনি একজন দক্ষ ব্যক্তি এবং নিজের মতো করে রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছেন।

অসমে ৫ লক্ষ বিঘা জমি দখলমুক্ত করার প্রতিশ্রুতি বজালিতে মেডিক্যাল কলেজের ঘোষণা সিএম শর্মার

গুয়াহাটি, ২৬ মার্চ (আইএএনএস) : আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে একাধিক বড় প্রতিশ্রুতি দিলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। বৃহস্পতিবার বজালিতে এক নির্বাচনী সভায় তিনি জানান, পুনরায় ক্ষমতায় এলে রাজ্যে ব্যাপক জমি সংস্কার এবং স্বাস্থ্য পরিকাঠামো উন্নয়নে জোর দেওয়া হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''পরবর্তী সরকার গঠন করতে পারলে আমরা ৫ লক্ষ বিঘা জমিকে দখলমুক্ত করব।'' তাঁর দাবি, বর্তমানে অসমে প্রায় ৫০ লক্ষ বিঘা জমি অবৈধ দখলে রয়েছে। তিনি আরও জানান, বিশেষ করে চর (নদীবিধৌত) এলাকার দখলমুক্ত জমি অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল মানুষের মধ্যে পুনর্বণ্টন করা হবে। ''প্রভাবশালী দখলদারদের কাছ থেকে জমি ফিরিয়ে নিয়ে গরিবদের মধ্যে বিলি করা হবে,'' বলেন তিনি। ভারতীয় জনতা পার্টি-র নির্বাচনী ইস্তেহারের প্রসঙ্গ তুলে ধরে শর্মা জানান, এতে মোট ৩১টি প্রতিশ্রুতি রাখা হয়েছে, যা রাজ্যের উন্নয়ন ও জনকল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উন্নয়নে বড় ঘোষণা করে তিনি বলেন, বিজেপি আবার ক্ষমতায় এলে বজালিতে ৯ মাসের মধ্যে একটি মেডিক্যাল কলেজ গড়ে তোলা হবে। এই প্রকল্পের জন্য প্রায় ১০০ বিঘা জমির প্রয়োজন হবে বলে জানিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতার আহ্বান জানান তিনি।

নির্বাচনকে সামনে রেখে বিজেপি ইতিমধ্যেই জোরকদমে প্রচার শুরু করেছে। উন্নয়ন, জমি সংস্কার এবং স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়নকে সামনে রেখে ভোটারদের আকৃষ্ট করার চেষ্টা চলছে।

আসন্ন নির্বাচনে রাজ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের সম্ভাবনা রয়েছে বলে রাজনৈতিক মহলের মতে।

বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা মোদী: মার্কিন সংস্থার সমীক্ষায় দাবি, বিজেপির উচ্ছ্বাস

নয়াদিল্লি, ২৬ মার্চ (আইএএনএস) : বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা হিসেবে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-কে শীর্ষে রাখল একটি মার্কিন ডেটা অ্যানালিটিক্স সংস্থার সমীক্ষা। এই ফল প্রকাশ্যে আসতেই উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। মার্কিন সংস্থা সকালের পরামর্শ-এর সমীক্ষা অনুযায়ী, ২ থেকে ৮ মার্চের মধ্যে পরিচালিত জরিপে মোদীর অনুমোদনের হার ৬৮ শতাংশ, যা তাঁকে অন্যান্য বিশ্বনেতাদের থেকে অনেকটাই এগিয়ে রেখেছে।

উত্তরপ্রদেশের উপমুখ্যমন্ত্রী কেশব প্রসাদ মৌর্য বলেন, ''নরেন্দ্র মোদী দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে যেমন সফল, তেমনই গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীনও তিনি সেরা ছিলেন। তাঁর কাজই তাঁকে বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা করেছে।''

উত্তরপ্রদেশের মন্ত্রী দানিশ আজাদ আনসারি বলেন, ''প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে ভারত বিশ্বমঞ্চে নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। উন্নয়নের পথে এগোতে গিয়ে বহু বড় দেশ ভারতের পাশে রয়েছে।''

বিজেপি সাংসদ প্রবীণ খান্ডেলওয়াল জানান, ''এটা নতুন কিছু নয়। আগেও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সমীক্ষায় প্রমাণ হয়েছে যে নরেন্দ্র মোদী বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় নেতা।''

মহারাষ্ট্রের মন্ত্রী গিরিশ মহাজন-ও একই সুরে বলেন, ''মোদী বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতাএতে আমরা গর্বিত। তাঁকে অভিনন্দন জানাই।''

বিজেপি নেতাদের দাবি, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের ভাবমূর্তি উন্নত করা এবং বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রেও মোদীর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

‘২০৪৭-এর মধ্যে উন্নত নাগাল্যান্ড’ লক্ষ্য, অন্তর্ভুক্তিমূলক বৃদ্ধির রোডম্যাপ বাজেটে: মুখ্যমন্ত্রী রিও

কোহিমা, ২৬ মার্চ (আইএএনএস): নাগাল্যান্ডের ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের বাজেট অন্তর্ভুক্তিমূলক, টেকসই ও প্রবৃদ্ধিমুখী উন্নয়নের একটি রোডম্যাপএমনই মন্তব্য করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নেইফিউ রিও। তিনি জানান, এই বাজেট ‘২০৪৭ সালের মধ্যে উন্নত নাগাল্যান্ড’ গড়ার লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। নাগাল্যান্ড বিধানসভার অষ্টম অধিবেশনের দ্বিতীয় পর্বে বাজেট পেশ করার পর মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ২০২৬-৩১ সময়কালের জন্য রেভিনিউ ডেফিসিট গ্রান্ট বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বাজেট পেশে কিছুটা বিলম্ব হয়েছে। পাশাপাশি ১৬তম অর্থ কমিশনের সুপারিশে কেন্দ্রীয় করের ভাগ ০.৫৬৯ শতাংশ থেকে কমে ০.৪৮১ শতাংশ হওয়াও একটি বড় কারণ।

তিনি জানান, আগামী অর্থবর্ষে উন্নয়নমূলক খাতে ১,৩৫০ কোটি টাকা ব্যয় করার পরিকল্পনা রয়েছে, যা চলতি বছরের তুলনায় ১২.৫ শতাংশ বেশি। সামাজিক খাত সর্বোচ্চ ১৮ শতাংশ বরাদ্দ পেয়েছে।

গুরুত্বপূর্ণ বরাদ্দগুলির মধ্যে রয়েছে ফ্রন্টিয়ার নাগাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অথরিটি-র জন্য ১০০.৫৭ কোটি টাকা, ১৭টি বাজেট প্রকল্পে ৬২ কোটি টাকা এবং কেন্দ্রীয় পৃষ্ঠপোষক প্রকল্পগুলির জন্য ২৫০ কোটি টাকা।

রাজ্যের আর্থিক পরিস্থিতির উন্নতির কথাও তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। সংশোধিত হিসাব অনুযায়ী ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ৪১১.৮১ কোটি টাকা, যা আগের তুলনায় ৪৩১.৩৯ কোটি টাকা কম। ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে বাজেট অনুযায়ী ঘাটতি আরও কমে ৩৩৭.০৪ কোটিতে নামবে বলে অনুমান।

রিও জানান, গত ৫ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্র, রাজ্য সরকার এবং ইস্টার্ন নাগাল্যান্ড পিপলস অর্গানাইজেশন-র মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী এফএনটিএ গঠনের প্রক্রিয়া এগোচ্ছে। এই লক্ষ্যে ‘ফ্রন্টিয়ার নাগাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অথরিটি বিল, ২০২৬’ খসড়া করা হয়েছে এবং চলতি অধিবেশনেই তা পাস হতে পারে।

তিনি আরও জানান, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আগামী এপ্রিল মাসে এফএনটিএ উদ্বোধনের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন এবং সেই লক্ষ্যে রাজ্য সরকার দ্রুত কাজ করছে।

এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে তুয়েনসাং, মন, কিফিরে, লংলেং, নকলাক এবং শামাটোরএই ছয়টি জেলায় এফএনটিএ গঠন করা হবে এবং ৪৬টি বিষয়ে প্রশাসনিক ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে।

নাগা রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে সরকারের প্রতিশ্রুতির কথাও পুনর্ব্যক্ত করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, এই বিষয়ে একটি পলিটিক্যাল অ্যাফেয়ার্স কমিটি গঠন করা হয়েছে, যেখানে মন্ত্রী, বিভিন্ন উপজাতির প্রতিনিধি, রাজনৈতিক দল এবং সাংসদরা রয়েছেন।

অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন-এর কাছ থেকে ইতিবাচক আশ্বাস পাওয়ার পর সরকার পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করেছে বলেও জানান রিও। তিনি আশা প্রকাশ করেন, আরডিজি-এর পরিবর্তে অন্তত ৪,৫০০ কোটি টাকার অনুদান পাওয়া যাবে।

এছাড়া রাজ্যের নিজস্ব রাজস্ব আদায়েও ইতিবাচক প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। কর রাজস্ব ১০.৫২ শতাংশ (১৯৭.৭৫ কোটি টাকা) এবং অ-কর রাজস্ব ৭.৫ শতাংশ (৪৪.৫৬ কোটি টাকা) বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে।

বাংলাদেশের জাতীয় দিবসে প্রধানমন্ত্রীর গাড়িতে জাতীয় পতাকা ঐতিহাসিক বার্তা ও রাজনৈতিক তাৎপর্য

নয়াদিল্লি, ২৬ মার্চ (আইএএনএস) : বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান দেশের জাতীয় দিবসের দিন তাঁর সরকারি গাড়িতে প্রথমবার জাতীয় পতাকা ব্যবহার করে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিলেন। বৃহস্পতিবার সকালে সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে যাওয়ার সময় তাঁর পতাকাবাহী গাড়ির ছবি বিশেষ তাৎপর্য বহন করে।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সূত্রে জানা গিয়েছে, তিনি ঢাকার জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডেও একইভাবে পতাকাবাহী গাড়িতে পৌঁছে ২০২৬ সালের স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস প্যারেডে অংশ নেন। এ বছর বাংলাদেশ ৫৬তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করছে।

বাংলাদেশের জাতীয় দিবস (২৬ মার্চ) সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তকে স্মরণ করে, যখন শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের এই দিনে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। এর আগের রাতেই পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ‘অপারেশন সার্চলাইট’ চালায়, যা বাঙালিদের উপর ব্যাপক নির্যাতন ও গণহত্যার সূচনা করে।

এই দিনটি বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের সংগ্রাম এবং মুক্তিযুদ্ধের আত্মত্যাগের প্রতীক। ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে পাকিস্তানের আত্মসমর্পণের মাধ্যমে বাংলাদেশের জন্ম হয়। বিশ্লেষকদের মতে, জাতীয় দিবসের দিন পতাকা ব্যবহারের এই পদক্ষেপ শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিকতা নয়, বরং দেশের ইতিহাস ও মুক্তিযুদ্ধের উত্তরাধিকারকে পুনরায় গুরুত্ব দেওয়ার ইঙ্গিত। সাম্প্রতিক সময়ে দেশের ইতিহাস ও প্রতীকগুলিকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করার কিছু প্রচেষ্টার মধ্যে এই সিদ্ধান্ত বিশেষ বার্তা বহন করছে।

উল্লেখ্য, গত বছর মুহাম্মদ ইউনূস-এর নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার ৫ আগস্টকে ‘উত্থান দিবস’ এবং ৮ আগস্টকে ‘নতুন বাংলাদেশ দিবস’ হিসেবে ঘোষণা করে, যা নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক সৃষ্টি হয়। অনেকের মতে, এতে ২৬ মার্চের ঐতিহাসিক গুরুত্ব কিছুটা কমানোর চেষ্টা করা হচ্ছিল।এই প্রেক্ষাপটে জাতীয় দিবসেই প্রধানমন্ত্রীর পতাকা ব্যবহারকে অনেকেই বাস্তববাদী ও ঐতিহ্য-সম্মত পদক্ষেপ হিসেবে দেখছেন, যা দেশের ঐক্য ও ইতিহাসের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের বার্তা দেয়।

পাঞ্জাব পুলিশের বড় সাফল্য: আন্তঃ রাজ্য অস্ত্র চক্র ভাঙল, উদ্ধার ১০টি পিস্তল

চণ্ডীগড়, ২৬ মার্চ (আইএএনএস) : বড় সাফল্য পেল পাঞ্জাব পুলিশ। আন্তঃরাজ্য অবৈধ অস্ত্র সরবরাহ চক্র ভেঙে দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে ৭.৬৫ এমএমের ১০টি দেশি পিস্তল এবং ২০টি ম্যাগাজিন।

পাঞ্জাবের ডিরেক্টর জেনারেল অব পুলিশ (ডিজিপি) গৌরব যাদব জানিয়েছেন, ধৃতরা হল উত্তরপ্রদেশের আলিগড়ের পৈন্দাপুর গ্রামের বাসিন্দা দালেশ কুমার ওরফে সৌরভ কুমার ওরফে নান্নু এবং আগ্রার বাসিন্দা অমিত চাহার।

তদন্তে জানা গিয়েছে, মথুরা থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়। প্রথমে দালেশ কুমারের গ্র্যান্ড ভিটারা গাড়ি থেকে ৫টি পিস্তল ও ১০টি ম্যাগাজিন উদ্ধার হয়। পরে তার জবানবন্দির ভিত্তিতে মথুরা-পালওয়াল হাইওয়ে থেকে আরও ৫টি পিস্তল ও ১০টি ম্যাগাজিন উদ্ধার করা হয়।

পুলিশ সূত্রে খবর, এই চক্রটি জার্মানি ও আমেরিকায় বসে থাকা অপরাধচক্রের নির্দেশে কাজ করছিল এবং পাঞ্জাবের বিভিন্ন অপরাধী গোষ্ঠীর কাছে অস্ত্র সরবরাহ করত।

উল্লেখ্য, প্রায় এক মাস আগে বাব্বর খালসা ইন্টারন্যাশনালের (বিকেআই) দুই জঙ্গি সুকবিন্দর ওরফে সানি এবং রাওয়ালকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। তাদের কাছ থেকে তিনটি গ্রেনেড ও একটি আইইডি উদ্ধার হয়, যা পরে হিমাচল প্রদেশের নালাগড় থানায় বিস্ফোরণে ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও ধৃতরা গড়শঙ্করে এক ট্রাভেল এজেন্টের বাড়িতে বিদেশি হ্যান্ডলারের নির্দেশে গুলি চালানো ও অস্ত্র জোগাড়ের সঙ্গে জড়িত ছিল বলে পুলিশ জানিয়েছে।

এই ঘটনায় অমৃতসরের একটি থানায় ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (বিএনএস) এবং আর্মস অ্যাক্টে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

কেরলে ‘সিএম ধাঁধা’ ঘিরে জল্পনা কংগ্রেসের বার্তা, ধৈর্য্য ধরুন

তিরুবনন্তপুরম, ২৬ মার্চ(আইএএনএস): কেরলে মুখ্যমন্ত্রী (সিএম) পদ নিয়ে জল্পনা ক্রমেই রাজনৈতিক নাটকের রূপ নিচ্ছে। যদিও কংগ্রেস নেতৃত্ব বারবার এই বিতর্ককে গুরুত্ব না দেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছে, তবুও রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে ‘সিএম ধাঁধা’ এখন সবচেয়ে আলোচিত বিষয়।

জ্যেষ্ঠ কংগ্রেস নেতা শশী থারুর বৃহস্পতিবার স্পষ্ট জানিয়ে দেন, এখনই মুখ্যমন্ত্রী পদ নিয়ে আলোচনা করার কোনও প্রয়োজন নেই। তিনি বলেন, বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পরই দলীয় হাইকম্যান্ড চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে।

থারুর আরও বলেন, ইউনাইটেড ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট (ইউডিএফ) মানুষের সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছে এবং এই মুহূর্তে মুখ্যমন্ত্রী পদ নিয়ে বিতর্ক অপ্রাসঙ্গিক। পাশাপাশি তিনি আশা প্রকাশ করেন, নেমম কেন্দ্রে সাবারীনাথন ভালো ফল করবেন।

উল্লেখ্য, নেমম আসনটি ২০১৬ সালে বিজেপি জিতলেও ২০২১ সালে তারা তা হারায়। এবারের নির্বাচনে রাজ্য বিজেপি সভাপতি রাজীব চন্দ্রশেখর সেখানে জয়ের জন্য জোর প্রচার চালাচ্ছেন।

এদিকে কংগ্রেসের ভেতরে মুখ্যমন্ত্রী পদ নিয়ে প্রকাশ্যে কোনও মতবিরোধ না থাকলেও, বিভিন্ন নেতার মন্তব্য ঘিরে জল্পনা তুঙ্গে। ভি.ডি. সতীসান, রমেশ চেনিথালা, কে. সুধাকরণ এবং কে. মুরালেধরন-এর প্রতিটি মন্তব্যই রাজনৈতিক মহলে বিশ্লেষণের বিষয় হয়ে উঠছে। বুধবার প্রবীণ নেতা পি.জে. কুরিয়েন-এর একটি সাধারণ মন্তব্যও বড় বিতর্কের জন্ম দেয়। মুহূর্তের মধ্যে তা ‘ব্রেকিং নিউজ’-এ পরিণত হয়ে বিভিন্ন মহলে নানা ব্যাখ্যার জন্ম দেয়। তবে ইউডিএফ শিবিরে আনুষ্ঠানিকভাবে একটাই বার্তা দেওয়া হচ্ছে। মুসলিম লিগ নেতা পি. কে. কুনহালিকুট্টি জানান, মুখ্যমন্ত্রী পদ নিয়ে কোনও বিভেদ নেই এবং নির্বাচনের পর কংগ্রেস যে সিদ্ধান্ত নেবে, সেটিকেই সমর্থন করা হবে।

অন্যদিকে, বামফ্রন্ট নেতৃত্বাধীন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কবাদী) ইতিমধ্যেই জয়ের দাবি করছে এবং তাদের তরফ থেকেই মুখ্যমন্ত্রী হবে বলে আত্মবিশ্বাসী। তবে পরিস্থিতি পুরোপুরি সহজ নয়। প্রথমবারের মতো দলের ছয়জন সিনিয়র নেতা (যার মধ্যে তিনজন প্রাক্তন বিধায়ক রয়েছেন) দল ছেড়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এমনকি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভি.এস. অচুথানন্দন-এর ব্যক্তিগত সহকারীও দলত্যাগ করেছেন। সব মিলিয়ে, কংগ্রেস মুখ্যমন্ত্রী নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে নীরব থাকলেও, কেরলের রাজনৈতিক অঙ্গনে ‘সিএম ধাঁধা’ এখন এক রোমাঞ্চকর অধ্যায়ে পরিণত হয়েছে।

নেপালে বাম শক্তির ভরাডুবি, বেইজিংয়ের জন্য বড় ধাক্কা: বিশেষজ্ঞদের মত

কাঠমান্ডু, ২৬ মার্চ (আইএএনএস) : নেপালের সাম্প্রতিক সংসদীয় নির্বাচনে বামপন্থী শক্তির বড় ধরনের পরাজয়কে চীনের জন্য কূটনৈতিক ধাক্কা হিসেবে দেখছেন বিশ্লেষকরা। যদিও বেইজিং নতুন বিজয়ী দলকে অভিনন্দন জানিয়েছে, তবুও এই ফলাফল তাদের দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক প্রভাবের ক্ষেত্রে প্রশ্ন তুলেছে।

নির্বাচনে বিপুল জয় পেয়েছে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা পার্টি। দলের নেতা রবি লামিছানে এবং প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী বালেন শাহ-এর নেতৃত্বে দলটি ২৭৫ আসনের মধ্যে ১৮২টি আসন জিতে একক বৃহত্তম শক্তি হিসেবে উঠে এসেছে।

অন্যদিকে, ঐতিহ্যবাহী দলগুলির মধ্যে নেপালি কংগ্রেস পেয়েছে ৩৮টি আসন, সিপিএন-ইউএমএল ২৫টি এবং নেপাল কমিউনিস্ট পার্টি ১৭টি আসন পেয়েছেযা তাদের জন্য বড় ধাক্কা।

বিশেষজ্ঞদের মতে, নেপালের বামপন্থী দলগুলি ঐতিহাসিকভাবে চীনের ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত ছিল। ফলে তাদের এই পরাজয় চীন-এর জন্য কৌশলগতভাবে অস্বস্তিকর।

নেপালের প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত বিষ্ণু পুকার শ্রেষ্ঠ বলেন, ''এই ফলাফল বেইজিংকে উদ্বিগ্ন করতে পারে। কারণ, এতে নেপালে মার্কিন প্রভাব বাড়ার সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে।''

উল্লেখ্য, অতীতে কে পি শর্মা ওলি এবং পুষ্প কমল দাহাল প্রচণ্ড-এর নেতৃত্বে বাম জোট শক্তিশালী অবস্থানে ছিল। ২০১৮ সালে তাদের দলগুলির একীভূত হয়ে নেপাল কমিউনিস্ট পার্টি গঠন অনেকের মতে বেইজিংয়ের প্রভাবেই হয়েছিল।

২০১৯ সালে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং-এর নেপাল সফর এবং তার আগে ‘শি জিনপিং থট’ নিয়ে কাঠমান্ডুতে কর্মশালাএসবকেও চীনের আদর্শিক প্রভাব বিস্তারের প্রচেষ্টা হিসেবে দেখা হয়েছিল। নেপাল বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ-এর অংশ হলেও এখনও বড় কোনও প্রকল্প বাস্তবায়ন হয়নি। এই প্রকল্পকে ঘিরে ঋণ-নির্ভরতার আশঙ্কায় পশ্চিমা দেশগুলির সমালোচনাও রয়েছে।

বিশ্লেষকদের মতে, নতুন সরকার ক্ষমতায় এলেও নেপালের পররাষ্ট্রনীতিতে বড় পরিবর্তন আসার সম্ভাবনা কম। তবে ক্ষমতায় বামপন্থী দল না থাকায় চীন তার পুরনো আদর্শিক সহযোগীদের হারাল। রাজনৈতিক বিশ্লেষক রাজেন্দ্র মহারজন মনে করেন, ''এটি বাম রাজনীতির শেষ নয়। সংগঠনগত শক্তি এখনও রয়েছে, ভবিষ্যতে নতুন রূপে বামপন্থী শক্তির উত্থান হতে পারে।''

সার্বিকভাবে, এই নির্বাচনের ফলাফল নেপালের রাজনৈতিক সমীকরণে বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে এবং আন্তর্জাতিক কূটনীতিতেও তার প্রভাব পড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

বৃহস্পতিবার আগরতলা মুক্তধারা অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয় অল ত্রিপুরা স্কুল কম্পিউটার শিক্ষক সংঘের দ্বিবার্ষিক সম্মেলন। ছবি নিজস্ব।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

গুজরাটি মিক্সড ভেজিটেবলের সহজ রেসিপি

গুজরাটি ভাষায় "উন্ধু" মানে হল উল্টো। আগেকার দিনে মাটির হাঁড়িতে সবজি ভরে তা মাটির নিচে উল্টো করে রেখে আগুনের তাপে রান্না করা হতো। সেখান থেকেই এই নামের উৎপত্তি। এটি মূলত টাটকা সবজির একটি "মিক্সড ভেজিটেবল" কারি। এতে যেমন প্রচুর প্রোটিন আছে, তেমনই আছে ফাইবার। বাইরে ঝিরঝিরে হাওয়া আর মনোরম আবহাওয়াএমন সময়ে জিভে জল আনা কোনও পদের স্বাদ নিতে কার না ভালো লাগে!গুজরাটের ঐতিহ্যবাহী পদ 'উন্ধিয়ু' খাদ্য রসিকদের মন জয় করবেই। পুষ্টি আর স্বাদের এমন মেলবন্ধন খুব কম খাবারেই পাওয়া যায়। এক সময় এই পদটি নির্দিষ্ট কিছু সময় ছাড়া বানানো যেত না, তবে এখন বাজারজুড়ে বারোমাস সব সবজি মেলে। তাই নিজের হেঁশেল সামলাতে সামলাতে যখনই মন চাইবে, আপনিও বানিয়ে ফেলতে পারেন এই চমৎকার সাবেকি রান্নাটি। কেন ট্রাই করবেন এই পদ? গুজরাটি ভাষায় 'উন্ধু' মানে হল উল্টো। আগেকার দিনে মাটির হাঁড়িতে সবজি ভরে তা মাটির নিচে উল্টো করে রেখে আগুনের তাপে রান্না করা হতো। সেখান থেকেই এই নামের উৎপত্তি। এটি মূলত টাটকা সবজির একটি 'মিক্সড ভেজিটেবল' কারি। এতে যেমন প্রচুর প্রোটিন আছে, তেমনই আছে ফাইবার। যারা স্বাস্থ্যের দিকে কড়া নজর রাখেন অথচ বিস্বাদ খাবার পছন্দ করেন না, তাঁদের জন্য এটি একেবারে জুতসই। দুপুরের আহার হোক বা রাতের ডিনার, রুটি-পরোটার সঙ্গে এর জুরি মেলা ভার। হাতের কাছে কী কী রাখবেন? এই রান্নাটি করতে খুব বেশি ঝক্কি নেই। ঘরের সাধারণ সবজি আর মশলা দিয়েই এটি তৈরি করা সম্ভব। আপনার প্রয়োজন: সর্ষে শাক: ২৫০ গ্রাম (এটি রান্নায় একটা আলাদা ঝাঁঝালো স্বাদ যোগ করে) কড়াইশুঁটি: ১০০ গ্রাম বেগুন ও গাজর: ১০০ গ্রাম ও ১টি বড় (ছোট ডুমো করে কাটা) ছোলার ডাল: ৫০ গ্রাম (আগে থেকে ভিজিয়ে রাখা ভালো) মশলাপাতি: হিং, হলুদ, লঙ্কা গুঁড়ো এবং নুন (স্বাদমতো) তেল: ২ বড় চামচ

রান্নার সহজ ধাপ: প্রথমেই সমস্ত সবজি ভালো করে ধুয়ে ছোট ছোট টুকরো করে কেটে নিন। মনে রাখবেন, সবজির আকার যত সমান হবে, রান্না তত দ্রুত সেদ্ধ হবে এবং দেখতেও দারুণ লাগবে। কড়াইতে তেল গরম করে তাতে হিং আর হলুদ দিন। হিংয়ের কড়া সুবাস রান্নার স্বাদকে এক ধাক্কায় অনেকখানি বাড়িয়ে দেবে এবং হজমেও সহায়তা করবে। এবার এতে কাটা সবজি আর ভেজানো ছোলার ডাল দিয়ে দিন। মশলার সঙ্গে সবজিগুলো ভালো করে মিশিয়ে অল্প আঁচে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করুন যাতে মশলার সুগন্ধ সবজির ভেতরে ঠিকঠাক পৌঁছায়। সামান্য জল দিয়ে কড়াই ঢাকা দিয়ে দিন। এই রান্নার আসল রহস্য হল আগুনের আঁচ। উন্ধিয়ু কখনোই চড়া আঁচে রান্না করবেন না। ধীমে আঁচে সবজি সেদ্ধ হলে তার আসল পুষ্টিগুণ ও স্বাদ অক্ষুণ্ণ থাকে। সবজি নরম হয়ে এলে ওপর থেকে লঙ্কা গুঁড়ো আর নুন ছড়িয়ে দিন। মাখা মাখা হয়ে এলে ওপর থেকে সামান্য ধনেপাতা কুচি ছড়িয়ে নামিয়ে নিন। ব্যস! তৈরি আপনার ধোঁয়া ওঠা সুস্বাদু উন্ধিয়ু। বারোমাসি সবজির গুণে এখন যখন খুশি এই পদের আনন্দ নিতে পারেন। ঘরোয়া রান্নাতেও যে এমন রাজকীয় আমেজ আনা যায়, তা এই পদটি না রাঁধলে বিশ্বাস করা কঠিন।

পরকীয়া ধরার নতুন কায়দা 'ডিভোর্স ডাস্ট'

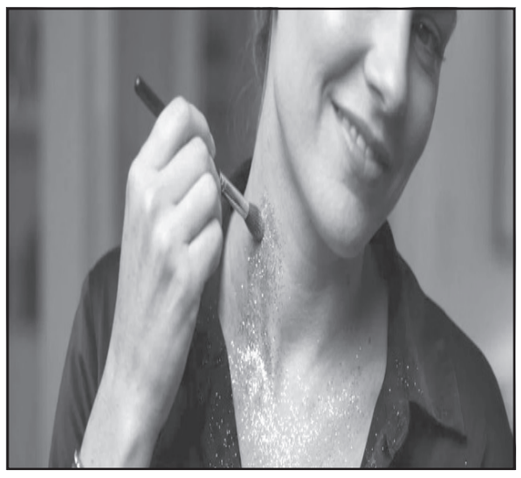

নামটা গালভরা হলেও জিনিসটা খুব সাধারণ। এটি হল বডি গ্লিটার, শিমার স্প্রে বা চকচকে লোশন যা মেয়েরা সাজগোজের জন্য ব্যবহার করেন। এই গ্লিটারগুলো খুব হালকা হয় এবং সামান্য ছোঁয়া লাগলেই অন্য কারও শরীরে বা পোশাকে আটকে যায়। আর একবার আটকে গেলে তা ঝেড়ে ফেলা খুব কঠিন। বডি গ্লিটারের এই ধর্মকেই এখন কাজে লাগাচ্ছেন মহিলারা।

সোশ্যাল মিডিয়ায় এখন একটা কথা খুব শোনা যাচ্ছে-'বিবাহিত পুরুষরা গ্লিটারে খুব ভয় পান'। এই সামান্য মজা থেকেই শুরু হয়েছে এক অদ্ভুত ট্রেন্ড, যার নাম দেওয়া হয়েছে 'ডিভোর্স ডাস্ট'। তবে ভয় পাবেন না, এটি কোনও আলাদা রাসায়নিক পাউডার নয়, বরং মেকআপের সাধারণ গ্লিটার ব্যবহার করেই অবিশ্বাসী সঙ্গীদের হাতেনাতে ধরার এক ফন্দি।

আসলে 'ডিভোর্স ডাস্ট' কী?

নামটা গালভরা হলেও জিনিসটা খুব সাধারণ। এটি হল বডি গ্লিটার, শিমার স্প্রে বা চকচকে লোশন যা মেয়েরা সাজগোজের জন্য ব্যবহার করেন। এই গ্লিটারগুলো খুব হালকা হয় এবং সামান্য ছোঁয়া লাগলেই অন্য কারও শরীরে বা পোশাকে আটকে যায়। আর একবার আটকে গেলে তা ঝেড়ে ফেলা খুব কঠিন। বডি গ্লিটারের এই ধর্মকেই এখন কাজে লাগাচ্ছেন মহিলারা।

কীভাবে কাজ করে এই বুদ্ধি?

এই ট্রেন্ডের শুরু বছরখানেক আগে এক বিদেশি মহিলার হাত ধরে। তিনি জানান, কোনও পুরুষের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার সময় যদি তাঁর মনে সন্দেহ হয় যে লোকটা বিবাহিত অথবা সম্পর্কে থেকে মিথ্যে বলছে, তবে তিনি শরীরে প্রচুর গ্লিটার মেখে যান। যদি ওই ব্যক্তি তাঁর ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করেন, তবে সেই চকচকে গুঁড়ো তাঁর জামাকাপড়ে লেগে যাবে। সেই ব্যক্তি যখন বাড়ি ফিরবেন, তখন তাঁর আসল স্ত্রী বা সঙ্গিনী ওই গ্লিটার দেখলেই বুঝে যাবেন যে ডাল মে কুছ কালা হ্যায়!

সোশ্যাল মিডিয়ায় এখন অনেক মেয়েই ডেটে যাওয়ার আগে কাঁধ বা গলার কাছে এই 'ডিভোর্স ডাস্ট' মেখে নিচ্ছেন। তাঁদের দাবি, এটি এক ধরনের 'সত্য উদঘাটনকারী' মেকআপ। যারা সঙ্গীর সঙ্গে বেইমানি করছে, তাদের ধরিয়ে দিতে এটি দারুণ কাজ দিচ্ছে।

কেন এই ট্রেন্ড এত ভাইরাল?

প্রথমত, মেকআপের এই গ্লিটার লাগালে দেখতে খুব সুন্দর লাগে। দ্বিতীয়ত, কোনও পুরুষই ভাবেন না যে মেকআপের আড়ালে এমন কোনও ফাঁদ থাকতে পারে। কয়েক দশক ধরেই মেয়েরা সাজতে গ্লিটার ব্যবহার করেন, তাই এতে সন্দেহের কোনও অবকাশ থাকে না। সব মিলিয়ে, নিজেদের অজান্তেই প্রতারক পুরুষরা এখন ধরা পড়ে যাচ্ছেন এই 'শিমার স্প্রে'র জালে। ডিজিটাল যুগে অবিশ্বাসী সঙ্গীদের মুখোশ খুলে দিতে এটিই এখন মহিলাদের নতুন হাতিয়ার।

কৌটোর আঠালো ভাব দূর করার ম্যাজিক টোটকা

রান্নাঘরে সবসময় তেল-কালি ছড়ায়। মশলার কৌটোগুলো যেহেতু আগুনের পাশেই থাকে, তাই বাষ্পীভূত তেল ধুলোবালির সঙ্গে মিশে কৌটোর গায়ে একটা শক্ত আস্তরণ তৈরি করে। সাধারণ লিকুইড সোপ এই চটচটে স্তর ভেদ করতে পারে না। ফলে ধোয়ার পরেও মনে হয় তেল থেকেই গিয়েছে। রান্নাঘরের রাজত্ব যাঁদের হাতে, তাঁদের কাছে সবচেয়ে বড় মাথাব্যথার কারণ হল মশলার কৌটো। সখ করে রান্নাঘর সাজাতে সুন্দর শৌখিন কৌটো ব্যবহার করেন অনেকেই। তবে হাজার সাবান ঘষলেও যেন সেই তেলচিটে ভাবটা যেতেই চায় না। হাত দিলেই কেমন একটা আঠালো অনুভূতি, আর রান্নার সময় সেই কৌটো হাতে নিতে গেলে তো কথাই নেই পিছলে পড়ে যাওয়ার ভয় ষোলো আনা! রোজ রান্নায় নুন, হলুদ বা লঙ্কার গুঁড়ো ব্যবহার করেন ঠিকই, কিন্তু দিনের শেষে অবহেলিত থেকে যায় এই কৌটোগুলোই। শুধু সাবান-জল দিয়ে ঘষলেই কি এই জেদি ময়লা পরিষ্কার হওয়া সম্ভব? মোটেই না। এর জন্য চাই বিশেষ কিছু কৌশল। কেন সাধারণ সাবানে কাজ হয় না?

রান্নাঘরে সবসময় তেল-কালি ছড়ায়। মশলার কৌটোগুলো যেহেতু আগুনের পাশেই থাকে, তাই বাষ্পীভূত তেল ধুলোবালির সঙ্গে মিশে কৌটোর গায়ে একটা শক্ত আস্তরণ তৈরি করে। সাধারণ লিকুইড সোপ এই চটচটে স্তর ভেদ করতে পারে না। ফলে ধোয়ার পরেও মনে হয় তেল থেকেই গিয়েছে। অনেকেই জানেন না যে, সাধারণ সাবান-জল সবসময় এই জেদি তেলচিটে ভাব তাড়াতে যথেষ্ট নয়। এর জন্য দরকার একটু স্মার্ট টেকনিক। প্রথমেই যেটা করতে পারেন, তা হল সামান্য গরম জলের ব্যবহার। মশলার কৌটোগুলো খালি করে কিছুক্ষণ ঈষদুষ্ণ জলে ডুবিয়ে রাখুন। দেখবেন, আগুনের তাপে জমাট বাঁধা তেলের স্তরটা আলগা হতে শুরু করেছে। তবে শৌখিন কাঠের কৌটো হলে এই ভুল করবেন না, কারণ বেশিক্ষণ জলে ভিজিয়ে রাখলে কাঠ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। গরম জলের সঙ্গে যদি কয়েক ফোঁটা লিকুইড সোপ মিশিয়ে একটা মিশ্রণ তৈরি করে নেন, তবে কাজ হবে আরও দ্রুত। মিনিট পনেরো সেই মিশ্রণে কৌটোগুলো ভিজিয়ে রেখে নরম স্পঞ্জ দিয়ে আলতো করে ঘষুন। দেখবেন, জেদি দাগগুলো নিমেষে উধাও হচ্ছে। তবে প্লাস্টিকের কৌটোর ক্ষেত্রে খসখসে তারের জালি একেবারেই ব্যবহার করবেন না, এতে কৌটো নষ্ট হয়ে যায়।

যদি দেখেন এতেও কাজ হচ্ছে না, তবে আপনার তুরুপের তাস হতে পারে ভিনিগার। রান্নাঘরের দুর্গন্ধ আর আঠালো ভাব দূর করতে ভিনিগারের জুড়ি মেলা ভার। এক কাপ জলে ২-৩ চামচ ভিনিগার মিশিয়ে কৌটোর গায়ে মাখিয়ে ঘণ্টাখানেক ফেলে রাখুন। এরপর ভিজে কাপড় দিয়ে মুছে নিলেই দেখবেন কৌটো নতুনের মতো ঝকঝক করছে।

সবচেয়ে জরুরি বিষয় হল কৌটো ধোয়ার পর তা ভালো করে শুকনো। কৌটোর ভেতর সামান্য জল থাকলেও মশলা দলা পাকিয়ে নষ্ট হয়ে যাবে। তাই শুকনো কাপড় দিয়ে মোছার পর সম্ভব হলে কিছুক্ষণ রোদে দিন। এতে জীবাণুও মরবে আর মশলাও থাকবে তাজা। সপ্তাহে অন্তত একদিন নিয়ম করে পরিষ্কার করলে আপনার রান্নাঘর থাকবে একদম টিপটপ। আর নষ্ট হবে না আপনার সাধের কৌটো।

আঘাত পেয়ে নীল হয়ে গেলে কী করা উচিত

প্রতিদিন নানা কর্মকাণ্ডে ও খেলাধুলার সময় শরীরের কোনো অংশে আঘাত লাগতে পারে। অনেক সময় আঘাত পাওয়া জায়গাটি নীল হয়ে যায়। অনেকে এতে ঘাবড়ে যান। আদতে আঘাত পাওয়া জায়গায় রক্ত জমাট বেঁধে এ রকম হয়। আমাদের ত্বকের ঠিক নিচে থাকে ছোট ছোট রক্তনালি। কোনো আঘাতে এসব নাজুক রক্তনালি ফেটে যেতে পারে। রক্তক্ষরণ হলে চামড়ার নিচে এটি দেখতে নীল বর্ণের মতো দেখায়। গাত্রবর্ণের ভিন্নতায় সেটি দেখতে বিভিন্ন বর্ণের মতো হতে পারে।

করণীয় প্রথমত মনে রাখতে হবে, ত্বকের নিচের অংশের রক্ত জমাট বাঁধা খুব একটা চিন্তার বিষয় নয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট সময় পর এটি আগের অবস্থায় ফিরে আসে। তবে দ্রুত আগের অবস্থায় আনতে কয়েকটি পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে। যেমন

১. আঘাত পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিংবা রক্ত জমাট বাঁধার উপসর্গ দেখতে পেলেই ওই স্থানে বরফ ধরতে হবে কিছুক্ষণ। আঘাতের প্রাথমিক অবস্থায় ঠান্ডা দিলে ওই জায়গার রক্তনালি সংকুচিত হয়। এতে বেশি রক্তপাত হয় না এবং ফোলা ও ব্যথা কম হয়। অভ্যন্তরীণ রক্তপাত নীল হতে পারে। এর সঙ্গে ব্যথার ওষুধ, যেমন প্যারাসিটামল বা ব্যথানাশক ওষুধ চিকিৎসকের পরামর্শে খাওয়া যেতে পারে।

রক্ত জমাট বাঁধার উপসর্গ দেখতে পেলেই ওই স্থানে বরফ ধরতে হবে কিছুক্ষণছবি: পেক্সেলস

২. আক্রান্ত জায়গাটিতে প্রথমে মালিশ করলে তেমন কোনো লাভ হয় না। কিন্তু পরবর্তী সময়ে মালিশ করলে ভালো ফল পাওয়া যায়। তবে মালিশ করার আগে নিশ্চিত হতে হবে যে হাড় ভেঙেছে কি না। যদি হাড় ভাঙার আশঙ্কা থাকে, তাহলে মালিশ করা যাবে না।

৩. রক্ত জমাট বাঁধার ৪৮ ঘণ্টা পর থেকে এই চিকিৎসা কার্যকর। আঘাতের জায়গায় তাপ দিলে এটি কমতে পারে। ৪. আঘাত পাওয়া স্থানে শক্ত কোনো কিছু, যেমন দাঁতের ব্রাশ বা ধাতব ব্রাশ ঘষলে রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি পায়। ফলে জমাট বাঁধা রক্ত সরে যাবে, তবে কয়েক ঘণ্টা সময় লাগতে পারে। ৫. রক্ত জমাট বাঁধা স্থানে টুথপেস্ট মাখালে রক্তপ্রবাহ বাড়ে এবং জমাট বাঁধা রক্ত সরে যেতে পারে।

বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে, আঘাত লাগার সঙ্গে সঙ্গে কখনো গরম কিছুর সেঁক দেবেন না। কারণ, গরম সেঁক দিলে ওই জায়গায় রক্ত এসে জমা হয়। পরে ওই রক্ত জমাট বেঁধে গেলে জায়গাটা বেশি ফুলে যায় এবং ফুলে ওঠা জায়গাটিতে প্রচণ্ড ব্যথা করে। সে জন্য প্রথমে ওই স্থানে বরফ বা ঠান্ডা সেঁক দিতে হয়, তাহলে রক্তনালির সংকোচনের জন্য ওই স্থানে রক্ত আসে না। এক থেকে দুই দিন পর অবশ্য গরম সেঁক দিতে হবে।

কখন চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন

কিছু কিছু রোগ আছে, যেগুলোতে সহজে রক্তক্ষরণ হয়। এ ধরনের রোগে অল্প ব্যথাতেই ত্বক নীল হয়ে যায়। অনেক সময় সেটি বড় আকার ধারণ করে। মেডিকেলের ভাষায়, এটি ব্রুইজ, একাইমোসিস নামে পরিচিত। এ ধরনের রক্তক্ষরণের নমুনা থাকলে অবশ্যই চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে। অনেকে রক্ত পাতলা করার বা তরল রাখার ওষুধ খান, যেমন ওয়ারফারিন বা অ্যাসপিরিন। এসবের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া থেকে বেশি রক্তপাত হতে পারে। এমনটা হলেও চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া আবশ্যক।

ঘর-গেরস্থালির ৭ কাজেই কমবে ওজন

ওজন বেড়েই চলেছে। এ দিকে জিমে গিয়ে ঘাম ঝরানোর সময় নেই। মেপে খাওয়াদাওয়া করেও তেমন কোনও ফল হচ্ছে না। ভাবছেন, যোগব্যায়াম শুরু করবেন। কিন্তু, অফিস-বাড়ি সামলে তার জন্য সময় বার করা যাচ্ছে না। অথচ মন খুঁতখুঁত করছে, ওজনটা কমাতেই হবে। তা হলে উপায়? সংসারে ছোট ছোট এমন অনেক কাজ আছে, যা নিয়মিত করলে ওজন কমতে বাধ্য।

ভেবে দেখুন না, আগেকার দিনে মা-ঠাকুমারা কি জিমে যেতেন? সংসার সামলেও তাঁদের চেহারা থাকত ছিপছিপে। হোটেল- রেস্তরাঁয় খাওয়ারও তেমন চল ছিল না তখন। বাড়ির খাওয়া আর ঘরের কাজ তাতেই স্বাস্থ্য ভাল থাকত।

সংসারে এমন কী কী কাজ আছে, যা মেদ ঝরাবে চটজলদি? ঘর ঝাঁট দিয়ে মুছুন- ভাববেন না খুব সহজ। আধুনিক মপ দিয়ে ঘর মুছে ফেললে কিন্তু হবে না। কোমর ঝুঁকিয়ে ঘর ভাল করে ঝাঁট দিয়ে তার পর হাঁটু মুড়ে বসে ঘর মুছুন। পেট চেপে মাটিতে বসে ঘর মুছতে হবে। বারে বারে উঠে কাপড় ভিজিয়ে নিন। ওঠাবসায় পেশি ও অস্থিসন্ধির নমনীয়তা বাড়বে। স্ট্রেচিং করার মতোই ব্যায়াম হবে। ঘণ্টায় ১৫০ থেকে ২৫০ ক্যালোরি বার্ন হবে।

জানলা-দরজা মুছুন- বাড়ির জানলা বা দরজা নিজেই মুছুন। হাত উঁচু করে দরজার উপর দিক মুছুন, তার পর নীচের দিকটা মোছার সময় হাঁটু মুড়ে বসুন। বার বার ওঠাবসা করতে করতে কাজ করুন। জানলাও তাই। এই কাজে হাত ও পায়ের খুব ভাল স্ট্রেচিং হয়। যখনই স্কোয়াট করি, দাঁড়ানোর আগে এক-একটা পোজ কিছু ক্ষণ ধরে রাখতে হয়। এতে পা, থাইয়ের গড়ন টোন্ড হয়। এই কাজে ঘণ্টায় অন্তত ১০০ থেকে ২০০ ক্যালোরি পুড়বে।

জামাকাপড় নিজেই কাচুন- ওয়াশিং মেশিনে বার বার জামাকাপড় ধোয়ার অভ্যাস ছাড়ুন। আগে যেমন বালতিতে ভিজিয়ে, বসে কাপড় কাচতে হত, সে ভাবেই কাচুন। নীচু হয়ে কাপড় কাচা, উঠে দাঁড়িয়ে কাপড় নিংড়ানো ও শেষে কাপড় মেলা, এই সব কাজে ঘণ্টায় ১০০ থেকে ২০০ ক্যালোরি ঝরতে পারে।

জামাকাপড় ইস্ত্রি করুন- জামাকাপড় ধোয়ার পর যদি ইস্ত্রি করাটাও নিজে হাতে করতে পারেন, জানবেন ওজন কমানোর লক্ষ্যে এগিয়ে গেলেন। বাথরুম পরিষ্কার করুন- রান্নাঘরের বা বাথরুমের দেওয়ালের টাইল বা মেঝে কখনও পরিষ্কার করেছেন কি? যদি না করে থাকেন, এ বার থেকে মোটা স্ক্রাবার এবং এক বোতল ক্লিনার নিয়ে লেগে পড়ুন। পেটের পেশি শক্ত রাখা ও তলপেটের মেদ কমানোর জন্য এটি দারুণ ব্যায়ামের কাজ করে। পেটের সঙ্গে হাতের গঠনও এতে সুঠাম হয়। যখন আপনি সামনে ঝুঁকে মেঝে স্ক্রাবার দিয়ে ঘষছেন, অজান্তেই কিন্তু প্লাঙ্ক করছেন। এতে সারা শরীরের গঠন ভাল হবে। রান্না করাও ভাল ব্যায়াম- সারা সপ্তাহ যদি সময় না-ও পান, তা হলে ছুটির দিনে চেষ্টা করুন রান্না করার। সব্জি নিজের হাতে কেটে, মশলা বেটে, খুন্তি নেড়ে রান্না করলে হাত ও কোমরের ভাল ব্যায়াম হয়। আগেকার দিনে শিলনোড়ায় মশলা বাটা হত, হাতে হাতের খুব ভাল ব্যায়াম হত। হাতের পেশি মজবুত হত। যদি বাড়িতে শিলনোড়া থাকে, তা হলে এক বার চেষ্টা করে দেখতে পারেন।

শরীরচর্চার পর পেশিতে টান? পেইনকিলার নয় ঘরোয়া টোটকায় মুক্তি পাবেন

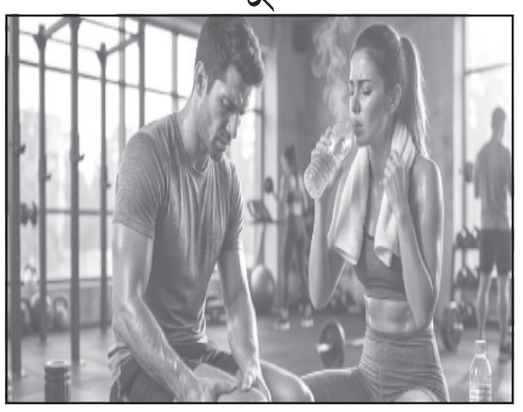

শরীর আড়ষ্ট হয়ে থাকলে প্রথম ইচ্ছে হয় শুয়ে পড়ার। কিন্তু তাতে ব্যথা আরও বাড়তে পারে। বদলে পেশিগুলো আলতো করে স্ট্রেচিং করুন। এর ফলে রক্ত সঞ্চালন বাড়ে এবং শক্ত হয়ে যাওয়া পেশিগুলো প্রসারিত হওয়ার সুযোগ পায়। এতে আরাম মিলবে দ্রুত।

জিম থেকে ফেরার কয়েক ঘণ্টা পর বা ব্যায়াম করার পর থেকেই কি মনে হচ্ছে হাত-পা গুলো আপনার কথা শুনছে না? সিঁড়ি ভাঙতে গেলেই কি পেশিতে টান ধরছে? এই সমস্যাটি নতুন কিছু নয়। অনেক দিন পর হঠাৎ ব্যায়াম শুরু করলে বা একটু কড়া কসরৎ করলেই শরীর জানান দেয়ভেতরের পেশিগুলোতে প্রভাব পড়েছে। ডাক্তারি ভাষায় একে বলা হয় 'ডিলেড অনসেট মাস্ল সোরনেস' বা ঙ্গঞ্জধ্ছ। সাধারণত ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে এই যন্ত্রণা সবচেয়ে বেশি জাঁকিয়ে বসে। অনেকেই এই ব্যথার চোটে শরীরচর্চা ছেড়ে দেন বা ওষুধ খাওয়া শুরু করেন। কিন্তু চিকিৎসকদের মতে, ঘরোয়া কিছু সহজ উপায়েই এই জট ছাড়ানো সম্ভব।

পেশির ব্যথাকে বিদায় জানাবেন কীভাবে?

আলতো স্ট্রেচিং: শরীর আড়ষ্ট হয়ে থাকলে প্রথম ইচ্ছে হয় শুয়ে পড়ার। কিন্তু তাতে ব্যথা আরও বাড়তে পারে। বদলে পেশিগুলো আলতো করে স্ট্রেচিং করুন। এর ফলে রক্ত সঞ্চালন বাড়ে এবং শক্ত হয়ে যাওয়া পেশিগুলো প্রসারিত হওয়ার সুযোগ পায়। এতে আরাম মিলবে দ্রুত।

গরম জলের ব্যবহার: এক বালতি উষ্ণ জলই হতে পারে আপনার পরম বন্ধু। হালকা গরম জলে স্নান করলে বা ব্যথার জায়গায় গরম সেঁক দিলে পেশি শিথিল হয়।

শরীরের রক্ত চলাচলের গতি বাড়লে জমে থাকা বর্জ্য পদার্থ বা টক্সিন বেরিয়ে যায়, যা পেশির আড়ষ্ট ভাব কাটাতে সাহায্য করে।

পর্যাপ্ত জলপান: ব্যায়ামের সময় শরীর থেকে প্রচুর জল বেরিয়ে যায়। শরীর যদি আর্দ্র না থাকে, তবে পেশির ব্যথা কমার বদলে বেড়ে যেতে পারে। পর্যাপ্ত পরিমাণে জল খেলে শরীর থেকে দূষিত পদার্থ বেরিয়ে যায় এবং পেশি মেরামতের কাজ দ্রুত শুরু হয়। আলতো হাতে মালিশ: ব্যথার জায়গাগুলোতে খুব জোর না দিয়ে নিজের হাত দিয়েই হালকা করে মালিশ করুন। এতে ওই নির্দিষ্ট অংশে রক্ত প্রবাহ বাড়ে, যা পেশির অস্বস্তি কমিয়ে আরাম দেয়।

প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার: শরীর গঠনের মূল কারিগর হল প্রোটিন। মাছ, মাংস, ডিম বা ডালের মতো প্রোটিনসমৃদ্ধ খাবারে থাকা অ্যামাইনো অ্যাসিড ক্ষতিগ্রস্ত পেশি মেরামত করতে ম্যাজিকের মতো কাজ করে। তাই জিম করার পর খাবারের পাতে নজর দেওয়া জরুরি।

গবেষণা কী বলছে?

বিভিন্ন ফিটনেস বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, এই ব্যথা আসলে পেশি শক্তিশালী হওয়ারই লক্ষণ। তাই ভয় না পেয়ে নিয়মিত শরীরচর্চার সঙ্গে সঠিক বিশ্রাম ও ঘরোয়া যত্ন নিলে শরীর সুস্থ থাকবে।

‘চোখে চোখে নজরদারি’: সিসিটিভি ঘিরে আইএসআই-এর গুপ্তচরচক্র, নারী ও অপ্রাপ্তবয়স্কদের ব্যবহার

নয়াদিল্লি, ২৬ মার্চ(আইএএনএস): গাজিয়াবাদে একটি গুপ্তচরচক্র ভেঙে দেওয়ার পর দেশজুড়ে সিসিটিভি নেটওয়ার্ক নিয়ে বড়সড় অডিটে নামছে নিরাপত্তা সংস্থাগুলি। তদন্তে উঠে এসেছে, পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আন্তঃ -সেবা গোয়েন্দা সংস্থা (আইএসআই) সংবেদনশীল জায়গার লাইভ ফিড পেতে ব্যাপকভাবে সিসিটিভি ক্যামেরার উপর নির্ভর করছে।

সূত্রের খবর, দিল্লি ও মুম্বই-সহ একাধিক বড় শহরে এই অডিট চালানো হবে। অভিযোগ, আইএসআই-সমর্থিত গুপ্তচরচক্রগুলি সিসিটিভির মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহকে নতুন কৌশল হিসেবে ব্যবহার করছে। তদন্তে জানা গিয়েছে, এই চক্রের সদস্যদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল রেলস্টেশন, বাসস্ট্যান্ড, সরকারি অফিস এবং ভিড়পূর্ণ বাজারের মতো জায়গায় সিসিটিভি ক্যামেরা বসাতে। এর মাধ্যমে সরাসরি নজরদারি চালিয়ে সম্ভাব্য হামলার পরিকল্পনা করা সহজ হয়।

এক গোয়েন্দা আধিকারিক জানান, এতে শারীরিকভাবে রেকি করার প্রয়োজন পড়ে না। উদাহরণ হিসেবে তিনি ২০০৮ মুম্বাই হামলা-এর কথা উল্লেখ করেন, যেখানে ডেভিড হেডলি বারবার মুম্বইয়ে গিয়ে লক্ষ্যস্থল পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। নতুন কৌশলে সেই ঝুঁকি এড়াতেই সিসিটিভি ব্যবহারে জোর দেওয়া হচ্ছে।

তদন্তে আরও জানা গিয়েছে, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে প্রায় ৬০টি স্থানে এই ধরনের ক্যামেরা বসানোর পরিকল্পনা ছিল। দিল্লি, মুম্বই এবং জম্মু-কাশ্মীরেও এই নেটওয়ার্ক ছড়ানোর চেষ্টা চলছিল। সেনা ঘাঁটির মতো কঠোর নিরাপত্তাবেষ্টিত এলাকা এড়িয়ে তুলনামূলক কম সুরক্ষিত জায়গাকেই টার্গেট করা হচ্ছিল। এই চক্রের নিয়োগ পদ্ধতিও বেশ চমকপ্রদ। আধিকারিকদের দাবি, নারী ও অপ্রাপ্তবয়স্কদের বেশি করে দলে টানা হচ্ছিল। টাকার প্রলোভন দেখিয়ে তাদের নিয়োগ করা হত। ‘মীরা’ নামে এক অভিযুক্তকে শুধু তথ্য সংগ্রহ নয়, বরং মহিলা-নির্ভর একটি আলাদা শাখা গড়ে তোলার দায়িত্বও দেওয়া হয়েছিল।

পুলিশ একটি ১৭ বছরের কিশোরকেও আটক করেছে, যে অপ্রাপ্তবয়স্কদের নিয়োগের কাজে যুক্ত ছিল। আধিকারিকদের মতে, এই ধরনের কম বয়সিদের সহজে প্রভাবিত করা যায় এবং তারা সহজে সন্দেহের তালিকায় আসে না।

তদন্তে আরও উঠে এসেছে, এই নেটওয়ার্কে যুক্ত তরুণরা একাধিক সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট তৈরি করেছিল। যদিও সেগুলি সরাসরি তথ্য আদানপ্রদানে ব্যবহার হয়নি, বরং নতুন সদস্য টানার ক্ষেত্রেই বেশি কাজে লাগানো হচ্ছিল।

এদিকে, সোলারচালিত সিসিটিভি ক্যামেরার ব্যবহার গোয়েন্দাদের উদ্বেগ আরও বাড়িয়েছে। এগুলি সহজে বসানো যায় এবং নজর এড়িয়ে যায়। আইএসআই-এর নির্দেশ ছিল, জনবহুল জায়গায় অন্তত তিনটি করে এমন ক্যামেরা বসাতে, যাতে পুরো এলাকার বিস্তারিত নজরদারি করা যায়।

অধিকারিকদের মতে, দেশের বিভিন্ন সংস্থাপুলিশ, রেল, পুরসভা ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানলক্ষ লক্ষ সিসিটিভি ক্যামেরা ব্যবহার করছে। এই বিশাল নেটওয়ার্কের মধ্যে গুপ্তচরদের বসানো ক্যামেরা চিহ্নিত করা অত্যন্ত কঠিন, আর এই দুর্বলতাকেই কাজে লাগানো হয়েছে।

বর্তমানে সিসিটিভি ব্যবস্থার বড় সমস্যা হল ডিফল্ট পাসওয়ার্ড ব্যবহার এবং সহজলভ্য সস্তা ডিভাইস। কোনও ব্যাকগ্রাউন্ড যাচাই ছাড়াই এগুলি কেনা যায়, যা নিরাপত্তা ঝুঁকি বাড়াচ্ছে।

এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় সরকার সিসিটিভি ব্যবস্থায় কড়াকড়ি আনতে চলেছে। ১ এপ্রিল থেকে শুধুমাত্র এসটিকিউসি অনুমোদিত ক্যামেরা বিক্রির অনুমতি দেওয়া হতে পারে। পাশাপাশি, একটি সমন্বিত নজরদারি কাঠামো গড়ে তোলার পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে, যেখানে প্রতিটি ডিভাইসের ইউনিক রেজিস্ট্রেশন এবং কঠোর সাইবার নিরাপত্তা মানদণ্ড কার্যকর করা হবে।

যুক্তরাজ্যে ভারতের হাইকমিশনার হিসেবে নিয়োগ পি. কুমারনের

নয়াদিল্লি, ২৬ মার্চ (আইএএনএস): পেরিয়াসামি কুমারান-কে যুক্তরাজ্যে ভারতের পরবর্তী হাইকমিশনার হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিদেশ মন্ত্রক এই ঘোষণা করেছে। ১৯৯২ ব্যাচের ইন্ডিয়ান ফরেন সার্ভিস অফিসার কুমারন বর্তমানে বিদেশ মন্ত্রকের সেক্রেটারি (ইস্ট) পদে কর্মরত। খুব শীঘ্রই তিনি নতুন দায়িত্ব গ্রহণ করবেন বলে জানা গেছে।

তিনি বিক্রম দোরাইস্বামী-এর স্থলাভিষিক্ত হবেন, যিনি ইতিমধ্যে চিনে ভারতের রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন এবং শীঘ্রই সেই দায়িত্ব নেবেন।

কুমারন ১৯৯২ সালে আইএফএস-এ যোগ দেন। তাঁর কূটনৈতিক জীবনের শুরু হয় কায়রোতে ভারতীয় দূতাবাসে তৃতীয় সচিব হিসেবে (১৯৯৪-১৯৯৭)। এরপর ত্রিপোলি (১৯৯৭-২০০০) ও ব্রাসেলসে (২০০০-২০০৩) বিভিন্ন পদে কাজ করেন।

২০০৩-২০০৫ সময়কালে তিনি বিদেশ মন্ত্রকে ডেপুটি সেক্রেটারি (ইউরোপ ওয়েস্ট) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরে বেঙ্গালুরুতে রিজিওনাল পাসপোর্ট অফিসার (২০০৫-২০০৭) হিসেবে কাজ করেন।

২০০৭-২০০৯ সময়ে ইসলামাবাদে ভারতীয় হাইকমিশনে কাউন্সেলর হিসেবে কর্মরত ছিলেন। এরপর ওয়াশিংটন (২০০৯-২০১১) এবং কলম্বোতে ডেপুটি হাইকমিশনার (২০১১-২০১৪) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

২০১৪-২০১৬ সময়ে তিনি বিদেশ মন্ত্রকের কনস্যুলার, পাসপোর্ট ও ভিসা বিভাগে যুগ্মসচিব ছিলেন। পরে ২০১৬-২০২০ পর্যন্ত কাতারে ভারতের রাষ্ট্রদূত এবং ২০২০-২০২৩ পর্যন্ত সিঙ্গাপুরে ভারতের হাইকমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

২০২৩ সালের জুলাইয়ে তিনি অতিরিক্ত সচিব (অর্থনৈতিক সম্পর্ক ও ডেভেলপমেন্ট পার্টনারশিপ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) হিসেবে যোগ দেন এবং পরে বিশেষ সচিব পদে উন্নীত হন। ২০২৫ সালের ১ এপ্রিল থেকে তিনি সেক্রেটারি (ইস্ট) হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।কুমারন ইংরেজি, তামিল, হিন্দি এবং আরবি ভাষায় পারদর্শী।

বসন্তীতে তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষ, গ্রেফতার ৮

কলকাতা, ২৬ মার্চ (আইএএনএস): দক্ষিণ ২৪ পরগনার বসন্তীতে বৃহস্পতিবার বিধানসভা নির্বাচনের প্রচার ঘিরে তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে গিয়ে বেশ কয়েকজন পুলিশ কর্মী আহত হয়েছেন। ঘটনায় জড়িত সন্দেহে ইতিমধ্যেই ৮ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

এদিন বসন্তীতে বিজেপির প্রার্থী বিকাশ সরদারের সমর্থনে প্রচার চালাচ্ছিলেন দলীয় নেতা-কর্মীরা। অভিযোগ, সেই সময় তৃণমূল কর্মীরা প্রচারের ভিডিও ধারণ করছিলেন। তা নিয়ে প্রথমে বচসা বাধে, পরে তা হাতাহাতি ও সংঘর্ষে রূপ নেয়।

সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। অভিযোগ, দুষ্কৃতীরা বিজেপির মিছিলে ঢুকে পড়ে এবং রাস্তার পাশে রাখা দুটি মোটরসাইকেল ভাঙচুর করে। বিজেপির দাবি, প্রশাসন ও পুলিশের মদতেই এই হামলা চালানো হয়েছে।

বারুইপুর পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার শুভেন্দু কুমার জানিয়েছেন, ঘটনায় বেশ কয়েকজন পুলিশ কর্মী আহত হয়েছেন এবং ৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তবে তিনি জানান, ঘটনার সময় বিজেপির প্রার্থী ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন না। ইতিমধ্যে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

ঘটনার খবর পেয়ে বিজেপির প্রার্থী ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশের সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন। তাঁর অভিযোগ, পরাজয়ের ভয়ে তৃণমূল সন্ত্রাসের পথ বেছে নিয়েছে এবং পুলিশ সব দেখেও নীরব দর্শকের ভূমিকা নিয়েছে।

ঘটনার বিষয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত কোনও সরকারি প্রতিক্রিয়া মেলেনি।পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। আরও কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুট মার্চ চলছে।

পাটুলিতে ছাদে পার্টিতে গুলি, তৃণমূল সমর্থকের মৃত্যু

কলকাতা, ২৬ মার্চ(আইএএনএস): দক্ষিণ কলকাতার পাটুলিতে গভীর রাতে ছাদে বসে মদ্যপানের আসরে হঠাৎ গুলিচালনায় মৃত্যু হল এক তৃণমূল কংগ্রেস সমর্থকের। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, প্রতিদ্বন্দ্বী দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষের জেরে এই ঘটনা ঘটে।

মৃতের নাম রাহুল দে (৩৬)। ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন জিৎ মুখার্জি নামে আর এক ব্যক্তি। তাঁকে ইএম বাইপাস সংলগ্ন একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, বুধবার রাতে জিৎ মুখার্জির বাড়িতে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল, যেখানে রাহুল দেকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। পরে কয়েকজন মিলে বাড়ির ছাদে বসে মদ্যপান করছিলেন। রাত সাড়ে ১২টা নাগাদ হঠাৎ গুলির শব্দে চমকে ওঠেন স্থানীয়রা। প্রায় তিন রাউন্ড গুলি চলার শব্দ শোনা যায়। উপস্থিত অন্যান্যরা আতঙ্কে সেখান থেকে পালিয়ে যান।

খবর পেয়ে রাহুলের পরিবার ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাঁকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। পাশে ছিলেন জিৎ মুখার্জিও। দু’জনকেই উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা রাহুলকে মৃত ঘোষণা করেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, জিৎ মুখার্জির বিরুদ্ধে একাধিক অসামাজিক কার্যকলাপের অভিযোগ রয়েছে। ২০২১ সাল থেকে পাটুলি এলাকায় তাঁর প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা ছিল। তিনি একসময় স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলর বাপ্পাদিত্য দাসগুপ্ত-এর ঘনিষ্ঠ হিসেবে কাজ করলেও পরে নানা বেআইনি কাজে জড়িয়ে পড়েন। অভিযোগ, কাউন্সিলরের নাম ভাঙিয়েই এলাকায় প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করতেন তিনি। এই কারণে তাঁকে দল থেকেও বহিষ্কার করা হয়।

পরবর্তীতে তিনি পাশের ওয়ার্ডে ভাড়া বাড়িতে থাকতেন এবং নেতাজি নগর পুলিশ স্টেশন-এ একাধিকবার গ্রেপ্তার হন। সম্প্রতি ১৫-২০ দিন আগে তিনি পাটুলির ফুলবাগান এলাকায় নিজের বাবা-মায়ের বাড়িতে ফিরে আসেন বলে জানা গেছে।

অভিযোগ, ওই রাতে জিৎ মুখার্জিই রাহুলকে ছাদে বসে মদ্যপানের আসরে ডাকেন। সেই সময়ই প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠীর কয়েকজন দুষ্কৃতী আবাসনে ঢুকে ছাদে উঠে নির্বিচারে গুলি চালায়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় রাহুলের, জখম হন জিৎ।প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, সিন্ডিকেট ও অর্থ ভাগাভাগি নিয়ে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাদের জেরেই এই গুলিচালনার ঘটনা ঘটেছে।

ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এলাকাজুড়ে উত্তেজনা ছড়িয়েছে।

খুঁটিতে ৫০ লক্ষ টাকার মাদক উদ্ধার, গ্রেফতার ২

খুঁটি (ঝাড়খণ্ড), ২৬ মার্চ (আইএএনএস): ঝাড়খণ্ডের খুঁটি জেলায় মাদকবিরোধী অভিযানে বড় সাফল্য পেল পুলিশ। টানা দ্বিতীয় দিনের অভিযানে বৃহস্পতিবার বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ ‘ডোডা’ (আফিম তৈরির কাঁচামাল) উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনায় দু’জন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, পুলিশ সুপার মনীশ টোপ্পোর কাছে গোপন সূত্রে খবর আসে যে আর্কি থানার নওধি গ্রামের বাবু টোলিতে অঙ্কিত হাজাম ও লালু হাজামের বাড়িতে বিপুল পরিমাণ ডোডা মজুত রয়েছে। সেই তথ্যের ভিত্তিতে আর্কি থানার ওসি প্রভীন কুমার তিওয়ারির নেতৃত্বে একটি বিশেষ দল গঠন করা হয়।

বৃহস্পতিবার দুপুর প্রায় ১টা নাগাদ পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে বাড়িটি ঘিরে ফেলে তল্লাশি অভিযান চালায়। তল্লাশির সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত এক যুবক নিজেকে অঙ্কিত হাজাম ওরফে সাজু ঠাকুর বলে পরিচয় দেয়। জিজ্ঞাসাবাদে সে জানায়, তার ভাই লালু হাজামের সঙ্গে মিলে সে অবৈধভাবে ডোডার ব্যবসা করত।

তার স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে বাড়ি থেকে ২১টি বস্তায় মোট ৩৩০.২১ কেজি ডোডা উদ্ধার করা হয়, যার আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ৪৯.৫৩ লক্ষ টাকা।এরপর পুলিশ আরও একটি অভিযানে দ্বিতীয় অভিযুক্ত লালু হাজামকে গ্রেফতার করে।ঘটনায় আর্কি থানায় এনডিপিএস আইন, ১৯৮৫-এর একাধিক ধারায় মামলা (নং ০৭/২৬) রুজু হয়েছে।এই অভিযানে ওসি প্রভীন কুমার তিওয়ারি, সাব-ইন্সপেক্টর মনীশ কুমার, কুন্দন কুমারসহ আর্কি থানার সশস্ত্র বাহিনী অংশ নেয়।

উল্লেখ্য, এর আগের দিন ২৫ মার্চ জারিয়াগড় থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৩৯.৭৯ কেজি ডোডা ও ৬.৩২০ কেজি আফিম উদ্ধার করেছিল পুলিশ, যার মূল্য প্রায় ৩৬ লক্ষ টাকা। সেই ঘটনায় চার অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে জেলে পাঠানো হয়েছে।

ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়লে আইনি সহায়তা দেবে তৃণমূল: মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ২৬ মার্চ (আইএএনএস): বিচারাধীন প্রক্রিয়ায় যেসব ভোটারের নাম বাদ পড়বে, তাঁদের আইনি সহায়তা দেবে তৃণমূল কংগ্রেসএ কথা ঘোষণা করলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী।

বৃহস্পতিবার পশ্চিম বর্ধমান জেলার পাণ্ডবেশ্বরে এক নির্বাচনী সভায় তিনি বলেন, “যাঁদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়বে, তাঁদের জন্য আমরা আইনজীবীর ব্যবস্থা করব। তৃণমূল কংগ্রেস তাঁদের পাশে থাকবে।”

উল্লেখ্য, এর আগের দিন নির্বাচন কমিশন জানিয়েছিল, বিচারাধীন ৬০ লক্ষ মামলার মধ্যে ইতিমধ্যেই ৩২ লক্ষ মামলার নিষ্পত্তি হয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ৪০ শতাংশ ক্ষেত্রে নাম বাদ দেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে। তবে যাঁদের নাম বাদ পড়েছে, তাঁরা ১৯টি আপিল ট্রাইব্যুনালের যেকোনও একটিতে আবেদন করতে পারবেন।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে রাজ্যের মহিলাদের বিশেষ ভূমিকা নিতে হবে। তাঁর কথায়, “ওরা যতই আক্রমণ করুক, শেষ পর্যন্ত জিতবে তৃণমূলই। এই লড়াইয়ে মহিলাদের এগিয়ে আসতে হবে।”

তিনি অভিযোগ করেন, নির্বাচনে জিততে বিজেপি যে কোনও পর্যায়ে যেতে পারে। “কোভিডের সময় যেমন লকডাউন করা হয়েছিল, তেমন কিছু করতেও পারে। তবে আমরা লড়াই করতে জানি,” বলেন তিনি।

আসন্ন দুই দফার বিধানসভা নির্বাচনকে তিনি “কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ” বলে উল্লেখ করেন। তাঁর দাবি, এই লড়াইয়ে তৃণমূল কংগ্রেস পাণ্ডবদের প্রতিনিধিত্ব করছে, আর বিজেপি কৌরবদের। এছাড়াও, এলপিজি বুকিংয়ের নিয়ম নিয়ে কেন্দ্রকে কটাক্ষ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, “শুনেছি এখন ২৫ দিনের আগে গ্যাস বুক করা যায় না। এটা সত্যি কিনা জানি না। কিন্তু যদি হয়, তাহলে মানুষ সমস্যায় পড়বে।”

মণিপুরে নিরাপত্তা অভিযান জোরদার, কুকি জঙ্গিদের গুলিতে সেনা পোস্ট লক্ষ্যবস্তু

ইম্ফল, ২৬ মার্চ (আইএএনএস): মণিপুরের বিষ্ণুপুর জেলায় সন্দেহভাজন কুকি জঙ্গিদের গুলিবর্ষণের ঘটনার পর বৃহস্পতিবার থেকে ব্যাপক যৌথ নিরাপত্তা অভিযান জোরদার করা হয়েছে। ফৌলজাং ও গোথোল এলাকায় জঙ্গিরা ভারতীয় সেনার একটি পোস্টকে লক্ষ্য করে হামলা চালায় বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে।

ইম্ফলের এক পুলিশ আধিকারিক জানান, বুধবার গভীর রাতে ফৌলজাং ও গোথোল এলাকায় জঙ্গিরা ফৌগাকচাও আওয়াং লেইকাইয়ে অবস্থিত সেনা পোস্ট লক্ষ্য করে গুলি চালায়। ঘটনায় ভারতীয় সেনা ও সিআরপিএফের ৫৮ নম্বর ব্যাটালিয়ন দ্রুত পাল্টা জবাব দেয়। প্রায় ৩০ মিনিট ধরে উভয় পক্ষের মধ্যে গুলির লড়াই চলে।

এর পরই বৃহস্পতিবার ভোর থেকে ভারতীয় সেনা, সিআরপিএফ, মণিপুর পুলিশ এবং মণিপুর আর্মড ফোর্স (ইন্ডিয়ান রিজার্ভ ব্যাটালিয়ন) যৌথভাবে অভিযানে নামে। সংঘর্ষস্থল এবং সংলগ্ন পাহাড়ি এলাকাগুলিতে তল্লাশি অভিযান চালানো হচ্ছে। পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

অন্যদিকে, উখরুল জেলার লিতান ও মংকাট চেপু আপার গ্রাম এলাকায় অবৈধভাবে নির্মিত ছয়টি বাঙ্কার ভেঙে দিয়েছে নিরাপত্তা বাহিনী। এর ফলে লিতান অঞ্চলের বেশিরভাগ বাঙ্কার অকার্যকর হয়ে পড়েছে।

এছাড়াও, ইম্ফল পশ্চিম জেলার পাটসোই এলাকা থেকে ইউনাইটেড ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট (ইউএনএলএফ)-এর এক সক্রিয় সদস্যকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতের নাম আসেম সুবাশ মেইতেই ওরফে লিংজেলখোম্বা (৩০)। তার কাছ থেকে একটি মোবাইল ফোন উদ্ধার হয়েছে।

এর আগে ২২ মার্চ থৌবল জেলার হাওখং এলাকা থেকে ইউএনএলএফ (কোইরেং গোষ্ঠী)-এর ১৪ জন সদস্যকে গ্রেফতার করা হয়। তাদের কাছ থেকে দুটি ইনসাস রাইফেল, ১৩টি ম্যাগাজিন, ১০০ রাউন্ড গুলি, এক লক্ষ টাকা নগদ, ১২টি মোবাইল ফোন, হেলমেট, ব্যাগপ্যাক এবং চারটি গাড়ি উদ্ধার হয়েছে।

বর্তমানে গোটা রাজ্য জুড়ে তল্লাশি অভিযান ও এলাকা দখল অভিযান চলছে। উপত্যকা ও পাহাড়ি মিলিত সংবেদনশীল এলাকাগুলিতে বিশেষ নজরদারি রাখা হয়েছে।পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে রাজ্যজুড়ে মোট ১১৩টি চেকপোস্ট বসানো হয়েছে। পাশাপাশি ইম্ফল-জিরিবাম জাতীয় সড়ক (এনএইচ-৩৭)-এ প্রয়োজনীয় সামগ্রী বহনকারী যানবাহনের জন্য নিরাপত্তা এসকর্টের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

মণিপুর পুলিশ সাধারণ মানুষকে গুজবে কান না দেওয়ার এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় ভুয়ো খবর যাচাই না করে ছড়িয়ে না দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে।

‘পরিবর্তন অনিবার্য বুঝতে পারছে প্রশাসনের স্তম্ভ’, দাবি বিরোধী দলনেতার

কলকাতা, ২৬ মার্চ (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে পরিবর্তন অনিবার্যএ কথা এখন রাজ্য প্রশাসনের স্তম্ভগুলিও বুঝতে শুরু করেছে বলে দাবি করলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

বৃহস্পতিবার দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুর বিধানসভা এলাকায় রাম নবমী উপলক্ষে এক শোভাযাত্রা শেষে তিনি বলেন, “রাজ্যের প্রশাসনিক যন্ত্রও এখন পরিস্থিতি বুঝে তুলনামূলকভাবে দায়িত্বশীল আচরণ করতে শুরু করেছে।”

তিনি আরও অভিযোগ করেন, “গত রাতে আমাদের দলের মঞ্চ তৈরির জন্য রাখা বাঁশ স্থানীয় পুলিশ বাজেয়াপ্ত করার চেষ্টা করেছিল। আমি তাদের বুঝিয়ে দিয়েছি, পশ্চিমবঙ্গের হাওয়া বদলাচ্ছে।”

ভবানীপুর কেন্দ্রেই বিরোধী দলনেতা মুখোমুখি হচ্ছেন তৃণমূল কংগ্রেসের শীর্ষ নেত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী-র। একইসঙ্গে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রাম কেন্দ্র থেকেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন অধিকারী, যেখানে তিনি আগে তৃণমূল কংগ্রেস ও পরে বিজেপির হয়ে বিধায়ক ছিলেন।

এদিনের শোভাযাত্রা ভবানীপুরের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে হাজরা মোড়ে গিয়ে শেষ হয়, যা মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন থেকে প্রায় অর্ধ কিলোমিটার দূরে। মিছিলটিতে সাধু-সন্ন্যাসীসহ বহু বিজেপি সমর্থকের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে অধিকারী দাবি করেন, বিধানসভা নির্বাচনের দুই দফা পর রাজ্যে ‘রাম রাজ’ প্রতিষ্ঠিত হবে। তাঁর কথায়, “সবার কর্মসংস্থান হবে, কেউ অভুক্ত থাকবে না, প্রত্যেকের মাথার উপর ছাদ থাকবে এবং মহিলাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে।”পরে তিনি হাওড়া জেলায় আরও দুটি রাম নবমী শোভাযাত্রায় অংশ নেওয়ার কথা রয়েছে, যার একটি আয়োজন করেছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং অন্যটি অঞ্জনি পুত্র সেনা।

মুজফরপুরে হত্যাকাণ্ড ঘিরে বিতর্ক, পুরস্কারপ্রাপ্ত এসএইচও নির্বাচন নিয়ে নীতীশকে কটাক্ষ তেজস্বীর

পাটনা, ২৬ মার্চ (আইএএনএস): বিহারের মুজফরপুরে এক ব্যক্তির মৃত্যুকে ঘিরে বড় রাজনৈতিক বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। এই ঘটনায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার-কে তীব্র আক্রমণ করেছেন বিরোধী নেতা তেজস্বী যাদব।

বৃহস্পতিবার সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ পোস্ট করে তেজস্বী যাদব অভিযোগ করেন, গাইঘাট থানা এলাকায় এক সাব-ইন্সপেক্টর নেশাগ্রস্ত অবস্থায় কৃষক জগতবীর রায়ের বাড়িতে ঢুকে তাঁকে গুলি করে হত্যা করেন। এই ঘটনাকে “অরাজকতার চূড়ান্ত উদাহরণ” বলে উল্লেখ করে তিনি দাবি করেন, অভিযুক্ত পুলিশকর্মীর বিরুদ্ধে এখনও পর্যন্ত কোনও কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। তাঁর অভিযোগ, ওই সাব-ইন্সপেক্টরকে গ্রেফতার করতে বিহার পুলিশ ব্যর্থ বা অনিচ্ছুক এবং তিনি মুজফরপুরের এক প্রভাবশালী মদ মাফিয়ার আশ্রয়ে আত্মগোপন করে রয়েছেন।

তেজস্বী আরও প্রশ্ন তোলেন, কেন এখনও পর্যন্ত অভিযুক্তকে ধরতে পুলিশ কোনও তল্লাশি অভিযান চালায়নি এবং রাজনৈতিক প্রভাবই কি তাকে রক্ষা করছে?

বিতর্ক আরও তীব্র হয়েছে যখন তিনি দাবি করেন, তিরহুত রেঞ্জ ডিআইজি অফিসের একটি সরকারি নথিতে গাইঘাট থানার এসএইচও রাজা সিং-এর নাম “বীর পশুপতিনাথ পদক”-এর জন্য মনোনীতদের তালিকায় রয়েছে। আগামী ৯ এপ্রিল, ২০২৬-এ এই পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানের প্রস্তুতিও চলছে বলে জানা গেছে।

একদিকে গুরুতর অভিযোগ, অন্যদিকে একই অফিসারকে সম্মানিত করার প্রস্তুতিএই দ্বৈত অবস্থান নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন আরজেডি নেতা। তিনি পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও জবাবদিহির অভাবের অভিযোগও করেন। তেজস্বী সতর্ক করে দেন, দ্রুত পদক্ষেপ না নেওয়া হলে এবং ন্যায়বিচার না মিললে জনরোষ রাস্তায় নেমে আসতে পারে, যার জন্য সরকার ও প্রশাসনকেই দায়ী থাকতে হবে।

আরজেডি জানিয়েছে, নিহত জগতবীর রায়ের জন্য ন্যায়বিচার পেতে তারা সবস্তরে লড়াই চালাবে। ইতিমধ্যেই মুজফরপুর জেলায় জনরোষ বাড়ছে এবং বিক্ষোভও জোরদার হচ্ছে।

এদিকে, পুলিশ বিভাগ যেখানে পদক প্রদান অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি চালিয়ে যাচ্ছে, সেখানে বিরোধীরা এই পদক্ষেপকে “সংবেদনহীন ও অনুচিত” বলে তীব্র সমালোচনা করেছে।

পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। এখন নজর রাজ্য সরকারের দিকেপুরস্কারপ্রাপকদের তালিকা পুনর্বিবেচনা করা হবে, নাকি পরিকল্পনা মতোই এগোনো হবে, তা নিয়েই জল্পনা বাড়ছে।

ইরান-আমেরিকা সংঘাতে তেলবাজারে অস্থিরতা ব্যারেল প্রতি দাম ১০০ ডলার পেরোল

মুম্বই, ২৬ মার্চ (আইএএনএস): ইরান সরাসরি আমেরিকার সঙ্গে যুদ্ধবিরতি নিয়ে কোনও আলোচনা করছে নাএই বার্তার পরই আন্তর্জাতিক তেলবাজারে অস্থিরতা বেড়েছে। বৃহস্পতিবার বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম বেড়ে ব্যারেল প্রতি ১০০ ডলার ছাড়িয়ে যায়।

ব্রেন্ট ক্রুড ফিউচার্স প্রায় ১.২১ শতাংশ বেড়ে ১০৩.৪৬ ডলার প্রতি ব্যারেলে পৌঁছেছে। একই সঙ্গে মার্কিন ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই) ক্রুড ১.৩৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৯১.৫৪ ডলারে দাঁড়িয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা বাড়তে থাকায় এই মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি জানিয়েছেন, তেহরান ও ওয়াশিংটনের মধ্যে তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে যে যোগাযোগ হচ্ছে, তা কোনওভাবেই সরাসরি আলোচনা হিসেবে গণ্য করা যাবে না। পাশাপাশি, মার্কিন সমর্থিত যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব ইরান নাকচ করতে পারে বলেও ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি।

উল্লেখ্য, এর আগের দিন পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধবিরতির সম্ভাবনা তৈরি হওয়ায় আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম কিছুটা কমেছিল।

বিশেষজ্ঞদের মতে, তেলের দামে সাম্প্রতিক ওঠানামা ভারতের অর্থনীতিতে সরাসরি প্রভাব ফেলে। প্রতি ব্যারেল ১০ ডলার পরিবর্তনে ভারতের কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ঘাটতি জিডিপির প্রায় ০.৩ থেকে ০.৫ শতাংশ পর্যন্ত প্রভাবিত হতে পারে। একই সঙ্গে খুচরো মূল্যস্ফীতি ২০-৩০ বেসিস পয়েন্ট পর্যন্ত বাড়তে পারে।এদিকে, ইরান জানিয়েছে যে, ভারতসহ পাঁচটি ‘বন্ধুত্বপূর্ণ’ দেশের জাহাজের উপর কোনও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হবে না। ফলে কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ হরমুজ প্রণালী দিয়ে এই দেশগুলির জাহাজ চলাচল করতে পারবে।

ভারতের পাশাপাশি রাশিয়া, চীন, পাকিস্তান ও ইরাকের জাহাজকেও এই ছাড় দেওয়া হয়েছে।তবে যুক্তরাষ্ট্র, ইজরায়েল এবং বর্তমান সংঘাতে জড়িত কিছু উপসাগরীয় দেশের জাহাজকে ওই প্রণালী দিয়ে চলাচলের অনুমতি দেওয়া হবে না বলে স্পষ্ট জানিয়েছে তেহরান।

কম্পিউটার শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার দাবিতে সম্মেলন, মুক্তধারায় অল ত্রিপুরা সংঘের উদ্যোগ

আগরতলা, ২৬ মার্চ : অল ত্রিপুরা স্কুল কম্পিউটার শিক্ষা সংঘের প্রথম দ্বিবার্ষিকী সম্মেলন বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হলো আগরতলার মুক্তধারা অডিটোরিয়াম হলে। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক নারায়ণ নাহা, সভাপতি ভবেশ চক্রবর্তী, কনভেনার শুভঙ্কর রায়সহ অন্যান্য সদস্যরা।রাজ্যের প্রতিটি স্কুলে কম্পিউটার শিক্ষাকে আবশ্যিক বিষয় হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া এবং কম্পিউটার শিক্ষকদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধির দাবিতে সোচ্চার হয়েছে সংগঠনটি। এইসব গুরুত্বপূর্ণ দাবি-দাওয়াকে সামনে রেখেই এদিনের সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।সম্মেলন শেষে সংগঠনের সভাপতি ভবেশ চক্রবর্তী সাংবাদিকদের জানান, রাজ্যের প্রতিটি স্কুলে কম্পিউটার শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হলে একদিকে যেমন কম্পিউটার শিক্ষকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে, তেমনই অন্যদিকে ছাত্র-ছাত্রীরাও আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারবে।এদিনের সম্মেলনে এই বিষয়গুলির উপর বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, উত্থাপিত দাবিগুলি খুব শীঘ্রই রাজ্য সরকারের কাছে স্মারকলিপি আকারে প্রদান করা হবে।সার্বিকভাবে, এই সম্মেলনকে কেন্দ্র করে রাজ্যে কম্পিউটার শিক্ষার প্রসার এবং শিক্ষকদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের দাবিতে নতুন করে জোরদার আন্দোলনের ইঙ্গিত মিলেছে।

কমলপুরে বাসন্তী পূজায় মাতোয়ারা মহিলা কমিটি, ১৪ বছরে পা উৎসবের

কমলপুর, ২৬ মার্চ : বাসন্তী মায়ের আরাধনায় মেতে উঠেছে কমলপুর মহকুমার বিভিন্ন এলাকা। কমলপুর শহরের নোয়াগাঁও রাস্তায় মন্ত্রী বাড়ি সংলগ্ন বাইপাস সড়কের পাশে অন্যান্য বছরের মতো এবছরও মহিলা কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হচ্ছে বাসন্তী মায়ের পূজা।এবার এই পূজা ১৪ বছরে পদার্পণ করেছে। সম্পূর্ণভাবে মহিলা পরিচালিত এই পূজায় মা-বোনেরা নিষ্ঠা ও আনন্দের সঙ্গে প্রতি বছরই অংশগ্রহণ করে থাকেন। পূজার বাজেট ধরা হয়েছে প্রায় ১ লক্ষ টাকা, যা সম্পূর্ণভাবে চাঁদা সংগ্রহের মাধ্যমে সংগৃহীত হয়েছে। পূজার বাজার-হাট থেকে শুরু করে যাবতীয় আয়োজন নিজেরাই সামলাচ্ছেন কমিটির সদস্যরা।প্রতি বছর সপ্তমী থেকে দশমী পর্যন্ত এই পূজাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক মানুষের সমাগম ঘটে। আজ মহাঅষ্টমী উপলক্ষে সকাল থেকেই পুজো মণ্ডপে ভক্তদের ভিড় লক্ষ্য করা যায়। পুরোহিত মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে নিয়ম নিষ্ঠার সঙ্গে পূজা সম্পন্ন করছেন।পুজো মণ্ডপের সামনে বসে পাড়ার মহিলারা উপভোগ করছেন এই ধর্মীয় অনুষ্ঠান। মহিলা কমিটির সদস্যরা জানান, এই পূজার মাধ্যমে শুধু ধর্মীয় আচার নয়, সামাজিক বন্ধনও আরও মজবুত হয়।সার্বিকভাবে, কমলপুরে বাসন্তী মায়ের এই পূজা একদিকে যেমন ধর্মীয় আবহ তৈরি করেছে, তেমনই মহিলাদের অংশগ্রহণে এক অনন্য সামাজিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

দাবিপূরণের লক্ষ্যে আন্দোলনের প্রস্তুতি অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী-সহায়িকাদের

আগরতলা, ২৬ মার্চ : দাবি আদায়ের লক্ষ্যে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করে বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হওয়ার উদ্যোগ নিচ্ছে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকা ঐক্য সমিতি। এই উদ্দেশ্যে ত্রিপুরা অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকা ঐক্য সমিতির পক্ষ থেকে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি সংলগ্ন স্টুডেন্ট হেলথ হোমে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।
বৈঠকে সংগঠনের সদস্যরা আগামী দিনে আন্দোলন কর্মসূচি কীভাবে বাস্তবায়ন করা হবে, সেই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। বিভিন্ন স্তরে সংগঠনকে আরও মজবুত করা এবং বৃহত্তর গণআন্দোলনের রূপরেখা তৈরির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

আমবাসায় অভিনব ছিনতাই, বাইক ধাক্কা ও রাসায়নিক স্প্রে দিয়ে ৬ লক্ষ টাকা লুট

আমবাসা, ২৬ মার্চ : আমবাসায় এক অভিনব ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে, যেখানে বাইক ধাক্কা এবং চোখে বিষাক্ত রাসায়নিক স্প্রে করে ৬ লক্ষ টাকা ভর্তি ব্যাগ ছিনিয়ে নেয় দুষ্কৃতিরা।
প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী গৌড় চন্দ্র পাল গতকাল রাতে দোকান বন্ধ করে বাড়ি যাওয়ার পথে ছিনতাইকারীদের শিকার হন। ছিনতাইকারি দলটি বাইক চালিয়ে এসে তার দিকে ধাক্কা দেয় এবং শরীরে রাসায়নিক স্প্রে ছিটিয়ে তার হাতে থাকা ব্যাগটি ছিনিয়ে নেয়। মুহূর্তের মধ্যেই তারা দ্রুত বাইকে চেপে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়।
প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, ছিনতাই করা ব্যাগে প্রায় পাঁচ থেকে ছয় লক্ষ টাকার নগদ ছিল। আজ পুলিশ পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এবং দোষীদের খুঁজে বের করার চেষ্টা চলছে। এলাকার মানুষ এই ধরনের নৃশংস ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন এবং পুলিশকে দ্রুত দোষীদের গ্রেফতার করার আহ্বান জানিয়েছেন।

গ্রামবাসীর তৎপরতায় চড়িলামে স্বামীর হাত থেকে প্রাণে বাঁচলেন তরুণী

আগরতলা, ২৬ মার্চ : চড়িলাম এলাকার এক ভয়ঙ্কর ঘটনার মধ্যে দিয়ে প্রাণে বেঁচে গেলেন তরুণী গৃহবধূ পায়েল আক্তার। গভীর রাতে ড্রাগস খেয়ে তার স্বামী সাইফুল মিয়া গৃহবধূর গলায় গামছা পেঁচিয়ে হত্যা করার চেষ্টা করলে, স্ত্রীর চিৎকারে তৎক্ষণাৎ ছুটে আসে গ্রামবাসী। তাদের তৎপরতার কারণে প্রায় অল্পের জন্য জীবন বাঁচে পায়েলের।
স্থানীয়রা জানিয়েছেন, ঘটনা ঘটেছে চড়িলামের রাজীব কলোনি এলাকায়। আক্রমণকারী স্বামীকে গ্রামবাসী আটকানোর চেষ্টা করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে খবর দেন।
তরুণী গৃহবধূ বিশালগড় থানা পুলিশের সাহায্য চেয়েছেন। বৃহস্পতিবার সকালেও তিনি বহুবার ফোন করলেও বিশালগড় থানার ফোন রিসিভ করেনি। এই ঘটনার পর এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে এবং মানুষ নিরাপত্তা ও কার্যকর পুলিশের পদক্ষেপ দাবি করছে।
স্থানীয়রা বলেছেন, গ্রামবাসীর সক্রিয় ভূমিকা এবং দ্রুত প্রতিক্রিয়ার কারণে প্রাণে বেঁচেছেন পায়েল। একই সঙ্গে তারা পুলিশের প্রতি তৎপরতার আহ্বান জানিয়েছেন, যাতে এমন নৃশংস ঘটনা ভবিষ্যতে পুনরায় না ঘটে।

খোয়াই নদীতে অশোকা অষ্টমীর স্নানযাত্রা, উপচে পড়া ভিড়ে মুখর সোনাতলা

আগরতলা, ২৬ মার্চ : অশোকা অষ্টমী উপলক্ষে খোয়াই সোনাতলা ভবতোষপাড়া সংলগ্ন খোয়াই নদীতে অনুষ্ঠিত হলো ঐতিহ্যবাহী স্নানযাত্রা ও মেলা। প্রায় শতবর্ষের প্রাচীন এই অষ্টমী স্নানের মেলাকে কেন্দ্র করে ভোর থেকেই নদীর তীরে ভক্তদের ঢল নামে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বহু বছর ধরে এই দিনে ধর্মপ্রাণ মানুষ খোয়াই নদীতে পবিত্র স্নান করে থাকেন। এদিনও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। সকাল থেকেই হাজার হাজার ভক্ত নদীর তীরে ভিড় জমিয়ে অষ্টমীর পুণ্যস্নান সম্পন্ন করেন।
স্নান শেষে অনেকেই তাঁদের পিতা-মাতা ও পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান ও জলদান কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। আবার অনেকে পবিত্র জলে স্নান সেরে তুলসীসহ জল নিবেদন করে শ্রদ্ধা জানান পূর্বপুরুষদের। অষ্টমী স্নানকে ঘিরে খোয়াই সোনাতলা ভবতোষপাড়া সংলগ্ন এলাকাজুড়ে এক ধর্মীয় ও উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। বিপুল ভিড় সামাল দিতে আয়োজক কমিটি ও পুলিশ প্রশাসনকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে।
সার্বিকভাবে, ঐতিহ্য ও আস্থার মেলবন্ধনে খোয়াই নদীর তীরে অশোকা অষ্টমীর এই স্নানযাত্রা আবারও প্রমাণ করল তার জনপ্রিয়তা ও গুরুত্ব।

আন্ধ্র প্রদেশে ভয়াবহ বাসে আগুন, মৃত ১৪ ক্ষতিপূরণ ঘোষণা রাজ্য সরকারের

অমরাবতী, ২৬ মার্চ (আইএএনএস) : আন্ধ্র প্রদেশের প্রকাশম জেলার মার্কাপুরমে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় বাসে আগুন লেগে অন্তত ১৪ জন যাত্রী পুড়ে মারা গেছেন এবং আরও ২৮ জন আহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার ভোরে এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে।রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এন. চন্দ্রবাবু নাইডু-র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে নিহতদের পরিবারের জন্য ৫ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সহায়তা ঘোষণা করা হয়েছে। আহতদের জন্য ঘোষণা করা হয়েছে ২ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ভোর ৬টা থেকে সাড়ে ৬টার মধ্যে রায়ভারম এলাকার কাছে একটি বেসরকারি ট্রাভেলসের বাস একটি টিপার ট্রাকের সঙ্গে ধাক্কা খেলে এই দুর্ঘটনা ঘটে। সংঘর্ষের পরপরই বাসটিতে আগুন ধরে যায় এবং অল্প সময়ের মধ্যেই তা ভয়াবহ আকার নেয়। আগুনে বাস ও ট্রাক দু'টিই সম্পূর্ণ পুড়ে যায়।ঘটনাস্থলে প্রায় ৪০ জন যাত্রী ছিলেন বলে জানা গেছে। বাসটি তেলেঙ্গানার জগতিয়াল থেকে নেল্লোর জেলার কানিগিরির উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। আহতদের মার্কাপুরম ও ওঙ্গোলের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে তিনজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের ধারণা, বাসটি টিপারের ডিজেল ট্যাঙ্কে ধাক্কা মারায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। এছাড়া বাসচালকের দাবি, স্টিয়ারিং হঠাৎ বিকল হয়ে যাওয়ায় তিনি নিয়ন্ত্রণ হারান। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ও দমকল বাহিনী দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজ শুরু করে। আগুন নেভাতে তিনটি দমকল ইঞ্জিন মোতায়েন করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী গভীর শোক প্রকাশ করে আহতদের দ্রুত ও উন্নত চিকিৎসার নির্দেশ দিয়েছেন। পাশাপাশি ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তেরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

কেরল ও অসমে মনোনয়ন যাচাই শেষে লড়াইয়ে যথাক্রমে ৯৮৫ ও ৭৮৯ প্রার্থী: ইসিআই

নয়াদিল্লি, ২৬ মার্চ (আইএএনএস): আসন্ন ৯ এপ্রিলের বিধানসভা নির্বাচনের আগে মনোনয়নপত্র যাচাই প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর কেরলে ৯৮৫ জন এবং অসমে ৭৮৯ জন প্রার্থী চূড়ান্তভাবে নির্বাচনী লড়াইয়ে রয়েছেন বলে জানিয়েছে ভারতের নির্বাচন কমিশন (ইসিআই)।
ইসিআই সূত্রে জানা গেছে, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পুদুচেরিতে ৩০টি আসনের জন্য ৩৬৬ জন প্রার্থীর মনোনয়ন বৈধ বলে বিবেচিত হয়েছে। তবে শুক্রবারের মধ্যে কেউ মনোনয়ন প্রত্যাহার করলে এই সংখ্যা পরিবর্তিত হতে পারে।
অসম, কেরল এবং পুদুচেরি সহ বিভিন্ন রাজ্যের উপনির্বাচনের জন্য মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন ছিল ২৩ মার্চ। কর্ণাটকের দুটি উপনির্বাচনী আসনে বর্তমানে ৫০ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রয়েছেন। এছাড়া গোয়ায় একটি আসনে তিনজন, নাগাল্যান্ডে একটি আসনে সাতজন এবং ত্রিপুরায় একটি আসনে ছয়জন প্রার্থী লড়াইয়ে রয়েছেন। ইসিআই জানিয়েছে, রিটার্নিং অফিসাররা (আরও) প্রার্থী বা তাঁদের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে মনোনয়ন যাচাই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছেন এবং পুরো প্রক্রিয়াটি স্বচ্ছতা বজায় রাখতে ভিডিওগ্রাফ করা হয়েছে। বৈধ প্রার্থীদের তালিকা তাঁদের ছবি-সহ নোটিস বোর্ডে প্রকাশ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, গত ১৫ মার্চ ইসিআই অসম (১২৬ আসন), কেরল (১৪০ আসন) এবং পুদুচেরি (৩০ আসন) বিধানসভা নির্বাচন এবং ছয়টি রাজ্যে উপনির্বাচনের সূচি ঘোষণা করে।
এদিকে, নির্বাচনী বিধি ভঙ্গ ও বেআইনি প্রলোভন রুখতে মোতায়েন করা ফ্লাইং স্কোয়াড ও স্ট্যাটিক নজরদারি দলগুলি ২৫ মার্চ পর্যন্ত মোট ৪০৮.৮২ কোটি টাকার অবৈধ সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করেছে।

রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাৎ

● প্রথম পাতার পর
কম্পিউটারের প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। সাক্ষাতকারের সময় আসাম রাইফেলসের ডিআইজি ব্রিগেডিয়ার নিশান চান্দেল এবং অন্যান্য আধিকারিকগণও উপস্থিত ছিলেন। লোকভবন থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

বামেদের শাসনে জনজাতিরা শিক্ষা ও উন্নয়নে ব্যাপক ভাবে বঞ্চিত

● প্রথম পাতার পর
ত্রিপুরা রাজ্যের সামগ্রিক অগ্রগতি নিশ্চিত করা।
এছাড়াও, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি-র নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের সাফল্য তুলে ধরে তিনি বলেন, ২২ মার্চ পর্যন্ত ৮৯৩১ দিন জনসেবায় নিয়োজিত থেকে মোদি সেবামূলক শাসনের এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থেকে দেশের প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত তাঁর যাত্রাকে তিনি সততা, নিষ্ঠা ও দেশপ্রেমের প্রতীক হিসেবে উল্লেখ করেন।
তিনি আরও বলেন, নরেন্দ্র মোদি-র নেতৃত্বে বিজেপি জোট রাজনীতির যুগের অবসান ঘটিয়েছে এবং জওহরলাল নেহেরু-র পর তিনিই টানা তিনটি কার্যকালের জন্য প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন।

দেশে জ্বালানি

● প্রথম পাতার পর
রয়েছে এবং দেশের ২২টি আমদানি টার্মিনালে তা পৌঁছবে। প্রতিদিন ৫০ লক্ষেরও বেশি গ্যাস সিলিন্ডার সরবরাহ করা হচ্ছে।
বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের বরাদ্দও ৫০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে, যাতে মজুতদারি বা কালোবাজারি রোধ করা যায়।
পাইপড ন্যাচারাল গ্যাস (পিএনজি)-এর ব্যবহারও বাড়ানো হচ্ছে। বর্তমানে দেশে ৯২ এমএমএসসিএমডি প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদিত হচ্ছে, যেখানে মোট চাহিদা ১৯১ এমএমএসসিএমডি। শহর গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক ২০১৪ সালের ৫৭টি এলাকা থেকে বেড়ে এখন ৩০০-র বেশি এলাকায় বিস্তৃত হয়েছে।
মন্ত্রক স্পষ্ট করেছে, এলপিজি ঘাটতির কারণে পিএনজি চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছেএই দাবি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। বরং পিএনজি তুলনামূলক সস্তা, নিরাপদ ও পরিবেশবান্ধব বিকল্প। সরকার নাগরিকদের শুধুমাত্র সরকারি সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভরসা করার আহ্বান জানিয়েছে।

এলডিএফ এবং ইউডিএফ

● প্রথম পাতার পর
দরকার নেই। আপনারা জানেন যে বিজেপির ২০২৬-এর মিশন, শুধুমাত্র একটি প্রচারণা নয়, এটি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ভিশনের অংশ হিসেবে বিকশিত কেরালা গড়ে তোলার একটা প্রতিশ্রুতি এবং তাঁর দূরদর্শী নেতৃত্ব উন্নয়ন, সমস্ত সম্প্রদায়ের জন্য নিরাপত্তা এবং আমাদের বিশ্বাসের অটল সুরক্ষা নিয়ে আসবে। অনেক দিন ধরে, এলডিএফ এবং ইউডিএফ ম্যাচ ফিক্সিংয়ের মতো একটি বিপজ্জনক খেলা খেলেছে, যা সবাই জানেন। তারা পালাক্রমে কেরালা লুট করছে, এর ভোগান্তি পোহাচ্ছে জনগণ। আমরা যেমন ত্রিপুরায় করেছি, এখানেও বিজেপির উচিত এই দুর্নীতির মূলোৎপাটন করা এবং একটি সমৃদ্ধ কেরালা গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি দেওয়া।
মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, আজ আমি আপনাদের আমাদের প্রমাণিত নীলনকশা তুলে ধরবো: ২০১৮ সালে ত্রিপুরার রূপান্তরের গল্প এবং এটি কীভাবে কেরালামের গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জগুলিতে প্রযোজ্য হবে সেটা বিবেচিত হবে। সিপিএম ৩৫ বছর ধরে ত্রিপুরা শাসন করেছিল; তারা দাবি করেছিল যে এটি তাদের চিরন্তন রাজ্য। শূন্য বিরোধী, না ছিলেন কোনও বিজেপি বিধায়ক, কোন সাংসদ, কোন কাউন্সিলার। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী মোদীর অধীনে আমরা জন বিপ্লব শুরু করেছি, এবং আমাকে মেম্বারশিপ ড্রাইভের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, প্রতিটি বুথে পৃষ্ঠা প্রমুখদের নিয়োগ করা হয়েছিল। সেই সঙ্গে আমরা রাজ্য জুড়ে তৃণমূল স্তরের কর্মী এবং নিবেদিত কার্যকর্তাদের গড়ে তুলেছি।
ডাঃ সাহা আরো বলেন, ২০১৮ সালের নির্বাচনে গোটা দেশ প্রত্যক্ষ করেছে যে বিজেপি ৩৬ টি আসনে জয়লাভ করেছে এবং মিত্র আইপিএফটিও ভাল ফল করেছে। আমরা ৬০টির মধ্যে ৪৪টি আসন জিতেছি। এমনকি কংগ্রেসও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কেন? কারণ মানুষ দেখেছে, তারা বংশ পরম্পরার চেয়ে উন্নয়নকে বেছে নিয়েছে, অপচয়ের চেয়ে কল্যাণকে বেছে নিয়েছে। আমরা যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, আমরা সেটা রক্ষা করেছি। জনজাতি এলাকাকে অগ্রাধিকার, নতুন চাকরি, লক্ষাধিক পরিবারের জন্য আবাসন, শৌচাগার, বিশুদ্ধ জল, প্রত্যন্ত গ্রামগুলির সংযোগকারী রাস্তার উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এখন প্রতিটি সেক্টরই উন্নয়নের সাক্ষী। আমরা মহিলাদের জন্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছি।
মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান যে কেরালামে রাজনীতিবিদরা প্রার্থনা করেন না বা বিশ্বাস করেন না এবং মন্দিরের গুপ্তধনের অব্যবস্থাপনা করেন। ভারতের ঐতিহ্য রক্ষায় বিজেপি নিজেদের অবস্থানে অনড় রয়েছে। আমরা নিশ্চিত করি মন্দিরগুলি যাতে সত্যিকারের ভক্তদের দ্বারা পরিচালিত হয়, যারা বিশ্বাসের সাথে প্রদীপ জ্বালায়, লোভ দিয়ে ব্যালট নয়। এলডিএফ এবং ইউডিএফ উভয়ই কেরালাকে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির একটি চক্রে রূপান্তরিত করেছে, যেখানে পাবলিক অফিস ব্যক্তিগত লাভের হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে বিভাজনের রাজনীতির পরিবর্তে উন্নয়ন, জবাবদিহিতা এবং উন্নয়নের রাজনীতির জন্য এটাই সুবর্ণ এবং সেরা সময়। এনডিএ স্বচ্ছ সরকার, পরিচ্ছন্ন প্রশাসন এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক বৃদ্ধির জন্য দৃঢ়ভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। প্রতিটি মালয়ালী বৈষম্য ছাড়াই সুযোগ পাওয়ার যোগ্য।

বাসন্তীর মহা

● প্রথম পাতার পর
সম্পন্ন হয়। এদিন এক ৬ বছর বয়সি বালিকাকে কুমারী মা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে পূজা অর্চনা করা হয়। পুরাণ মতে, কুমারী পূজার মাধ্যমে দেবী দুর্গার জীবন্ত রূপ হিসেবে কন্যাশিশুকে আরাধনা করা হয়, যা বাঙালি হিন্দু সংস্কৃতির এক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহ্য।
প্রসঙ্গত, পুরাণে বর্ণিত রয়েছে যে দেবতারা যখন অসুরদের অত্যাচারে বিপর্যস্ত হয়ে মহাকালীর শরণাপন্ন হন, তখন দেবী কুমারীরূপে আবির্ভূত হয়ে বানাসুরকে বধ করেন এবং স্বর্গ ও মর্ত্যলোককে রক্ষা করেন। সেই বিশ্বাস থেকেই কুমারী পূজার প্রচলন। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে কুমারী পূজার বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে বলে মনে করেন ভক্তরা। তাঁদের বিশ্বাস, নিষ্ঠা ও ভক্তিভরে কুমারী পূজা করলে জীবনের নানা বিপদ-আপদ দূর হয় এবং দেবীর কৃপা লাভ করা যায়। ঐতিহাসিক দিক থেকেও এই পূজার গুরুত্ব উল্লেখযোগ্য। ১৮৯৮ সালে স্বামী বিবেকানন্দ প্রথম কুমারী পূজার প্রচলন করেন।
আশ্রমের পুরোহিত জানান, প্রাচীন রীতি মেনেই প্রতি বছর মহাঅষ্টমীতে কুমারী পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এবছরও সেই ধারাবাহিকতা বজায় রেখে শাস্ত্রসম্মতভাবে পূজা সম্পন্ন হয়েছে। পূজা শেষে ভক্তরা কুমারী মায়ের চরণে অঞ্জলি নিবেদন করেন এবং আশীর্বাদ গ্রহণ করেন।
এদিকে, কৈলাসহর মহকুমা প্রশাসন, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, গৌরনগর এবং চণ্ডীপুর ব্লকের যৌথ উদ্যোগে গতকাল শৈবতীর্থ ঊনকোটিতে দু''দিনব্যাপী অশোকাষ্টমী মেলার উদ্বোধন হয়। মেলার উদ্বোধন করে ঊনকোটি জেলার জেলাশাসক ড. তমাল মজুমদার বলেন, মেলা মানেই মিলনের স্থল। এই মেলায় বিভিন্ন জাতি, জনজাতি ও সম্প্রদায়ের মানুষের সমাগম ঘটে। ফলে সকলের মধ্যে সৌহার্দ্য ও ঐক্যের বার্তা ছড়িয়ে পড়ে।
তিনি আরও বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে ঊনকোটিতে পর্যটকদের আগমন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজ্যের পাশাপাশি বহিরাজ্য থেকে ও বহু পর্যটক এই ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানে ভ্রমনে আসছেন। এই ঐতিহ্যবাহী স্থানের পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখতে প্রশাসন ইতিমধ্যে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।
অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গৌরনগর ব্লকের বিডিও ওকার দেব, চণ্ডীপুর ব্লকের বিডিও দেবপ্রিয়া দাস, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহ-অধিকর্তা অজয় দে প্রমুখ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন কৈলাসহর মহকুমার মহকুমা শাসক বিপুল দাস। দু''দিনব্যাপী অশোকাষ্টমী মেলা উপলক্ষে বিভিন্ন দপ্তর থেকে প্রদর্শনী স্টল খোলা হয়। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের পক্ষ থেকে সারারাতব্যাপী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

স্ত্রী হত্যাকান্ডে স্বামীর আজীবন

● প্রথম পাতার পর
উপর মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন চালাত বলে অভিযোগ। ২০১৭ সালের ১৯ অক্টোবর রাত প্রায় সাড়ে আটটা নাগাদ অভিযুক্ত কেরোসিন ঢেলে সাবিতা দাসকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যার চেষ্টা করে। গুরুতর দগ্ধ অবস্থায় তাকে আগরতলার জিবিপি হাসপাতালে ভর্তি করা হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। ঘটনার তদন্তে পশ্চিম আগরতলা মহিলা থানার তৎকালীন মহিলা সাব-ইন্সপেক্টর (বর্তমানে ইন্সপেক্টর) মুন্না মজুমদার ২০১৮ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন। দীর্ঘ বিচারপ্রক্রিয়ার পর আদালত অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে উক্ত সাজা ঘোষণা করে।

খালেদ আহমেদ

● প্রথম পাতার পর
অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কমল দেববর্মা এবং মহকুমা পুলিশ আধিকারিক জয়ন্ত কর্মকার সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী। তাঁদের হস্তক্ষেপ ও আশ্বাসের ভিত্তিতে অবরোধ প্রত্যাহার করা হয়। তবে এলাকায় এখনও চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে, মোতায়েন রয়েছে অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী। উল্লেখ্য, গত শনিবার পবিত্র ঈদের দিন ধারালো অস্ত্র দিয়ে দুই ভাই খালেদ আহমেদ ও জুনেদ আহমেদের উপর নৃশংস হামলা চালানো হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় তাদের প্রথমে জেলা হাসপাতালে এবং পরে শিলচরে রেফার করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় খালেদ আহমেদের মৃত্যু হয়, আর জীবন-মৃত্যুর সঙ্কটে লড়ছেন জুনেদ আহমেদ। এই ঘটনায় একাধিক ব্যক্তির নাম সামনে এলেও এখনও পর্যন্ত মূল অভিযুক্তদের গ্রেফতার না হওয়ায় ক্ষোভ চরমে উঠেছে। এলাকাবাসীর স্পষ্ট হুঁশিয়ারি, দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে আন্দোলন আরও বিস্ফোরক রূপ নেবে। মঙ্গলখালীর পরিস্থিতি এখন অত্যন্ত স্পর্শকাতর, প্রশাসনের দ্রুত পদক্ষেপই নির্ধারণ করবে পরিস্থিতির ভবিষ্যৎ দিক।

সোনামুড়ায় আড়াই লক্ষ

● প্রথম পাতার পর
উদ্ধার হওয়া টাকার উৎস এবং এর সঙ্গে যুক্ত পাচার চক্রের সন্ধানে তদন্ত শুরু হয়েছে। দোষীদের চিহ্নিত করে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে প্রশাসন।
এলাকাবাসীর দাবি, সীমান্ত এলাকায় নজরদারি আরও জোরদার করে পাচার চক্রের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হোক, যাতে এই ধরনের বেআইনি কার্যকলাপ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করা যায়।

জ্বালানি সংকট নিয়ে কেন্দ্রকে

● প্রথম পাতার পর
পাশাপাশি, বিদেশে কর্মরত লক্ষাধিক ভারতীয় নাগরিকের ভবিষ্যৎ নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছে কংগ্রেস।
প্রদেশ কংগ্রেসের মতে, এই পরিস্থিতিতে সংসদে বিস্তারিত আলোচনা ও সর্বদলীয় ঐকমত্য গড়ে তোলার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সেই দাবি উপেক্ষা করা হয়েছে বলে অভিযোগ। উল্টে, যুদ্ধ নিয়ে ভিন্নমত প্রকাশ করলে কঠোর আইনি ব্যবস্থার হুঁশিয়ারি দেওয়া হচ্ছে বলেও দাবি করা হয়।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, হরমুজ প্রণালীতে জাহাজ চলাচলে বাধা, চাবাহার বন্দরের ক্ষতি এবং মধ্যপ্রাচ্য থেকে সার ও কাঁচামাল আমদানিতে অনিশ্চয়তা ভারতের কৃষি ব্যবস্থার ওপর বড় প্রভাব ফেলতে পারে। বিশেষ করে ইউরিয়া, ফসফেট, সালফার ও সালফিউরিক অ্যাসিড আমদানির ওপর নির্ভরতা উল্লেখ করে বলা হয়েছে, খরিফ মরসুমের আগে এই সরবরাহ ব্যাহত হলে কৃষিক্ষেত্রে বড় সংকট তৈরি হতে পারে। এছাড়া, পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি, এলপিজি সংকট এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বৃদ্ধির ফলে সাধারণ মানুষের ওপর চাপ বাড়ছে বলে দাবি করা হয়েছে। একই সঙ্গে কৃষকদের আর্থিক দুরবস্থা ও ঋণের চাপে আত্মহত্যার ঘটনাও উল্লেখ করা হয়েছে।
প্রদীপ চক্রবর্তী বলেন, অতীতে আন্তর্জাতিক সংকটের সময় সর্বদলীয় বৈঠকে প্রধানমন্ত্রীদের সক্রিয় ভূমিকা দেখা গেলেও বর্তমান পরিস্থিতিতে সেই নেতৃত্বের অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। তিনি অভিযোগ করেন, সাম্প্রতিক সর্বদলীয় বৈঠক থেকেও কোনো কার্যকর দিশা মেলেনি।
এই প্রেক্ষাপটে, প্রদেশ কংগ্রেস রাজ্যের সকল স্তরের মানুষকে একত্রিত হয়ে কেন্দ্রের ওপর চাপ সৃষ্টি করার আহ্বান জানিয়েছে। তাদের দাবি, দেশের স্বার্থ রক্ষায় সঠিক বিদেশনীতি গ্রহণ, কূটনৈতিক উদ্যোগ জোরদার করা এবং জ্বালানি, সার ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সংকট মোকাবিলায় দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি।

অটোর ধাক্কায় ডান হাত

● প্রথম পাতার পর
দুর্ঘটনার পর স্থানীয় প্রত্যক্ষদর্শীরা তড়িঘড়ি খবর দেন বিশালগড় অগ্নিনির্বাপক দপ্তরে। খবর পেয়ে দমকল কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে রক্তাক্ত অবস্থায় আহত আয়ুসকে উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান।
হাসপাতালে চিকিৎসকরা প্রাথমিক পরীক্ষায় দেখতে পান, দুর্ঘটনার জেরে আয়ুসের ডান হাত সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় প্রাথমিক চিকিৎসার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য জিবিপি হাসপাতালে স্থানান্তর করেন।
এদিকে, স্থানান্তরের আগেই দমকল কর্মীরা ঘটনাস্থল থেকে বিচ্ছিন্ন ডান হাতটি উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসেন। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই হাসপাতাল চত্বরে ভিড় জমায় আহতের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও এলাকার বাসিন্দারা। প্রিয়জনের এমন অবস্থায় কান্নায় ভেঙে পড়েন সকলেই।
ঘটনার পর থেকে পলাতক অটোচালককে খুঁজতে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

নেশা ও তোলাবাজির

● প্রথম পাতার পর
সম্পাদক পার্থ প্রতিম মজুমদার বলেন, "বিশালগড়ে অপরাধ ও নেশার কারবার দিন দিন বেড়েই চলেছে, অথচ পুলিশ কোনও কার্যকর পদক্ষেপ নিচ্ছে না। প্রশাসনের উদাসীনতার সুযোগ নিয়ে অপরাধীরা আরও বেপরোয়া হয়ে উঠছে।"
তিনি দ্রুত নেশার কারবার বন্ধ, তোলাবাজি রোধ এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতির জন্য প্রশাসনের কাছে জোরালো দাবি জানান।
সিপিএম নেতৃত্ব স্পষ্ট জানিয়েছে, দ্রুত পরিস্থিতির উন্নতি না হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে তারা। পাশাপাশি বিশালগড়ের সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রশাসনের কাছে অবিলম্বে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়েছে।
সকাল প্রায় ৯টা নাগাদ সিপিআই(এম) বিশালগড় মহকুমা কমিটির উদ্যোগে এই কর্মসূচি সংগঠিত হয়। স্মারকলিপিতে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে তীব্র সমালোচনা করে তাদের 'পুতুল' বলে কটাক্ষ করা হয় এবং প্রশাসন সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় বলে অভিযোগ তোলা হয়।
সিপিআই(এম) বিশালগড় মহকুমা কমিটির সম্পাদক পার্থপ্রতিমা মজুমদারের অভিযোগ, বিশালগড় বর্তমানে অবৈধ অস্ত্র, চাঁদাবাজি, রাজনৈতিক হামলা, মাদক কারবার ও দিবালোকে ডাকাতির কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়েছে। সাধারণ মানুষ আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন। বাজার সন্ধ্যার আগেই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এবং মানুষ ঘর থেকে বের হতেও ভয় পাচ্ছেন। তিনি আরও দাবি করেন, ২০১৮ সালে রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর থেকেই শাসক জোটের মদতে এলাকায় সন্ত্রাস বৃদ্ধি পেয়েছে। তাদের অভিযোগ, এই সময়ে দুইজন কর্মী খুন হয়েছেন, ৫০০-র বেশি নেতা-কর্মী আক্রান্ত হয়েছেন এবং বহু বাড়িঘর ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ভাঙচুর করা হয়েছে। এমনকি দলীয় কার্যালয়ও একাধিকবার হামলার শিকার হয়েছে। সিপিআই(এম)-এর দাবি, বারবার পুলিশ ও প্রশাসনের দ্বারস্থ হওয়া সত্ত্বেও কোনও কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ফলে বিশালগড়ের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভেঙে পড়েছে। অবৈধ অস্ত্র, লুটপাট, সন্ত্রাস, রাজনৈতিক হামলা, মাদক কারবার ও খুন যেন নিত্যদিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানুষ শান্তি ও গণতন্ত্র ফিরে পেতে চান।

টানা ৫ম জয় কসমোপলিটনের পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে লক্ষ্যরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত সন্তোষ মেমোরিয়াল "এ" ডিভিশন ক্রিকেট টুর্নামেন্টে জয়ের ধারা অব্যাহত রেখেছে কসমোপলিটান ক্লাব। বৃহস্পতিবার পিটিএজি গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত টুর্নামেন্টের ২৪তম ম্যাচে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসকে ২১৩ রানের বিশাল ব্যবধানে পরাজিত করল তারা। এই জয়ের ফলে ৬ ম্যাচের মধ্যে ৫টিতে জিতে ২০ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের শীর্ষস্থান দখল করল কসমোপলিটান।এদিন সকালে টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত নেয় কসমোপলিটান। নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ৩১২ রানের পাহাড় গড়ে তারা। দলের হয়ে দুর্দান্ত শতরান করেন লক্ষ্য কুমার। ১৩৫ বলে ১২টি চার ও ১টি ছক্কার সাহায্যে ১২৪ রানের ঝকঝকে ইনিংস খেলেন তিনি। তাঁকে যোগ্য সংগত দেন রিয়াজ উদ্দিন, যিনি ৮১ বলে ৭০ রান (৫টি চার ও ৪টি ছক্কা) করেন। ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসের পক্ষে বিশ্বজিৎ দেবনাথ ৫৪ রানে ৩টি এবং দেবপ্রসাদ সিংহ ৩৮ রানে ২টি উইকেট দখল করেন।৩১৩ রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে কসমোপলিটানের বোলিং আক্রমণের সামনে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসের ব্যাটিং লাইনআপ। মাত্র ২৬.৩ ওভারে ৯৯ রানেই গুটিয়ে যায় তাদের ইনিংস। দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ২৮ রান করেন মহম্মদ আলবাহার। কসমোপলিটানের বোলার অমরেশ দাস মাত্র ৩.৩ ওভার বল করে ১ রান দিয়ে ৪টি উইকেট তুলে নেন। অন্যদিকে বিশু চৌধুরী ১৩ রানে ৩টি উইকেট পান।টুর্নামেন্টে কসমোপলিটানের সফর উল্লেখযোগ্য। টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচে ওপিসি-র কাছে ১৪১ রানে হেরেছিল, তারপর থেকে আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি কসমোপলিটানকে। বিসিসি (৮১ রান), ইউনাইটেড বিএসটি (১৩৯ রান), চলমান সংঘ (১০ রান) এবং পোলস্টার ক্লাবকে (৪২ রান) হারিয়ে টানা পাঁচ ম্যাচ জিতে এখন তারা পয়েন্ট টেবিলের মগডালে। বর্তমানে তাদের রান রেট ১.১৪৭। ম্যাচে অনবদ্য শতরানের জন্য লক্ষ্য কুমারকে "প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচ" ঘোষণা করা হয়েছে।

ফুটবল নিয়ে তৎপর টিএফএ
ক্লাবগুলির বিশেষ বৈঠক আগামীকাল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ২০২৬-২৭ ফুটবল মরসুমকে সামনে রেখে কোমর বেঁধে নামছে ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (টিএফএ)। আসন্ন মরসুমের ক্রীড়াসূচি এবং আনুষঙ্গিক পরিকল্পনা চূড়ান্ত করতে আগামী ২৮শে মার্চ, শনিবার এক গুরুত্বপূর্ণ সভা আহ্বান করা হয়েছে।আগরতলাস্থিত ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের নিজস্ব কার্যালয়ে এই সভাটি অনুষ্ঠিত হবে। মূলত টিএফএ অনুমোদিত "বি" এবং "সি" ডিভিশনের ক্লাব ও সংস্থাগুলিকে নিয়ে এই আলোচনার আয়োজন করা হয়েছে। আগামী মরসুমের লিগ পরিচালনা, দলবদল এবং খেলার নিয়মাবলী নিয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হতে পারে বলে জানা গেছে।টিএফএ-র লিগ সাব-কমিটির সম্পাদক তপন কুমার সাহা এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানিয়েছেন, শনিবার সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় এই সভা শুরু হবে। উক্ত সভায় "বি" ও "সি" ডিভিশনের প্রতিটি অনুমোদিত ক্লাব ও সংস্থার সম্মানিত প্রতিনিধিদের যথাসময়ে উপস্থিত থাকার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো হয়েছে। ফুটবল প্রেমীদের মতে, সময়মতো এই বৈঠক আয়োজনের ফলে ক্লাবগুলি আসন্ন মরসুমের জন্য আগেভাগেই প্রস্তুতি নেওয়ার সুযোগ পাবে, যা রাজ্যের ফুটবল পরিকাঠামোকে আরও মজবুত করবে।

ত্রিপুরার জয়জয়কার : এইচএফআই-এর ডিসিপ্লিনারি চেয়ারম্যান লিটন রায়

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা হ্যান্ডবলের জন্য খুশির হাওয়া বয়ে আনল হ্যান্ডবল ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার ৫৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা। এই সভায় পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ কমিটি এবং জাতীয় পুরুষ ও মহিলা দলের প্রধান কোচ নির্বাচনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়।অত্যন্ত গর্বের বিষয় যে, ত্রিপুরা হ্যান্ডবল অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক শ্রীযুক্ত লিটন রায় হ্যান্ডবল ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার ডিসিপ্লিনারি কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। জাতীয় ক্রীড়া মঞ্চে ত্রিপুরার এই প্রশাসনিক সাফল্য রাজ্যের ক্রীড়ামহলকে গর্বিত করেছে।সিনিয়র ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপে নজরকাড়া পারফরম্যান্সহরিয়ানার কুরুক্ষেত্রে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ৫৪তম সিনিয়র পুরুষ জাতীয় হ্যান্ডবল চ্যাম্পিয়নশিপ। সেখানে মাঠের লড়াইয়েও ত্রিপুরা দল তাদের জাত চিনিয়েছে। গ্রুপ লিগের খেলায় প্রতিবেশী রাজ্য পশ্চিমবঙ্গকে ২৩-১৭ গোলের ব্যবধানে পরাজিত করে ত্রিপুরা। এই জয়ের সুবাদে গ্রুপে রানার্স-আপ হয়ে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে নিজেদের জায়গা নিশ্চিত করে রাজ্য দল।ম্যাচের ফলাফল একনজরে:ত্রিপুরা (২৩) বনাম পশ্চিমবঙ্গ (১৭) (জয়)ত্রিপুরা (১৫) বনাম তামিলনাড়ু (৩৪)ত্রিপুরা (১৩) বনাম পাঞ্জাব (৩৪)ত্রিপুরা (০৮) বনাম পন্ডিচেরি (২৬)বার্ষিক সাধারণ সভায় আগামী মরসুমের বিভিন্ন জাতীয় প্রতিযোগিতার ভেন্যুও চূড়ান্ত করা হয়েছে। সূচিতে সাব-জুনিয়র বালক তেলেঙ্গানায়, সাব-জুনিয়র বালিকা মধ্যপ্রদেশে, জুনিয়র বালক পাঞ্জাবে, জুনিয়র বালিকা হিমাচল প্রদেশে, সিনিয়র মহিলা পাঞ্জাবেফেডারেশন কাপ তেলেঙ্গানায় অনুষ্ঠিত হবে। লিটন রায়ের এই নতুন দায়িত্ব প্রাপ্তি এবং রাজ্য দলের প্রি-কোয়ার্টারে পৌঁছানোর সাফল্যে ত্রিপুরা হ্যান্ডবল অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য ও খেলোয়াড়দের মধ্যে ব্যাপক উদ্দীপনা দেখা দিয়েছে।

জয়ের হ্যাটট্রিক চলমান সংঘের ওপিসি-কে হারিয়ে ২য় শীর্ষে অজিতরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত সন্তোষ মেমোরিয়াল "এ" ডিভিশন ক্রিকেট টুর্নামেন্টে নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখল চলমান সংঘ। বৃহস্পতিবার এমবিবি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত টুর্নামেন্টের ২৫তম ম্যাচে ওল্ড প্লে সেন্টারকে ৬১ রানে পরাজিত করল তারা। এই জয়ের ফলে ৭ ম্যাচে ৫টি জয় তুলে নিয়ে ২০ পয়েন্ট এবং ১.০৮৯ রান রেট সহ পয়েন্ট টেবিলের দ্বিতীয় স্থানে উঠে এল তারা।ব্যাটিংয়ে আদি আদেশের দাপট ছিল লক্ষণীয়।এদিন সকালে টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিং করতে নামে চলমান সংঘ। দলের হয়ে অনবদ্য ইনিংস খেলেন আদি আদেশ শুক্লা। ১১২ বলে ৯৫ রানের (৮টি চার ও ৪টি ছক্কা) এক দায়িত্বশীল ইনিংস খেলে দলকে মজবুত ভিত প্রদান করেন তিনি। যদিও ইনিংসের শেষ দিকে নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারানোয় ৪৮.২ ওভারে ২৪৪ রানেই গুটিয়ে যায় চলমান সংঘ। ওল্ড প্লে সেন্টারের পক্ষে অনুজ কুমার ৪৪ রান দিয়ে ৪টি উইকেট দখল করেন।২৪৫ রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে কৃষ্ণধন নম ও অজিত বর্মার বিধ্বংসী বোলিংয়ের মুখে দিশেহারা হয়ে পড়ে ওল্ড প্লে সেন্টার। ওল্ড প্লে-র হয়ে অপূর্ব বিশ্বাস (৩৫) ও রাহুল চন্দ্র সাহা (৩১) কিছুটা লড়াই করার চেষ্টা করলেও তা জয়ের জন্য যথেষ্ট ছিল না। ৪৮ ওভারে ১৮৩ রানেই অল-আউট হয়ে যায় ওল্ড প্লে সেন্টার। চলমান সংঘের পক্ষে কৃষ্ণধন নমঃ ১০ ওভারে ৩৫ রান দিয়ে ৪টি এবং অজিত বর্মা ৮ ওভারে মাত্র ২৫ রান খরচ করে ৪টি গুরুত্বপূর্ণ উইকেট তুলে নেন।এটি চলমান সংঘের টানা তৃতীয় জয়। এর আগে ২১ মার্চ ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসকে ১০ উইকেটে এবং ২৩ মার্চ বিসিসি-কে ৪৪ রানে হারিয়েছিল তারা। এছাড়াও ৯ মার্চ পোলস্টারের বিরুদ্ধে ১ উইকেটের রুদ্ধশ্বাস জয় এবং ১৪ মার্চ মৌচাকের বিরুদ্ধে জয় তাদের আত্মবিশ্বাস অনেকটা বাড়িয়ে দিয়েছে। অন্যদিকে, ওল্ড প্লে সেন্টারের জন্য দিনটি সুখকর ছিল না। ম্যাচে দুর্দান্ত বোলিং পারফরম্যান্সের জন্য কৃষ্ণধন নমঃকে "প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচ" নির্বাচিত করা হয়েছে।

ক্রীড়ামহলে শোকের ছায়া : প্রয়াত ত্রিপুরার প্রাক্তন টেবিল টেনিস খেলোয়াড় পার্থ দেবনাথ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরার ক্রীড়া জগতের জন্য এক অত্যন্ত দুঃসংবাদ। রাজ্যের প্রাক্তন কৃতি টেবিল টেনিস খেলোয়াড় পার্থ দেবনাথ আর নেই। বুধবার বিকেল প্রায় চার ঘটিকা নাগাদ আগরতলাস্থিত নিজ বাসভবনে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৫৫ বছর।পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, আকস্মিক হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তাঁর এই অকাল প্রয়াণে রাজ্যের টেবিল টেনিস মহলে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।পার্থ দেবনাথের প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করেছে রাজ্য টেবিল টেনিস সংস্থা। সংস্থার সচিব অজয় দত্ত এক শোকবার্তায় জানিয়েছেন, 'আমরা রাজ্য টেবিল টেনিস পরিবার এই ঘটনায় গভীরভাবে মর্মাহত। পার্থের মতো একজন খেলোয়াড়কে হারানো অপূরণীয় ক্ষতি। আমরা ওঁর বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করছি এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি।'জানা গেছে, প্রয়াত এই খেলোয়াড়ের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এবং তাঁর আত্মার সদগতির কামনায় আগামী সপ্তাহেই এক স্মরণ সভার আয়োজন করবে রাজ্য টেবিল টেনিস সংস্থা। টেবিল টেনিস আঙিনায় তাঁর অবদান এবং ক্রীড়াসুলভ মানসিকতা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে বলে মনে করছেন তাঁর সতীর্থ ও অনুরাগীরা।

খেলো ইন্ডিয়া ন্যাশনাল কিকবক্সিংয়ে ত্রিপুরার পরিধি, লক্ষ্য এখন চেন্নাইয়ের পদক

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জাতীয় স্তরে রাজ্যের মান বাড়াতে এবার চেন্নাই পাড়ি দিলেন ত্রিপুরার উদীয়মান কিকবক্সার পরিধি সূত্রধর। আগামী ২৭শে মার্চ থেকে ২৯শে মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত তামিলনাড়ুর চেন্নাইয়ের বিনায়ক মিশনস ইউনিভার্সিটিতে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে মর্যাদাপূর্ণ 'খেলো ইন্ডিয়া অস্মিতা ন্যাশনাল কিকবক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপ'। এই মেগা আসরে ত্রিপুরার একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে অংশ নিচ্ছেন পরিধি।উল্লেখ্য, গত ফেব্রুয়ারি মাসে শিলিগুড়িতে অনুষ্ঠিত ইস্ট জোন অস্মিতা কিকবক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপে অসাধারণ লড়াই করে রৌপ্য পদক জয় করেছিলেন পরিধি। তাঁর সেই সাফল্যের ওপর ভিত্তি করেই এবার জাতীয় স্তরে নিজের জাত চেনাতে প্রস্তুত তিনি। বৃহস্পতিবার বিমানযোগে আগরতলা থেকে চেন্নাইয়ের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে রাজ্য দল।ত্রিপুরা কিকবক্সিং অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে পরিধিকে উষ্ণ অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানানো হয়েছে। দলের সাথে কোচ হিসেবে রয়েছেন কৃষ্ণ দে (টিম কোচ, খেলো ইন্ডিয়া ওমেন্স কিকবক্সিং টিম, ত্রিপুরা)। কোচ কৃষ্ণ দে জানান, 'পরিধি অত্যন্ত পরিশ্রমী। শিলিগুড়ির সাফল্যের পর তাঁর আত্মবিশ্বাস তুঙ্গে। আশা করছি জাতীয় স্তরেও সে রাজ্যের জন্য গৌরব বয়ে আনবে।' এই প্রতিযোগিতায় সারা দেশের সেরা মহিলা কিকবক্সাররা অংশ নেবেন, ফলে লড়াই হবে হাড্ডাহাড্ডি। তবে ত্রিপুরার ক্রীড়া মহল পরিধিকে নিয়ে যথেষ্ট আশাবাদী।

ভারতীয় সেনাবাহিনীতে অগ্নিবীর হিসাবে যোগদানের জন্য বিজ্ঞপ্তি

ভারতীয় সেনাবাহিনীতে 'অগ্নিবীর' হিসাবে যোগদানের জন্য বর্তমানে অনলাইন রেজিষ্ট্রেশন চলছে যা আগামী ১লা এপ্রিল, ২০২৬ পর্যন্ত চলবে। www.joinindianarmy.nic.in এই ওয়েবসাইটে, এই অনলাইন রেজিষ্ট্রেশন করতে হবে। বিজ্ঞপ্তির বিস্তারিত বিবরণও এই ওয়েবসাইটেই পাওয়া যাবে।

রাজ্যের সকল যোগ্য ইচ্ছুক প্রার্থীদের অনলাইনে আবেদনের জন্য দপ্তরের পক্ষ থেকে অনুরোধ করা হচ্ছে। প্রয়োজনে নিকটবর্তী District Employment Exchange অফিসে অনলাইন রেজিষ্ট্রেশনর জন্য যোগাযোগ করা যেতে পারে।

ICA/D-2186/26

(A. Saha)TCS, SGŠ
Director
Employment, Services & Manpower, Planning, Tripura

অভয়ের ব্যাটে চড়ে ইউনাইটেড বিএসটি-র বড় জয়, পয়েন্ট টেবিলের চতুর্থ স্থানে কৃতীদীপ্তরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত সন্তোষ মেমোরিয়াল "এ" ডিভিশন ক্রিকেট টুর্নামেন্টের ২৩তম ম্যাচে বড় জয় পেল ইউনাইটেড বিএসটি। বৃহস্পতিবার এমবিবি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত গুরুত্বপূর্ণ এই ম্যাচে পোলস্টার ক্লাবকে ৬ উইকেটে পরাজিত করল তারা। এই জয়ের ফলে ৬ ম্যাচে ১৬ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের চতুর্থ স্থানে নিজেদের জায়গা মজবুত করল ইউনাইটেড বিএসটি।বোলারদের নিয়ন্ত্রিত পারফরম্যান্স ছিল উল্লেখ করার মতো। এদিন সকালে টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত নেয় পোলস্টার ক্লাব। অধিনায়ক আদিত্য যাদবের ৬৭ বলে ৫৪ রান এবং শিবাংশ কাপুরের ৩৯ রানের ওপর ভর করে ৪৫ ওভারে ২০৭ রানে অল-আউট হয়ে যায় তারা। ইউনাইটেড বিএসটি-র পক্ষে বল হাতে সফল ছিলেন বিকাশ মজুমদার (২৮ রানে ২ উইকেট), অধিনায়ক কৃতীদীপ্ত দাস (৩৩ রানে ২ উইকেট) এবং জয়দেব দেব (৪১ রানে ২ উইকেট)।অভয়-জয়ন্তের ব্যাটিং তান্ডব ছিল দর্শনীয়। ২০৮ রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে শুরু থেকেই দাপট দেখান বিএসটি-র ব্যাটাররা। বিশেষ করে অভয় যাদবের অপরাজিত ৭৮ রানের (৬৯ বল, ৮টি চার ও ৩টি ছক্কা) বিধ্বংসী ইনিংস এবং জয়ন্ত ভট্টাচার্য্যের ৬৩ রানের (৭৯ বল) দায়িত্বশীল ব্যাটিং জয় সহজ করে দেয়। মাত্র ৩৮.২ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে ২১০ রান তুলে নেয় তারা। পোলস্টারের পক্ষে তথাগত এবং মিজানুর রহমান ১টি করে উইকেট পান। লিগের শুরু থেকেই ছন্দ বজায় রেখেছে ইউনাইটেড বিএসটি। প্রথম ম্যাচে চলমান সংঘকে এবং পরবর্তীতে ওপি-র বিরুদ্ধেও তারা ৬ উইকেটে জয় পেয়েছিল। মাঝে কসমোপলিটানের কাছে বড় ব্যবধানে হারলেও, ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস এবং পোলস্টারকে হারিয়ে ফের জয়ের সরণিতে ফিরল তারা। এদিনের ম্যাচে দুর্দান্ত ব্যাটিংয়ের সৌজন্যে অভয় যাদব "প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচ" নির্বাচিত হয়েছেন।

হর্ষিতের পরিবর্ত খুঁজে নিল কেকেআর, দলে নেওয়া হল বিরাটের প্রাক্তন সতীর্থকে

কলকাতা: হর্ষিত রানার পরিবর্ত খুঁজে নিল কেকেআর। ডানহাতি পেসার নবদীপ সাইনিকে সই করাল নাইট মানেজমেন্ট। এবার আইপিএল শুরুর আগে কেকেআরের প্র্যাক্টিসে দেখা গিয়েছিল সাইনিকে। দুটো ইন্ট্রা স্কোয়াড মাচেও খেলেছিলেন। বল হাতে নজরও কাড়েন। এরপরই হর্ষিতের পরিবর্ত হিসেবে সাইনিকে দলে নেওয়ার বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয় নাইট মানেজমেন্ট। আইপিএলে নতুন দলে এসে নবদীপ সাইনি বলেন, """দারুণ অনুভূতি এটার। নাইট রাইডার্সের সদস্য হতে পেরে বেশ ভাল লাগছে। আমার গতকাল রাতে জানানো হয়েছিল। দীর্ঘ সময় ধরে পরিশ্রম করছিলাম। তাই আশা রেখেছিলাম যে কোনওদিন এর ফল পাব। শেষ ২-৩ বছর আমার কেরিয়ার গ্রাফ ওঠাপড়ার মধ্যে দিয়ে গিয়েছে। এই সময়টা আমি চেয়েছিলাম লড়াই চালিয়ে যাব। পরিশ্রম করব। ঘরোয়া ক্রিকেটেও ধারাবাহিক পারফর্ম করার চেষ্টা করেছি। নিজের চেষ্টার কমতি রাখতে চাইনি। আশা করি কেকেআরে নিজের সেরাটাই দিতে পারব। আমি কে কে আর।"দেশের জার্সিতে ২০১৯ থেকে ২০২১ পর্যন্ত খেলেছেন। দুটো টেসট ও আটটি ওয়ান ডে মাচে খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে ৩৩ পেরনো এই পেসারের। ২০১৯ থেকে ২০২১ পর্যন্ত বিরাট কোহলির নেতৃত্বে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু দলের সদস্য ছিলেন সাইনি। ২০২২ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত রাজস্থান রয়্যালসে খেলেছেন। সাইনির সাম্প্রতিক সময়ের সাদা বলের ফর্মাটে পারফরমান্স কিন্তু বেশ ঈর্ষণীয়। যার জনই নাইট মানেজমেন্ট তাঁকে নিতে চেয়েছিল। গত বিজয় হাজারে ট্রফিতে ৮ মাচে ১২ উইকেট ঝুলিতে পুরেছিলেন। ইকমি ৫.৫১। মুস্তাক আলি ট্রফিতে ২ মাচে ৪ উইকেট নিয়েছিলেন এই পেসার। ৪.৫০ ইকনমি রেটে বোলিং করেছিলেন তিনি।ইতিমধ্যে দলের সহ অধিনায়ক হিসেবে রিঙ্কু সিংহের নাম ঘোষণা করে ফেলেছে কেকেআর। মঙ্গলবারই শহরের একটি পাঁচতারা হোটেলে রিঙ্কুকে রাহানের ডেপুটি হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়। আগামী ২৯ মার্চ মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে ওয়াংখেড়েতে নিজেদের আইপিএল অভিযান শুরু করছে নাইট রাইডার্স। তার আগে বড় চিন্তার বিষয় ছিল হর্ষিত রানার পরিবর্ত খুঁজে পাওয়া। ইতিমধ্যেই আকাশ দীপের পরিবর্ত হিসেবে বাঁহাতি তরুণ পেসার সৌরভ দুবেকে দলে যোগ করিয়েছে কেকেআর। তবে প্রথম একাদশে প্রথম মাচ থেকে কার্তিক ত্যাগী ও উমরান মালিকের মধেই একজন খেলবেন হয়ত। রাহানের ক্যাপ্টেন্সিতে এই মরশুমে নাইটরা কেমন পারফর্ম করে, সেটাই দেখার।

আরও দু'বছর বাংলাদেশের হয়ে খেলবেন শাকিব ! বিরাট ঘোষণা নির্বাচক প্রধানের

নিজেদের গোঁয়াতুর্মিতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলা হয়নি বাংলাদেশের। এর জন্য ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে খেলোয়াড়দের মতানৈক্যের খবর প্রকাশ্যে আসে। তার উপর তৎকালীন সরকারের ক্রীড়া উপদেষ্টা ক্রিকেটারদের ঘাড়ে দোষ চাপিয়েছিলেন। তবে নতুন সরকার গঠনের পর সেই ছবিটা পালটাতে চেষ্টা করছে বিসিবি। দলে আবারও শাকিব আল হাসানকে ফেরানোর চেষ্টা শুরু করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড। নতুন প্রধান নির্বাচক হাবিবুল বাশার। তিনি চান, অভিজ্ঞ এই অলরাউন্ডার অন্তত আরও দু'বছর জাতীয় দলের হয়ে খেলুক এবং ২০২৭ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপেও অংশ নিক।

২০২৪ সালের মে মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে টি২০ সিরিজ খেলার জন্য দেশ ছেড়েছিলেন শাকিব। আর দেশে ফেরা হয়নি তাঁর। তবুও তিনি অপেক্ষার প্রহর গুনছেন দেশে ফেরার প্রবল আগ্রহ নিয়ে। তাই প্রাক্তন বিশ্বসেরা অলরাউন্ডারকে দেশে ফেরাতে কিছু উদ্যোগ নিয়েছে বিসিবি। নতুন করে দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রথমবার শাকিবের ভবিষ্যৎ নিয়ে মুখ খুলে বাশার বলেন, "শাকিবকে আমরা শুধুমাত্র একটা সিরিজের জন্য ভাবছি না। যদি ওকে দলে ফেরানো যায়, তাহলে দীর্ঘ সময়ের জন্যই পরিকল্পনা করা হবে। প্রস্তুতি ছাড়া ও হঠাৎ এসে খেলবে, এমনটা ভাবা ঠিক নয়।" তবে আগামী ১৭ এপ্রিল থেকে শুরু হতে চলা নিউজিল্যান্ড জাতীয় ক্রিকেট দল-এর বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে সাদা বলের সিরিজে শাকিবকে দেখা যাবে না বলেই জানিয়েছেন বাশার। তাঁর কথায়, "নিউজিল্যান্ড সিরিজের আগে সময় খুব কম। শাকিব এখন কতটা ম্যাচ ফিট, সেটা আমরা জানি না। তাই তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেওয়া ঠিক হবে না।" উল্লেখ্য, মাসখানেক আগে বিসিবি সূত্রে জানা গিয়েছিল, শাকিবকে জাতীয় দলের হয়ে খেলার সুযোগ করে দিতে তাঁর বিরুদ্ধে করা মামলাগুলোর নিষ্পত্তি চেয়ে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়কে চিঠি দেওয়া হয়েছে সহযোগিতা চেয়ে। এ ব্যাপারে শাকিবকেও সব জানানো হয়েছে।

অন্যদিকে, শাকিবের ভবিষ্যৎ নিয়ে নির্বাচক প্রধান আশাবাদী। তিনি বলেন, "আমি মনে করি শাকিবের এখনও অন্তত দু'বছর ক্রিকেট বাকি আছে। আমরা চাই ও দীর্ঘ সময় দলে থাকুক। এমনকী ২০২৭ বিশ্বকাপ অংশ নিক।" উল্লেখ্য, ২০১১ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ সময় ধরে নির্বাচকমণ্ডলীর সদস্য ছিলেন হাবিবুল বাশার। এবার প্রধান নির্বাচকের দায়িত্ব নিয়ে দেশের ক্রিকেটের স্বার্থে শাকিবকে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় ফেরাতে চাইছেন তিনি।

ক্যাচ নিয়ে নতুন নির্দেশ

'ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার' নিয়ম নিয়ে বিতর্ক থামছেই না। আইপিএল শুরু হওয়ার দু'দিন আগে এই নিয়মের বিরোধিতা করলেন আইপিএলের বেশির ভাগ অধিনায়কই। বোর্ডকর্তাদের সে কথা স্পষ্ট ভাবে জানিয়েও দিয়েছেন। পাশাপাশি, ১০ ওভার পরে নতুন বল দেওয়ার দাবি তুলেছেন তাঁরা। এ দিকে, ক্যাচ নিয়ে নতুন একটি নির্দেশিকা অধিনায়কদের জানিয়েছে বোর্ড।সংবাদ সংস্থাকে বোর্ডের এক সূত্র বলেছেন, "বেশির ভাগ অধিনায়কই 'ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার' নিয়ম নিয়ে নিজেদের মতামত জানিয়েছে। নিজেদের অসুবিধার কথা বলেছে। তবে বোর্ডও জানিয়েছে, ২০২৭ পর্যন্ত এই নিয়ম থাকছেই। এখন কোনও বদলই হবে না নিয়মে। ২০২৭-এর পর ভেবে দেখা হবে।"উল্লেখ্য, দু'দিন আগেই দিল্লির অধিনায়ক অক্ষর পটেল বলেছিলেন, "আমি নিজে একজন অলরাউন্ডার। তাই এই নিয়ম পছন্দ নয়। আগে আমরা নির্দিষ্ট ভূমিকার জন্য (ব্যাটিং এবং বোলিং) অলরাউন্ডারদের বেছে নিতাম। এখন দলগুলো ব্যাটার বা বোলারদের বেছে নেয়। ওরা বলতেই পারে, কেন অলরাউন্ডার নেব দলে? নিজে অলরাউন্ডার হওয়ায় এই নিয়ম পছন্দ করি না। কিন্তু নিয়ম তো নিয়মই। সেটা মানতেই হবে। তবে ব্যক্তিগত ভাবে এই নিয়ম পছন্দ নয়।"এ দিকে, শিশিরের প্রভাব রুখতে গত বছর বোর্ড নিয়ম করেছিল দ্বিতীয় ইনিংসের ১০ ওভার হওয়ার পর বল বদলানো হবে। বুধবার এক অধিনায়ক দাবি তোলেন, প্রথম ইনিংসেও ১০ ওভার বল বদল করা হোক। সূত্রের কথায়, "ওই অধিনায়কের এই প্রস্তাব প্রায় কারও কাছেই গৃহীত হয়নি। সাধারণত দ্বিতীয় ইনিংসেই শিশিরের প্রভাব থাকে। তাই এখনকার নিয়মই বহাল থাকছে।"বোর্ডও ক্যাচ নেওয়া নিয়ে ক্রিকেটারদের সতর্ক করে দিয়েছে। তারা জানিয়েছে, তালুবন্দি করার পর বল এবং শরীর সংশ্লিষ্ট ক্রিকেটারের নিয়ন্ত্রণে থাকলে তবেই সেটি বৈধ ক্যাচ হিসাবে গণ্য করা হবে। বল প্রথমে ধরার পর থেকে শুরু করে ওই ক্রিকেটারের নিয়ন্ত্রণে বল এবং শরীর পুরোপুরি আসা পর্যন্ত ক্যাচ ধরার প্রক্রিয়াটি চলবে।

নেইমারকে ছাড়া বিশ্বকাপ ভাবতে পারেন না এমবাপ্পে

যুক্তরাষ্ট্রের ফক্সবরোয় জিলেট স্টেডিয়ামে আজ প্রীতি ম্যাচে ব্রাজিলের মুখোমুখি হবে ফ্রান্স। ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় রাত ২টায়। এ ম্যাচের আগে ব্রাজিলের সংবাদমাধ্যম 'গ্লোবো'কে একটি সাক্ষাৎকার দেন ফরাসি তারকা কিলিয়ান এমবাপ্পে। সেখানে একটু ঝামেলাতেই পড়েছিলেন রিয়াল মাদ্রিদ তারকা। সেই ঝামেলাটা একটু অন্য রকম। এমবাপ্পের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, লোকে ব্রাজিল জাতীয় দলকে এখন কোন চোখে দেখবে? ভিনিসিয়ুস জুনিয়রের দল, নাকি নেইমারের দল? এমবাপ্পের সমস্যা হলো, ভিনি বর্তমানে তাঁর রিয়াল সতীর্থ আর নেইমার একসময় ছিলেন তাঁর পিএসজি সতীর্থ। শেষ পর্যন্ত কার ব্যালটে ভোট পড়ল এমবাপ্পের?

পিএসজিতে ২০১৭ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত সতীর্থ ছিলেন নেইমার ও এমবাপ্পে। দুজনের সম্পর্ক যেসব সময় খুব ভালোই ছিল; সেটা কিন্তু নয়। প্যারিস থেকে তখন দুই তারকার মন কষাকষির খবরও ভেসে এসেছে। কিন্তু এ যাত্রায় নেইমারকে প্রশংসায় ভাসিয়ে দেন এমবাপ্পে।

ভিনি না নেইমারের দলপ্রশ্নের উত্তরে ফরাসি ফরোয়ার্ড বলেন, 'কী প্রশ্ন (হেসে)! আমার বিশ্বাস দুজনেরই। জাতীয় দলে ভিনিকে আরও এক ধাপ ওপরে উঠতে হবে। আর নেইমার তো নেইমারই। অসাধারণ খেলোয়াড়।' এমবাপ্পে এটুকু বলার পর টানলেন ২০২৬ বিশ্বকাপের প্রসঙ্গ। ক্রমাগত চোটের কারণে দুই বছরের বেশি সময় নেইমার ব্রাজিল জাতীয় দলের বাইরে। ফিটনেস সমস্যায় সান্তোসের হয়ে নিয়মিত ম্যাচ খেলতে না পারায় এবারের আন্তর্জাতিক বিরতিতেও তাঁকে জাতীয় দলে ডাকেননি ব্রাজিল কোচ কার্লো আনচেলত্তি। আগামী ১১ জুন থেকে শুরু হতে যাওয়া বিশ্বকাপের আগে এবার আন্তর্জাতিক বিরতিতে শেষ দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে ব্রাজিল। সেখানে জাতীয় দলে নেইমারের জায়গা না পাওয়ার অর্থ হলো, বিশ্বকাপেও তাঁর খেলা অনিশ্চিত। নেইমারকে ঘিরে এখন তাই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হলো, আনচেলত্তির স্কোয়াডের অংশ হিসেবে তাঁকে বিশ্বকাপে দেখা যাবে তো?

এমবাপ্পে কিন্তু আশাবাদী, 'বিশ্বকাপ তারকাদের প্রতিযোগিতা। নেইমার আমার চোখে অন্যতম বড় তারকা। নেইমারকে ছাড়া বিশ্বকাপ আমি ভাবতেই পারছি না। তবে শেষ পর্যন্ত আমি আমার সাবেক কোচ আনচেলত্তির বিপক্ষে যেতে পারব না। তাঁর সিদ্ধান্তকে সম্মান করতে হবে।'

নেইমারকে নিয়ে আলাদা করে আশার কথাও জানিয়ে রাখলেন এমবাপ্পে, 'নেইমার আমার চোখে এমন খেলোয়াড় যে বড় পার্থক্য গড়ে দেয়। তার সঙ্গে খেলেছি, অনেক কিছু শিখেছি। নেইমারকে আমি জানি, সে প্রস্তুত হয়ে যাবে, থাকবে সেখানে (বিশ্বকাপ)। আমি তাকে জানি।'

ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে ফ্রান্স তিনে, ব্রাজিল পাঁচে। পাশাপাশি ১৯৮৬, ১৯৯৮ ও ২০০৬ বিশ্বকাপে ব্রাজিলকে হারিয়েছে ফ্রান্স। সাম্প্রতিক সময়ে ব্রাজিলের চেয়ে ভালো ফুটবলও খেলছে দিদিয়ের দেশমের দল। এমবাপ্পের কাছে তাই জানতে চাওয়া হয়েছিল, আজ রাতের প্রীতি ম্যাচে ফ্রান্সই ফেবারিট কি না?

ফরাসি তারকার উত্তর, 'জার্সিতে পাঁচ তারকা (পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন) থাকা একটি দলের বিপক্ষে আপনি কখনোই ফেবারিট হতে পারেন না। এটা অসম্ভব। ফুটবলে ব্রাজিলই শ্রেষ্ঠ জাতি। ব্রাজিলের বিপক্ষে ম্যাচটি আমাদের জন্য নিজেদের সামর্থ্য দেখানোর সুযোগ। আমরা কী করতে পারি এবং এই গ্রীষ্মে বিশ্বকাপ জয়ের প্রস্তুতিও নিতে হবে।'মেক্সিকো এবং আমেরিকার বিরুদ্ধে প্রদর্শনী ম্যাচের জন্য হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে রোনাল্ডোকে ছাড়াই শুক্রবার ২৬ সদস্যের দল ঘোষণা করেছিল পর্তুগাল। ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে আল নাসেরের হয়ে খেলার সময়ে চোট পান রোনাল্ডো। দল ঘোষণার সময়ে পর্তুগালের কোচ রবার্তো মার্তিনেস নিশ্চিত করেছিলেন, রোনাল্ডোকে নিয়ে তাঁরা অহেতুক তাড়াহুড়ো করতে চান না। তাই তাঁকে বাইরে রেখেই আসন্ন ম্যাচগুলির জন্য দল ঘোষণা করা হয়েছে।মার্তিনেস বলেছিলেন, "রোনাল্ডোর পেশিতে হালকা চোট রয়েছে। আশা করছি এক বা দু'সপ্তাহের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠবে। ম্যাচ না খেললেও শারীরিক ভাবে ও যে অনুশীলন করেছে, তাতে বোঝা গিয়েছে রোনাল্ডো সেরা ছন্দেই রয়েছে।" বিশ্বকাপেও কি রোনাল্ডোকে পাওয়া যাবে না? নেতিবাচক উত্তর দিয়ে মার্তিনেস বলেছিলেন, "রোনাল্ডোর চোট ততটা গুরুতর নয়। ও বিপদসীমার বাইরে রয়েছে।"মেক্সিকোর বিরুদ্ধে ২৮ মার্চ পর্তুগাল খেলবে আজতেকা স্টেডিয়ামে। দু'দিন পরে আটলান্টায় আমেরিকার মুখোমুখি হবেন ব্রুনো ফের্নান্দেসরা। দলে রোনাল্ডো ছাড়াও রাখা হয়নি বের্নার্দো সিলভাকে। কারণ সিনিয়র ফুটবলারদের বড় পরীক্ষার আগে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে।

লিভারপুল জানিয়েছে, 'যত দ্রুত সম্ভব' সমর্থকদের জানাতে চাওয়ার কারণে সালাহ মৌসুমের এ সময়ে নিজের সিদ্ধান্ত জানালেন। সমর্থকদের প্রতি 'শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতা থেকে নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে সবটুকু স্বচ্ছতা' বজায় রাখতে চেয়েছেন তিনি।অ্যানফিল্ডের জীবন সালাহর জীবনে অমোচনীয় স্মৃতি হয়ে থাকবে। কোভিড মহামারির কঠিন সময় পার করা কিংবা সতীর্থ দিয়োগো জোতার অকালমৃত্যুসবই সালাহর হৃদয়ে স্থায়ীভাবে দাগ কেটেছে।লিভারপুলেরপ্রতি কণ্ঠে মমতা ঝরিয়ে সালাহ বলেন, 'এই ক্লাবের বাইরের কাউকে আমি আসলে ভাষায় বোঝাতে পারব না (লিভারপুল আমার কাছে কী)। আমরা একসঙ্গে জয়ের উৎসব করেছি, পরম আরাধ্য সব ট্রফি জিতেছি। আবার জীবনের কঠিনতম সময়ে আমরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছি।

Page 3_5_7- JAGARAN.pmd 1 26-03-2026, 23:52

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

গ্যাস বুকিংয়ে স্বস্তি, মিসড কলে নতুন নম্বর চালু করল আইওসি

নয়াদিল্লি, ২৬ মার্চ: গৃহস্থালির এলপিজি গ্যাস বুকিং প্রক্রিয়াকে আরও সহজ ও গ্রাহকবান্ধব করতে বড় উদ্যোগ নিল ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেড।
গ্যাস বুকিং সংক্রান্ত সমস্যার কথা মাথায় রেখে সংস্থাটি মিসড কলের মাধ্যমে বুকিংয়ের জন্য আরও দুটি নতুন নম্বর চালু করেছে।
এখন থেকে গ্রাহকরা ৮৯২৭২২৫৬৬৭ নম্বরে মিসড কল দিয়ে সহজেই গ্যাস সিলিন্ডার বুক করতে পারবেন। পাশাপাশি ৮৩৯১৯৯০০৭০ নম্বরে পরিষেবার মাধ্যমেও বুকিং করা যাবে। সংস্থার মতে, পুরনো নম্বরগুলিতে অতিরিক্ত চাপের কারণে যে জট তৈরি হচ্ছিল, তা কমাতেই এই নতুন নম্বর চালু করা হয়েছে। গ্যাস বুকিং-এর গুরুত্বপূর্ণ নম্বরগুলি হল, নতুন মিসড কল নম্বর ৮৯২৭২২৫৬৬৭, ৮৩৯১৯৯০০৭০ এবং ৮৪৫৪৯৫৫৫৫৫

রাষ্ট্রগীত বন্দেমাতরম-এর ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাভিত্তিক বিশেষ পর্যায়ের অনুষ্ঠান আয়োজিত

আগরতলা, ২৬ মার্চ: পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আজ নজরুল কলাক্ষেত্রে রাষ্ট্রগীত বন্দেমাতরম-এর ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে জেলাভিত্তিক বিশেষ পর্যায়ের অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। মূলত রাষ্ট্রগীত বন্দেমাতরম এর ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হচ্ছে। গত ২৩ মার্চ রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নঞ্জু রাজ্যভিত্তিক বিশেষ পর্যায়ের অনুষ্ঠান-এর সূচনা করেন। বিশেষ পর্যায়ের অনুষ্ঠান চলবে আগামী ৩০ মার্চ পর্যন্ত। রাষ্ট্রগীত বন্দেমাতরমের উচ্চারণের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটি শুরু হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধক পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, বাঙালি মনন ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক অবিচ্ছেদ্য প্রতীক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর কালজায়ী সৃষ্টি ''বন্দেমাতরম''-এর ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে রাজ্যজুড়ে শুরু হয়েছে এক বিশেষ পর্যায়ের উদযাপন সপ্তাহ। গত ২৩ মার্চ থেকে শুরু হওয়া এই কর্মসূচি চলবে আগামী ৩০ মার্চ পর্যন্ত। স্কুল, কলেজ, ক্লাব, এনজিও এবং সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের সম্মিলিত উদ্যোগে এই আয়োজনকে ঘিরে সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এই বিশেষ সপ্তাহে রাজ্যজুড়ে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, ক্যুইজ প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং আলোচনা সভার আয়োজন করা হচ্ছে। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তোলা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে বন্দেমাতরম-এর ইতিহাস তুলে ধরার লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বন্দেমাতরম গানটি স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় বিপ্লবীদের মনে যে অদম্য সাহস জুগিয়েছিল এবং ভারতবর্ষকে ''মাতৃরূপে'' কল্পনা করার যে প্রেরণা দিয়েছিল, সেই গৌরবময় ইতিহাস স্মরনই এই উদযাপনের মূল বিষয়বস্তু। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসক ও সমাহর্তা অসিত কুমার দাস। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডিসিএম উত্তম ভৌমিক, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহ অধিকর্তা অমৃত দেববর্মা সহ অন্যান্য বিশিষ্ট জন। বন্দেমাতরম-এর ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে রিল, ছবি, শর্ট ভিডিও তৈরীর প্রতিযোগিতামূলক কর্মসূচিও চলছে। অনুষ্ঠানে বন্দেমাতরম-এর উপর একটি তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়।

শৌচাগারে অজ্ঞাতপরিচয় ছাত্রের মৃতদেহ উদ্ধার

বিশালগড়, ২৬ মার্চ : বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালের শৌচাগারের ভিতর থেকে এক অজ্ঞাতপরিচয় ছাত্রের মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে এলাকাজুড়ে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বৃহস্পতিবার সকালে হাসপাতালের শৌচাগারের ভিতরে ওই ছাত্রের নিথর দেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। বিষয়টি নজরে আসতেই দ্রুত খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে।
তবে অভিযোগ উঠেছে, পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর পরও দীর্ঘ কয়েক ঘণ্টা পর্যন্ত মৃতদেহ শৌচাগার থেকে বাইরে বের করা হয়নি। এতে সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে এবং হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে।
একই সঙ্গে হাসপাতালের নিরাপত্তা ব্যবস্থার গাফিলতি নিয়েও একাধিক অভিযোগ সামনে এসেছে। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, সিকিউরিটি গার্ডদের দায়িত্বে অবহেলার কারণেই এমন ঘটনা ঘটতে পারে। কিছু মানুষের অভিযোগ, হাসপাতালের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা রাজু নামে এক ব্যক্তি নিজেকে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিচয় দিয়ে প্রায়ই কর্তব্যে গাফিলতি করেন, যার ফলে নিরাপত্তা ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছে।
ঘটনাকে ঘিরে তৈরি হয়েছে রহস্যও। এটি স্বাভাবিক মৃত্যু, নাকি খুন তা নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠছে। যদিও এখনও পর্যন্ত মৃত ছাত্রের পরিচয় জানা যায়নি।
পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে এবং রিপোর্ট পাওয়ার পরই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ স্পষ্ট হবে।
ঘটনার পর থেকে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতাল চত্বরে উত্তেজনা ও আতঙ্কের পরিবেশ বিরাজ করছে। সাধারণ মানুষের দাবি, হাসপাতালের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার পাশাপাশি ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হোক।

টিটিএএডিসি নির্বাচন: ধলাই জেলার ৬ টি আসনে মোট ৫৫ টি মনোনয়নপত্র দাখিল

আগরতলা, ২৬ মার্চ: আসন্ন টিটিএএডিসি নির্বাচনে ধলাই জেলার ছয়টি আসনে মোট ৫৫ টি মনোনয়নপত্র দাখিল হয়েছে। এরমধ্যে ৫ ছামনু কেন্দ্রে আটটি মনোনয়নপত্র দাখিল হয়েছে এবং প্রার্থী ৫ জন। ৬ মনু ছৈলেংটা কেন্দ্রে মনোনয়নপত্র দাখিল হয়েছে ৯ টি এবং প্রার্থী ৫ জন। ৭দামছড়া কচুছড়া কেন্দ্রে মনোনয়নপত্র দাখিল হয়েছে ১৩ টি এবং প্রার্থী ৭ জন। ৮ গঙ্গানগর-গন্ডাছড়া কেন্দ্রে মনোনয়নপত্র দাখিল হয়েছে ১১ টি এবং প্রার্থী ৬ জন। ২৪ রাইমাভ্যালি কেন্দ্রে মনোনয়নপত্র ৮ টি এবং প্রার্থী ৫ জন। ১০ কুলাই চাম্পাহাওর কেন্দ্রে মনোনয়নপত্র ৬ টি এবং প্রার্থী ৬ জন। ক্রটিনির পর আগামী ২৮ তারিখ মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের অন্তিম দিন এবং তারপরেই চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশিত হবে। আজ ধলাই জেলার জেলাশাসক তথা জেলা নির্বাচন আধিকারিক বিবেক এইচ.বি এই সংবাদ জানিয়েছেন।

হোস্টেলে দুর্ঘটনা থেকে অল্পেতে রক্ষা দুই ছাত্রের, আতঙ্ক

আগরতলা, ২৬ মার্চ: আর কে নগর এলাকায় অবস্থিত ভেটেরিনারি কলেজ ছাত্রাবাসে বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে অল্পের জন্য রক্ষা পেল দুই ছাত্র। জানা গেছে, প্রায় এক বছর আগে নির্মিত হোস্টেল ভবনের ছাদের প্লাস্টার হঠাৎ ভেঙে পড়ে। ঘটনার সময় ওই কক্ষে উপস্থিত ছিল দুই ছাত্র। আচমকা ছাদের অংশ ভেঙে পড়ায় তারা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে, তবে সৌভাগ্যবশত গুরুতর আঘাত থেকে রক্ষা পায়। সামান্য আঘাত নিয়ে তারা প্রাণে বেঁচে যায় বলে জানা গেছে।
এই ঘটনায় হোস্টেলের নির্মাণ মান নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। মাত্র এক বছরের মধ্যেই এভাবে ছাদের প্লাস্টার খসে পড়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ছাত্ররা। তারা দ্রুত তদন্ত এবং প্রয়োজনীয় মেরামতির দাবি জানিয়েছে।

বাজালঘাটে ওপেন কমিউনিটি শেড নির্মাণে গতি, কাজ পরিদর্শনে বিধায়ক নয়ন সরকার

আগরতলা, ২৬ মার্চ : তালতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বাজালঘাট এলাকায় ওপেন কমিউনিটি শেড নির্মাণের কাজ জোরকদমে এগিয়ে চলেছে। এলাকাবাসীর দীর্ঘদিনের দাবিকে গুরুত্ব দিয়ে বিধায়ক নয়ন সরকারের উদ্যোগে এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থে এই শেড নির্মাণ করা হচ্ছে।
বুধবার নির্মীয়মাণ শেডের কাজ পরিদর্শনে যান বিধায়ক নয়ন সরকার। এদিন তিনি কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখেন এবং সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা করেন। পরিদর্শনের সময় আর ডি দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ার এবং স্থানীয় এলাকাবাসীরাও উপস্থিত ছিলেন।
জানা যায়, বর্তমানে নির্মাণ কাজের গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হিসেবে ছাদ ঢালাইয়ের কাজ চলছে।

পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ২৬ মার্চ: চলতি অর্থবছরে বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং আগামী অর্থবছরের জন্য কি কি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে সে বিষয়ে আজ পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের এক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। পর্যালোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল। সভায় অংশ নিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য। পর্যালোচনা সভায় সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ নিজ নিজ দপ্তরের বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়ণ এবং আগামী বছরের পরিকল্পনার রূপরেখা তুলে ধরেন।
আজ সোনারতরী রাজ্য অতিথিশালার কনফারেন্স হলে আয়োজিত পর্যালোচনা সভায় আলোচনায় অংশ নিয়ে সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য বলেন, জনগণের চাহিদাকে গুরুত্ব দিয়ে কাজ করতে হবে। জনপ্রতিনিধি ও বিভিন্ন দপ্তরের লক্ষ্য হল বিভিন্ন সরকারি সুযোগ সুবিধা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং মানুষকে উন্নত পরিষেবা দেওয়া। সমাজের অন্তিম ব্যক্তি পর্যন্ত যেন সরকারি সুযোগ সুবিধা পৌঁছে দেওয়া যায় সে বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। তিনি পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি, সেচের সুযোগ সৃষ্টি করা, স্বচ্ছ ভারত মিশন যথাযথভাবে বাস্তবায়িত করা, বাল্যবিবাহ রোধ করা প্রভৃতি বিষয়ে বক্তব্য রাখেন।
পর্যালোচনা সভায় শিক্ষা দপ্তরের প্রতিনিধি জানান, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য প্রতি শনিবার বিদ্যালয়গুলিতে বালিকা মঞ্চের সভার আয়োজন করা হয়। স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিক জানান, টিবি রোগ নিমুলীকরণ অভিযানে পশ্চিম জেলায় ৪৪৭ জন টিবি রোগী সনাক্ত হয়েছে। তাদের বিনামূল্যে চিকিৎসা ও আর্থিক সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। প্রতি মঙ্গলবার জেলার প্রতিটি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে মা ও শিশুর টিকাকরণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। কৃষি দপ্তরের প্রতিনিধি জানান, পশ্চিম জেলায় আমন মরশুমে ১৫১৬.১১২ মেট্রিকটন ধান কৃষকদের কাছ থেকে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে কেনা হয়েছে। রবি মরশুমে ৮,৫০০ হেক্টর জমিতে বোরো ধান চাষ করা হয়েছে। উদ্যান দপ্তরের প্রতিনিধি জানান, এ বছর জেলার ১৮৭ হেক্টর জমিতে বিভিন্ন ফল ও ফুল চাষ করা হয়েছে। ২০ হেক্টর জমিতে বিভিন্ন মশলা চাষ করা হয়েছে। ৮ হেক্টর জমিতে মাশরুম চাষ করা হয়েছে। ২০০ হেক্টর জমিতে শীত ও গ্রীষ্মকালীন সব্জি চাষ করা হয়েছে। বিদ্যুৎ নিগমের প্রতিনিধি জানান, চলতি অর্থবছরে জেলার ২ হাজার পরিবারকে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়েছে। গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের প্রতিনিধি জানান, ব্রহ্মকুন্ডে পর্যটন শিল্পের বিকাশে প্রায় ১৪ কোটি টাকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ চলছে।
জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন, এ বছর কাজ করতে গিয়ে যেসব সমস্যা হয়েছে তা সংশোধন করে আগামী অর্থবছরের কাজ সময়মত শেষ করতে হবে। পশ্চিম ত্রিপুরাকে রাজ্যের শ্রেষ্ঠ জেলা হিসেবে গড়ে তুলতে তিনি সবার প্রতি আহ্বান জানান। পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অন্তরা সরকার (দেব), বিধায়ক মীনারাণী সরকার, জিলা পরিষদের বিভিন্ন সদস্য-সদস্যাগণ, বিভিন্ন পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যানগণ, পশ্চিম ত্রিপুরার জেলার জেলাশাসক ড. বিশাল কুমার সহ জেলার বিভিন্ন ব্লকের বিডিওগণ।

জম্পুইজলা বিদ্যুৎ নিগম অফিসের বিরুদ্ধে 'পুরনো মিটার' কাণ্ডে গ্রাহকের পকেট কাটার অভিযোগ

সিপাহীজলা, ২৬ মার্চ : এবার সিপাহীজলা জেলার জম্পুইজলা বিদ্যুৎ নিগম অফিসের বিরুদ্ধে গ্রাহকের পকেট কাটার গুরুতর অভিযোগ সামনে এল। এর আগেও রাজ্যের বিভিন্ন বিদ্যুৎ নিগম অফিসের বিরুদ্ধে বিদ্যুৎ বিল নিয়ে অনিয়মের অভিযোগ উঠলেও, একই ধরনের অভিযোগ এবার জম্পুইজলাতেও সামনে আসায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।
জানা গেছে, জম্পুইজলা মহকুমার অন্তর্গত যুগল কিশোরনগর রায়পাড়া এডিসি ভিলেজের বাসিন্দা গরিব কৃষক সুশান্ত সরকার কয়েক বছর আগে নিজের বসতভিটে তৈরি করে সেখানে প্রথমবার বিদ্যুৎ সংযোগ নেন। অভিযোগ, সেই সময় বিদ্যুৎ নিগমের কর্মীরা তার বাড়িতে নতুন মিটারের পরিবর্তে অন্য কারও ব্যবহৃত পুরনো বৈদ্যুতিক মিটার বসিয়ে দেন। সুশান্ত সরকারের দাবি, তিনি তখনই কর্মীদের কাছে জানতে চান পুরনো মিটার ব্যবহারে কোনো সমস্যা হবে কি না। কিন্তু কর্মীরা তাকে আশ্বস্ত করেন, এতে কোনো সমস্যা হবে না। তবে সংযোগ নেওয়ার পর প্রথম মাসেই তার বিদ্যুৎ বিল আসে ১৫ হাজার টাকারও বেশি, যা দেখে তিনি হতবাক হয়ে পড়েন। পরবর্তীতে খোঁজ নিয়ে তিনি জানতে পারেন, তার বাড়িতে সংযোগ দেওয়ার আগেই ওই মিটারে বিপুল পরিমাণ বকেয়া বিল ছিল, যা এখন তার নামে যুক্ত হয়ে গেছে। বিষয়টি নিয়ে তিনি জম্পুইজলা বিদ্যুৎ নিগম অফিসে যোগাযোগ করলে, কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দেয় যে পুরনো মিটারের বকেয়া বিল এখন তাকে পরিশোধ করতেই হবে।
এই অবস্থায় আর্থিকভাবে দুর্বল সুশান্ত সরকার ভেঙে পড়েন। তবুও ধীরে ধীরে কিছু টাকা পরিশোধ করলেও এখনও ১২ হাজার টাকারও বেশি বকেয়া রয়ে গেছে। সম্প্রতি তার বাড়িতে নতুন মিটার বসানো হয়েছে বলে জানা গেছে।
বৃহস্পতিবার সকালে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে সুশান্ত সরকার ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, এটি বিদ্যুৎ নিগমের একটি পরিকল্পিত কৌশল, যার মাধ্যমে সাধারণ গ্রাহকদের পকেট কাটা হচ্ছে। তিনি রাজ্যের বিদ্যুৎ মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে দাবি জানান, অন্যের বকেয়া বিল তার নাম থেকে অবিলম্বে বাতিল করা হোক। একজন গরিব কৃষক হিসেবে অন্যের বিদ্যুৎ বিল বহন করা তার পক্ষে অসম্ভব বলেও তিনি জানান। এখন দেখার বিষয়, এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে রাজ্য বিদ্যুৎ দপ্তর বা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী কত দ্রুত পদক্ষেপ নেন।

পশ্চিম এশিয়ায় বর্তমান পরিস্থিতিতে ভারত সরকারের প্রস্তুতি, জ্বালানী সরবরাহ ও নাগরিক নিরাপত্তায় তৎপরতা

নয়াদিল্লি, ২৬ মার্চ : পশ্চিম এশিয়ার চলমান পরিস্থিতি নজরদারি করছে ভারত সরকার এবং সমস্ত মূল ক্ষেত্রের স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। জ্বালানী সরবরাহ, সামুদ্রিক চলাচল এবং ঐ অঞ্চলে বসবাসকারী ভারতীয় নাগরিকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।
হরমুজ প্রণালী বন্ধ থাকার প্রেক্ষাপটে দেশের পেট্রোলিয়াম পণ্য এবং এলপিজি সরবরাহকে অব্যাহত রাখার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। সমস্ত শোধনাগার পূর্ণ ক্ষমতায় কাজ করছে এবং অপরিশোধিত তেলের পর্যাপ্ত মজুত রয়েছে। পেট্রোল ও ডিজেলের সরবরাহ দেশের সমস্ত পেট্রোল পাম্পে যথেষ্টভাবে আছে।
এলপিজি সরবরাহ বাড়ানো হয়েছে এবং গৃহস্থালীর জন্য পর্যাপ্ত সিলিন্ডার সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছে। বাণিজ্যিক এলপিজি সরবরাহ আংশিকভাবে (২০ শতাংশ) বহাল আছে, এবং অতিরিক্ত ১০ শতাংশ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। কেরোসিন ও বিকল্প জ্বালানীর ওপরও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। গ্রাহকদের ডিজিটাল বুকিং ব্যবহারের মাধ্যমে গ্যাস সরবরাহ গ্রহণ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহেও বিশেষ নজর রাখা হয়েছে। ডি-পিএনজি ও সিএনজি'র সরবরাহ ১০০ শতাংশ বজায় রয়েছে, শিল্প ও বাণিজ্যিক গ্রাহকদের সরবরাহ গড়ে ৮০ শতাংশ। আইজিএল, এমজিএল, গেইল গ্যাস ও বিপিসিএলকে গৃহস্থালী ও বাণিজ্যিক পিএনজি সংযোগে উৎসাহিত করা হয়েছে। সকল সিটি গ্যাস ডিস্ট্রিবিউটরকে ৫ দিনের মধ্যে স্কুল, কলেজ, হস্টেল ও অঙ্গনওয়াড়ি রান্নাঘরে পিএনজি সরবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে।
সামুদ্রিক নিরাপত্তায় ভারতীয় ভেসেল ও নাবিকদের সুরক্ষা অগ্রাধিকার পেয়েছে। ভারতের পতাকা বহনকারী ২০টি ভেসেল এবং ৫০০ জন নাবিক পশ্চিমাঞ্চল পারস্য উপসাগরে নিরাপদে অবস্থান করছেন। গত ২৪ ঘন্টায় ৩৯ থেকে ৬৭৪ জন ভারতীয় নাবিককে নিরাপদে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা হয়েছে।
পশ্চিম এশিয়ার ভারতীয় নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ভারতীয় দূতাবাস ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বজায় রেখেছে। প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান ও স্বল্প সময়ের জন্য ভিসা প্রদানের ব্যবস্থা চালু রাখা হয়েছে। বিমান চলাচলের ক্ষেত্রেও পরিস্থিতি ধাপে ধাপে উন্নতি করছে। ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ৪ লক্ষ ৫০ হাজার যাত্রীকে ভারতে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। সংযুক্ত আরব আমিরশাহীতে সীমিত বিমান চলাচল চলছে, সৌদি আরব ও ওমান থেকে নিয়মিত বিমান আসছে। কাতারে আংশিকভাবে আকাশপথ খোলা, ইজরায়েলের ক্ষেত্রে জর্ডন, এবং কুয়েত, বাহারিন ও ইরাকের জন্য সৌদি আরবের পথ ব্যবহার করা হচ্ছে।
ভারত সরকার পরিস্থিতি নজরদারি করা অব্যাহত রেখেছে এবং নাগরিক নিরাপত্তা, জ্বালানী সরবরাহ ও সমন্বিত পদক্ষেপে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছে।

টিটিএএডিসি নির্বাচন: লাইসেন্স প্রাপ্ত আগ্নেয়াস্ত্র জমা দেবার নির্দেশ

আগরতলা, ২৬ মার্চ: আসন্ন টিটিএএডিসি''র সাধারণ নির্বাচনের ভোটগ্রহণের পূর্বে, ভোটের দিন এবং ভোটের পরবর্তী সহিংসতা প্রতিরোধের লক্ষ্যে গোমতী জেলার জেলাশাসক জেলার অন্তর্গত সমস্ত লাইসেন্স প্রাপ্ত আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ জমা দেওয়ার নির্দেশ জারি করেছেন। অস্ত্র আইন, ১৯৫৯-এর অধীনে এই আদেশ জারি করে জেলাশাসক জানিয়েছেন যে, গোমতী জেলার অন্তর্গত সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সধারীদের সমস্ত শ্রেণীর আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ আগামী ৩০ মার্চ, ২০২৬ তারিখের মধ্যে নিজ নিজ এলাকার সংশ্লিষ্ট থানায় জমা দিতে হবে। তবে গোমতী জেলার অন্তর্গত ব্যাঙ্ক সমূহে নিয়োজিত নিরাপত্তা রক্ষীদের লাইসেন্স প্রাপ্ত আগ্নেয়াস্ত্রের ক্ষেত্রে এই নির্দেশ প্রযোজ্য হবেনা। উল্লেখিত তারিখের পর কোন ব্যক্তির কাছে যদি কোন আগ্নেয়াস্ত্র বা গোলাবারুদ পাওয়া যায় তবে তিনি আইনানুগ বিচারের সম্মুখীন হবেন এবং অস্ত্র আইন ১৯৫৯-এর প্রাসঙ্গিক বিধান অনুযায়ী তার আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ বাজেয়াপ্ত করা হবে।

বাল্যবিবাহ রোধে সচেতনতা: বিলোনিয়ায় নাবালিকাদের জন্য ১০ দিনের মহিলা ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্পের সমাপ্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৬ মার্চ : বাল্যবিবাহ মুক্ত ভারত গড়ার লক্ষ্যে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা প্রশাসন একাধিক সচেতনতা মূলক কর্মসূচি গ্রহণ করে চলেছে। এই উদ্যোগের অন্যতম লক্ষ্য দক্ষিণ জেলাকে বাল্যবিবাহ মুক্ত করে দেশের সার্বিক উন্নয়নে সহায়তা করা।
জেলা প্রশাসনের এই উদ্যোগকে সমর্থন জানিয়ে বিলোনিয়া ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন গত ১৫ই মার্চ থেকে বিলোনিয়া বিদ্যাপীঠ ক্রিকেট কোচিং সেন্টারে ১০ দিনব্যাপী মহিলা ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্পের আয়োজন করে। এই ক্যাম্পে জেলার প্রায় ৩০ জন নাবালিকা মেয়ে অংশগ্রহণ করে এবং নিয়মিত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে।
বুধবার দক্ষিণ মির্জাপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে এই কোচিং ক্যাম্পের সমাপ্তি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক মোহম্মদ সাজ্জাদ পি, জেলা শিক্ষা আধিকারিক দিলীপ চন্দ্র দাস, জেলা যুব ও ক্রীড়া দপ্তরের আধিকারিক রীতেশ শীল, বিলোনিয়া ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক পার্থ চৌধুরী, বিলোনিয়া প্রেস ক্লাবের সম্পাদক স্নেহাশীষ চক্রবর্তী সহ অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ।
অনুষ্ঠানে বক্তারা জানান, বর্তমান সময়ে ক্রিকেটে পুরুষদের পাশাপাশি মহিলাদেরও সমান সুযোগ ও ম্যাচ ফি প্রদান করা হচ্ছে। তাই পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলাকেও সমান গুরুত্ব দিয়ে মহিলাদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো হয়।
একই সঙ্গে অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে সচেতনতা বার্তা দিয়ে বলা হয়, মেয়েদের ভবিষ্যৎ গঠনই হওয়া উচিত প্রথম অগ্রাধিকার, তারপরে বিবাহের বিষয়টি বিবেচনা করা উচিত। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই মেয়েদের জন্য বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রদান করছে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে ৩৩ শতাংশ সংরক্ষণ নিশ্চিত করা হয়েছে।
বক্তারা আরও বলেন, বর্তমান প্রজন্মের নাবালিকাদের সামনে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বিস্তৃত সুযোগ রয়েছে। এই সুযোগকে কাজে লাগাতে হলে সমাজের সকল স্তরের মানুষের এগিয়ে আসা প্রয়োজন। বাল্যবিবাহ রোধে আগামী দিনেও আরও বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে বলেও জানান তারা।
এদিকে, কোচিং ক্যাম্পে অংশগ্রহণকারী ছাত্রীদের নিয়মিত অনুশীলন চালিয়ে যাওয়ার সুবিধার্থে দক্ষিণ মির্জাপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে একটি ক্রিকেট প্র্যাকটিস গ্রাউন্ড তৈরি করে দেওয়ার আশ্বাস দেন জেলাশাসক।

তেলিয়ামুড়ায় টিটিএএডিসি নির্বাচনী তৎপরতা জোরদার, বিকাশ দেববর্মা জনসংযোগে

তেলিয়ামুড়া, ২৬ মার্চ : আসন্ন ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদ (টিটিএএডিসি) নির্বাচনকে সামনে রেখে তেলিয়ামুড়া মহারানী কেন্দ্রজুড়ে রাজনৈতিক তৎপরতা ক্রমশ জোরদার হচ্ছে। বৃহস্পতিবার ১১ মহারানী—তেলিয়ামুড়া কেন্দ্রের বিজেপি মনোনীত প্রার্থীর সমর্থনে একাধিক কর্মসূচিতে অংশ নেন জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। এদিন আঠারোমুড়া পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত ৪৮ মাইল কৃষ্ণমনি চৌধুরী রিয়াং পাড়ায় একটি ঘরোয়া উঠান সভার আয়োজন করা হয়। সভায় তিপ্রা মথা ছেড়ে ৩৯ জন ভোটার বিজেপিতে যোগ দেন। নবাগতদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে স্বাগত জানান বিজেপি প্রার্থী বিল্লু জমাতিয়া এবং কৃষ্ণপুর মণ্ডলের নেতৃত্বরা। উপস্থিত ছিলেন মণ্ডলের সাধারণ সম্পাদক ওয়াথারাই মলসুমসহ একাধিক কর্মী-সমর্থক।
এরপর ৪৫ মাইল এলাকায় একটি চায়ের দোকানে 'চায়ের আড্ডা'-তে অংশ নেন মন্ত্রী ও প্রার্থী। সেখানে স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলে তাদের অভাব-অভিযোগ শুনেন এবং উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি তুলে ধরেন। সভা ও জনসংযোগ কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা অভিযোগ তোলেন, "গত কয়েক বছরে জনজাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলির উন্নয়নের জন্য জনজাতি কল্যাণ দপ্তর থেকে কয়েকশো কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, কিন্তু সেই অর্থ সঠিকভাবে কাজে লাগানো হয়নি। এলাকার মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সুফল সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছায়নি।" মন্ত্রী আরও বলেন, টিটিএএডিসিতে বিজেপি ক্ষমতায় এলে জনজাতি মানুষের উন্নয়ন নিশ্চিত করা হবে এবং কোনও ধরনের বঞ্চনা থাকবে না। সেই লক্ষ্যে আসন্ন নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থীকে জয়ী করার আহ্বান জানান তিনি। দলীয় সূত্রে জানা যায়, মন্ত্রী ও প্রার্থীর বক্তব্য শুনে উপস্থিত অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করেছেন।

মহানাম সেবক সংঘের নবনির্মিত চূড়া উন্মোচন, পূর্ণাঙ্গ রূপ পেল মন্দির

আগরতলা, ২৬ মার্চ : নিখিল ত্রিপুরা মহানাম সেবক সংঘের নবনির্মিত মন্দিরের চূড়া আজ আনুষ্ঠানিকভাবে উন্মোচন করা হয়েছে। এই উপলক্ষে ২৪ মার্চ থেকে ২৭ মার্চ পর্যন্ত বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে।২৪ মার্চ থেকে শুরু হওয়া এই অনুষ্ঠানের ধারাবাহিকতায় বৃহস্পতিবার ২৬ মার্চ সকাল ৭টা থেকে বিশেষ পূজার আয়োজন করা হয়। পূজা শেষে মন্দিরের নবনির্মিত চূড়ার উন্মোচন করেন আগরতলা পুরনিগমের মেয়র দীপক মজুমদার।এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কর্পোরেটর রত্না দত্ত, মঠের সভাপতি রবীন্দ্র চন্দ্র সাহা, মঠাধ্যক্ষ সভাধিবন্ধু ব্রহ্মচারী, সম্পাদক সুদীপ কুমার রায়, উপদেষ্টা কমিটির কনভেনার ডা. তপন দেবনাথ এবং আসামের প্রাক্তন বিধায়ক সুখেন্দু শেখর দত্তসহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।
উল্লেখ্য, ১৯৮২ সালে প্রতিষ্ঠিত এই মন্দিরটি দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টায় আজ চূড়া উন্মোচনের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করল। মন্দিরটিতে ভক্তদের থাকার জন্য ২২টি কক্ষের ব্যবস্থা রয়েছে, যেখানে স্বল্প খরচে ভক্তরা অবস্থান করতে পারবেন।

টিটিএএডিসি নির্বাচন: কিল্লা-বাগমা ও কাঁঠালিয়া-মির্জা-রাজাপুর আসনে সবকয়টি মনোনয়পত্র বৈধ

আগরতলা, ২৬ মার্চ: আসন্ন ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের সাধারণ নির্বাচণ ২০-কিল্লা-বাগমা (এসটি) আসনে জন প্রার্থী তাদের মনোনয়নপত্র দাখিল করেছিলেন। মনোনয়নপত্র পরীক্ষায় সবকয়টি মনোনয়নই বৈধ বলে বিবেচিত হয়েছে। উল্লেখ্য, এই আসনে মোট ভোটার রয়েছেন ৩২,৫৯৬ জন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার ১৬,০০৪ জন ও মহিলা ভোটার ১৬,৫৯২ জন।
এছাড়া ২২-কাঁঠালিয়া-মির্জা-রাজাপুর (এসটি) আসনে ৮ জন প্রার্থী তাদের মনোনয়পত্র দাখিল করেছিলেন। মনোনয়পত্র পরীক্ষায় আজ সবকয়টি মনোনয়নপত্রই বৈধ বলে বিবেচিত হয়েছে। উল্লেখ্য, এই আসনে মোট ভোটার রয়েছেন ৪৫,২০৮ জন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার ২২,৮০৩ জন এবং মহিলা ভোটার ২২,৪০৫ জন। মহকুমা শাসকের কার্যালয় থেকে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

ধর্মনগরে বন দপ্তরের সাফল্য, আগর কাঠ বোঝাই গাড়ি আটক

ধর্মনগর, ২৬ মার্চ : গোপন সূত্রের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগরে বড় সাফল্য পেল বন দপ্তর। কদমতলা ব্লকের দক্ষিণ ফুলবাড়ী এলাকায় অভিযান চালিয়ে একটি অবৈধ আগর কাঠ বোঝাই গাড়ি আটক করা হয়েছে।
বন দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার বিকেল প্রায় ৪টা ৩০ মিনিট নাগাদ চোরাইবাড়ি বিট অফিসার আশুতোষ মালাকারের কাছে খবর আসে যে, দক্ষিণ ফুলবাড়ী এলাকায় একটি গাড়িতে অবৈধভাবে আগর কাঠ বোঝাই করা হচ্ছে। খবর পাওয়ার পরই তাঁর নেতৃত্বে বন দপ্তরের একটি দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযান চালায়।
অভিযানের সময় বন কর্মীদের উপস্থিতি টের পেয়ে পাচারকারীরা টিআর০৫জে১৭৪৯ নম্বরের গাড়িটি ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। পরে বন কর্মীরা গাড়িটিতে তল্লাশি চালিয়ে বিপুল পরিমাণ অবৈধ আগর কাঠ উদ্ধার করেন।
উদ্ধারকৃত কাঠসহ গাড়িটিকে রাতেই ডিস্ট্রিক্ট ফরেস্ট অফিসে নিয়ে আসা হয়েছে। বিট অফিসার আশুতোষ মালাকার জানিয়েছেন, কাঠগুলো কোথা থেকে আনা হয়েছে এবং এর সঙ্গে কারা জড়িত, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু হয়েছে। পাচারচক্রের সদস্যদের শনাক্ত করতে বন দপ্তর তৎপরতা চালাচ্ছে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 2 27-03-2026, 01:14